আগরতলা মামলা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাঃ একটি সমীক্ষা

এম. ফিল অভিসন্দর্ভ

২০০৪

Dhaka University Library
401591

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ডঃ মু নুরুল আমিন

401591

গবেষক

জিন্নাতুল ফেরদৌস আরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ।

আগরতলা মামলা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাঃ একটি সমীক্ষা

এম. ফিল অভিসন্দর্ভ

২০০৪

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ডঃ মু নুরুল আমিন

401591

গবেষক

জিন্নাতুল ফেরদৌস আরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা মামলা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাঃ একটি সমীক্ষা

এম. ফিল অভিসন্দর্ভ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

401591

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ডঃ মু নুরুল আমিন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষক
জিন্নাতুল ফেরদৌস আরা

সেপ্টেম্বর ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা মামলা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাঃ একটি সমীক্ষা

এম. ফিল অভিসন্দর্ভ

সেপ্টেম্বর ২০০৪

জিন্নাতুল ফেরদৌস আরা

শহীদ মোহসীন সড়ক

নতুন শহর, মাদারীপুর।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
তাং ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৪

"প্রত্যয়ন পত্র"

জিন্নাতুল ফেরদৌস আরা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত "আগরতলা মামলা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাঃ একটি সমীক্ষা" শীর্ষক থিসিস সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে,

১। এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত হয়েছে।
২। এটি সম্পূর্ণরূপে জিন্নাতুল ফেরদৌস আরা এর নিজস্ব এবং একক গবেষণা কর্ম।
৩। এটি একটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণা কর্ম।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য সন্তোসজনক। আমি এই গবেষণা নিবন্ধের চূড়ান্ত পান্ডুলিপিটি পড়েছি এবং এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

২২.৯.০৪

ডঃ মু নুরুল আমিন
গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ফোন ৯৬৬১৯২০-৫৯/৪৪৭৮, ফ্যাক্স-৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩, E-mail:duregstr@bangla.net

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলা শুরু হওয়ার বারো বছর পূর্বে সামরিক বাহিনীর কতিপয় অফিসার ও কর্মী কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ও পূর্ব বাংলার ওপর নানা ধরনের নির্যাতনের প্রেক্ষিতে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখলের পর (এই অঞ্চলের) স্বাধীনতা ঘোষনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক শক্তির সমর্থনের প্রচেষ্টা করেন। বিক্ষুব্ধ পূর্বপাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) বেশ কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা গোপনে তাদের সমর্থনদানের আশ্বাসও দেন।

বিদ্রোহী গ্রুপের ক'জনের বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান অভিযুক্ত করে "বাংলাদেশ" স্বাধীন করার রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করেন। যদিও প্রথমে লেঃ কমান্ডার (নেভি) মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে অর্থাৎ মোয়াজ্জেম হোসেনকে ১নং আসামী করে মামলা দায়ের করা হয়েছিলো।

এই মামলা আমাদের দেশের সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রচেষ্টার প্রথম সরকারী স্বীকৃতি। সে কারনে এই মামলা আমাদের গৌরবের ইতিহাস। এই গবেষনার মাধ্যমে দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ব্যাপকতার মধ্যে একটি উজ্জল বিদ্রোহ - সংগ্রামের ইতিহাসকে বস্তুনিষ্ঠভাবে সততার সাথে প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য পর্যালোচনা করেছি। কারন কোন দেশের রাজনৈতিক বা সংগ্রাম-বিদ্রোহের ইতিহাস ধারার অসম্পূর্ণ প্রকাশ কাঙ্ক্ষনীয় নয়।

কেবলমাত্র প্রজন্ম নয়, সে সময়ে যারা যুব বা পৌঢ় ছিলেন তাঁরাও অনেকে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য (পাকিস্তান সরকার অলিখিত ভাবে রাজনৈতিক সুবিধার জন্যে প্রচার করেছিলেন বিভিন্ন পত্রিকায় "আগরতলা ষরযন্ত্র মামলা" নামে) ঐতিহাসিক মামলা এবং জড়িত ব্যক্তিদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামী অবদান ও মামলা পরিণতি সম্পর্কে বহুলাংশে অপ্রচ্ছন্ন ধারনা বহন করছেন। ফলে আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টার কাহিনী ক্রমান্বয়ে আলোর বাইরে চলে যাচ্ছে। অথচ এই মামলার সুত্র ধরেই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান।

Dhaka University Institutional Repository

আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব অ্যাডভান্স স্টাডিজ ও একাডেমিক পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের যারা সহানুভূতির সাথে বিশেষ বিবেচনায় দীর্ঘদিন পরেও আমাকে এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের সুযোগ্য অধ্যাপক নুরুল আমিন বেপারীকে। যাঁর তত্ত্বাবধানে আমি গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করেছি। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে সময় দিয়ে গবেষণা কর্মে নির্দেশনা দিয়েছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাইনা আমার সুখ-দুঃখের সাথী, আমার স্বামী গোলাম মোস্তফা আরজুকে, সংসার ধর্মের দোহাই দিয়ে তিনি আমার গবেষণা কর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে বরং উৎসাহ দিয়েছেন। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মরহুম ডুয়ার্ট মুজিবকে, যাঁর বীরত্ব আমাকে এ লেখার জন্য উজ্জীবিত করেছে। স্মরণ করি মরহুম এ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান সিকদার (প্রাক্তন মন্ত্রী) কে, যিনি মাদারীপুর সুফিয়া মহিলা কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে আমাকে গবেষণা কর্মের (ডিগ্রী লাভে) সুযোগ করে দিয়েছেন। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি মাদারীপুর জেলার সাবেক জেলা প্রশাসক জনাব আঃ সাত্তার মিয়া ও তাঁর স্ত্রী আনোয়ারা সাত্তারকে, যাঁরা আমাকে শিক্ষা ছুটি লাভে সহযোগিতা করেছেন। ধন্যবাদ জানাই আমার সহকর্মী ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক জনাব খোরশেদকে, যিনি আমাকে ইংরেজি বই থেকে অনুবাদ করতে সহযোগিতা করেছেন। ধন্যবাদ জানাই আমার সহকর্মী বাংলা বিভাগের প্রভাষক জনাব গোলাম আহমেদকে, এ লেখার ভাষাগত দিক ও বানান সংশোধনে যার ভূমিকা প্রশংসনীয়।

আরও যাদের কাছ থেকে উৎসাহ, প্রেরণা ও সহযোগিতা পেয়েছি তাদের মধ্যে আছেন, জনাব মিজানুর রহমান (প্রভাষক, লাইব্রেরি সায়েন্স), জনাব আ, জ, ম বশমাল (প্রশিক্ষক, নাটক বিভাগ, মাদারীপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি), আমার কলেজের প্রধান করণিক জনাব মাহবুব হাসান, আপার স্নেহধন্য অনুজ প্রতিম নার্গিস আক্তার, (ডাইরেক্টর, ফেমকম, বাংলাদেশ)। আমান ভাই, রতনদা, লোইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

এ লেখার উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, পাবলিক লাইব্রেরি ঢাকা ও মাদারীপুরের কর্তৃপক্ষের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। পরিশেষে আমার শুভানুধ্যায়ী, বন্ধু সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই।

জিন্নাতুল ফেরদৌস আরা
তাং-

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

অতি নিকট অতীতের ঘটনাসমূহে, ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী, দল এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক বা অন্যকোন স্বার্থের বিষয়ও অনেক সময় জড়িত থাকার কারনে একই ঘটনাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ইতিহাসে অন্তর্ভুক্তির অথবা বাদ দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়। সে কারনেই গুরুত্বপুর্ণ ঘটনাবলীকে ইতিহাসের ধাচে ঢেলে সাজানো অনেক ক্ষেত্রেই হয়না। কিন্তু সত্যের প্রকাশ কারো জন্যে যত বিব্রতকর ও অস্বস্তির কারনই হোকনা কেন, আগামী প্রজন্মকে মিথ্যা আর বিভ্রান্তির কবল থেকে মুক্ত রাখার এবং এ জাতির মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আজকের বিদ্যমান সব প্রতিকুলতা, বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে একদিন অনেকেই সেই মহান ইতিহাস রচনার দায়িত্ব নেবেন এবং 'সত্য'কে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন।

শাশ্বত সত্যের জন্যে জীবন উৎসর্গীকরণ এবং দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্যে মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামে সমৃদ্ধ এই ইতিহাস। যুগ যুগ ধরে সে সব কাহিনী জানবে আগামী প্রজন্ম।

আজ যে স্বাধীন বাংলাদেশ ও লাল-সবুজ পতাকার জন্য আমরা গর্ববোধ করি, তা দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের সোনালি ফসল। পাকিস্তানি দুঃশাসন থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য একদিকে যেমন চলে সশস্ত্র সংগ্রাম অর্থাৎ সম্মুখযুদ্ধ এবং গেরিলা যুদ্ধ। অন্য দিকে চলে অস্ত্রবিহীন-যুদ্ধবিহীন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, অসহযোগ আন্দোলন। '৭১' এর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২৫ শে মার্চ '৭১' পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলনা বলেই এ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অর্থাৎ সমঝোতা পদ্ধতির প্রতি বৃদ্ধাঙুলি প্রদর্শন করে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। তারা নিরীহ বাঙালির উপর লেলিয়ে দিল সেনা বাহিনী। অকাতরে চালাল নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। যার অবশ্যম্ভাবী পরিনতি হল সশস্ত্র সংগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

এ সশস্ত্র সংগ্রামের বীজ রোপিত করেছিলেন ১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলার (অর্থাৎ রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব মামলার) অভিযুক্তরা। এ বীরেরা তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর সাথে আসলে সমঝোতা চলেনা। তাই মুক্তির একমাত্র পথ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পূর্ববাংলাকে স্বাধীন করে নেয়া। ১৯৪৭ উত্তর কোন আন্দোলনই সশস্ত্র সংগ্রামের কথা ভাবা হয়নি। তাই সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের মাইল ফলক হল ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা অর্থাৎ আগরতলা বিপ্লব।

এখানে উল্লেখ্য যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, আইয়ুব খাঁন ষড়যন্ত্র করে এ মিথ্যা মামলা দায়ের করে ছিল। যদিও সেদিন অভিযুক্তরাও তাঁদের সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করে ছিলেন। আসলে তা ছিল সময়ের দাবি। কারণ, সে সময় অভিযুক্তরা যদি তাঁদের সংশ্লিষ্টতা স্বীকার করত তাহলে দেশদ্রোহিতার দায়ে আইয়ুব সরকার অভিযুক্তদের ফাঁসীতে ঝুলিয়ে মারত। ফলে বাংলার স্বাধীকার আন্দোলন চিরতরে স্তিমিত হয়ে যেত। তাই দেশ ও জাতির স্বার্থে সেদিন এ মামলায় অভিযুক্ত মহান বীরেরা একে ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যা মামলা বলে অভিহিত করেছিলেন। আসলে ১৯৬৭ সালের ১২ই জুলাই ভারতের আগরতলায় এক গোপন বৈঠক হয় যা ভিতরের পাতায় স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা আছে।

অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামের এ গুরুত্বপূর্ণ অংশটি ইতিহাসে একেবারেই অবহেলিত। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং সিভিল সার্ভিসের এ বীরদের বীরত্ব অস্বীকার করে যদি কেবল '৭১' এর মুক্তিযুদ্ধের কাহিনীকে প্রকাশ করা হয় তাহলে সেটা হবে আংশিক সত্য এবং ঐতিহ্যহীন। যে জাতি ইতিহাস সংরক্ষণ করেনা, দেয়না প্রকৃত বীরের মর্যাদা সে জাতি জুয়া এবং দুর্দশাগ্রস্ত। সশস্ত্র বাহিনীর এ জোয়ানদের উত্থান প্রচেষ্টার সুত্র ধরে বেরিয়ে আসবে অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম। জানা যাবে ১৯৬৯ এর গণ আন্দোলন কিভাবে রূপ নিল গণঅভ্যুত্থানে। যার ফল '৭০' এর নির্বাচন এবং '৭১' এর মুক্তিযুদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

জানা যাবে কেমন করে শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু উপাধি লাভ করলেন। আমাদের এ বীরত্ব এবং গৌরবোজ্জ্বল বিদ্রোহের ইতিহাস জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অবজ্ঞা করে জাতি যে ভাবে দেখে আছেন হচ্ছে, সে অবস্থা থেকে সত্যের সন্ধানে প্রজন্মকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশন করার প্রয়াসে আমার এ গবেষণা কর্ম। এখানে আমি অনেক অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে সত্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছি। অনিচ্ছাকৃত যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তাতে আমি ক্ষমা প্রার্থী। এই গবেষণা কর্মে বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটি বাস্তবধর্মী বিশ্লেষন ও মুল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা মামলা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাঃ একটি সমীক্ষা

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র	I
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	II-IV
মুখবন্ধ	V-VII
সূচিপত্র	VIII-IX

প্রথম অধ্যায়

১.১। ভূমিকা	১ - ৫
১.২। গবেষনায় লক্ষ ও উদ্দেশ্য	৬
১.৩। গবেষনা পদ্ধতি	৭ - ৮
১.৪। গবেষনার গুরুত্ব	৮ - ৯
১.৫। গবেষনার সীমাবদ্ধতা	৯
১.৬। গবেষনা ক্ষেত্র	১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

১।	লাহোর প্রস্তাব	১২-১৮
২।	অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ	১৯-২৩
৩।	ভাষা আন্দোলন	২৪-৩০
৪।	ঐতিহাসিক ছয় দফা	৩১-৩৮

তৃতীয় অধ্যায়

১।	আগরতলা মামলা	৪৫-১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

১। ঊনসত্তর সালের গণঅভ্যুত্থান ও আগরতলা মামলা ১৭২-১৭৬

২। "৭০"এর নির্বাচন ১৭৭-১৮৪

পঞ্চম অধ্যায়

১। একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ১৮৮-১৯৯

২। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এ মামলার প্রভাব ২০০-২০৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। উপসংহার ২১০-২১৪

পরিশিষ্টঃ

১। ২১৫

২। ২১৬-২২০

৩। ২২১-২৪৩

গ্রন্থপঞ্জী ২৪৪-২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলন ক্রম বিবর্তন ও ধারাবাহিকতার ফসল। বস্তুনিষ্ট ইতিহাস এবং গবেষণা লব্ধ তথ্যই এর প্রমাণ দেবে। বাংলার ইতিহাস একটি জাতি গঠনের অবিরাম সংগ্রাম, বঞ্চনা, নিপীড়ন, বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস। জাতি গঠনের প্রচেষ্টা সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই। শত শত মনীষীর জীবন কাহিনীই বাঙালির ইতিহাস। ইতিহাস যুগে যুগে বীর চরিত্র সৃষ্টি করে। প্রত্যেক জাতি তার বীর সন্তানদের জন্ম দেয়। যে জাতি তার অতীত বীরদের ভুলে গিয়ে শুধু বর্তমান নায়কদের সম্মান জানায় সে জাতি ঐতিহ্য এবং অনুপ্রেরণার দিক থেকে দরিদ্রগ্রস্ত। বীরদের জীবন কথা সবদেশে সবশ্রেণীর মানুষকে অনুপ্রেরণা দান করে। জাতির অগ্রগতি নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য ইতিহাসকে জানা অপরিহার্য। ইতিহাস সংরক্ষণ করা না হলে জাতি সংকটের সম্মুখীন হতে বাধ্য।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় বাঙালির নিজস্ব একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের এক সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার ফসল। ভারতবর্ষ কখনো এক জাতিক রাষ্ট্র ছিলনা। বহু জাতি এবং বহু রাজ্যের সমন্বয়ে ভারত একটি উপমহাদেশ। স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকলে এখানে একাধিক জাতি-রাষ্ট্র গঠনের যথেষ্ঠ সম্ভাবনা ছিল। ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা, অর্থনীতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ভারতের অন্যান্য এলাকার তুলনায় জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা বাংলায় সবচেয়ে বেশি ছিল। তুর্কি, আফগান, মুগল, বৃটিশ প্রভৃতি বহিরাগত শক্তির

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘ শাসন (৭১২ খ্রীঃ থেকে) বিশেষ করে বৃটিশদের দুশ বছরের সাম্রাজ্যবাদী শাসন জাতি গঠনের স্বাভাবিক ধারাকে নিম্ন পর্যায়ে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে। যেমন অখন্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বনাম ধর্মভিত্তিক দ্বি-জাতি তত্ত্ব। জাতি সমস্যা স্বাভাবিক সমাধানে বিভ্রান্ত হয়ে অমীমাংসিত থেকে যায়।[১]

ভারত বর্ষের অন্যান্য অংশ থেকে বাংলা যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা তা সুদীর্ঘকাল থেকেই লক্ষ্যণীয়। অষ্টম শতাব্দীতে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা থেকে প্রায় পাঁচশ বছর ধরে বাংলা ছিল সর্বভারতীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত এক স্বাধীন ভূ-খন্ড। অভ্যন্তরীণভাবে এ ভূ-খন্ডটি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। ১২০৪ খৃঃ বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে বাংলা জয় করে নিলে বাংলায় তুর্কী শাসনের আবির্ভাব হয়।

পরবর্তীতে বাংলার সুলতানী আমলের শাসকরা দিল্লীর সুলতানদের প্রতিনিধির পরিবর্তে স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলকে প্রায় দুশ বছর (১৩৪২-১৫৩৮) একই শাসনাধীনে এনে স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে টিকে থাকে। এ সময়ে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে, পরবর্তীকালে যা বাঙালির জাতীয়তাবাদের গোড়া পত্তন করে।[২]

তবে ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তুর্কী, মুগল, বৃটিশ প্রভৃতি বিদেশী শক্তির শাসনাধীনে এলেও দিল্লীভিত্তিক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বাংলার নৃপতিদের বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহ করতে দেখা যায়। বিদেশী শক্তির মধ্যে বৃটিশরাই বাংলাকে দিল্লীভিত্তিক শাসনের নিয়ন্ত্রণে

Dhaka University Institutional Repository

আনতে পেরেছিল তথাপি বিভিন্ন সময় বাংলায় স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এমনকি বৃটিশ শাসনাআমলেরর প্রাক্কালে বাংলাকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল।[৩]

১৭৯৩ সনে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। ইংরেজদের অনুগত একদল জমিদার সৃষ্টি হলে শুরু হয় সীমাহীন অত্যাচার। লবণ চাষী ও নীল চাষীদের ওপরও ইংরেজদের অত্যাচার চলে। অত্যাচারী জমিদার ও ইংরেজ কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। বাংলার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ পলাশীর পর থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত চলে। ফকির বিদ্রোহ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ, বরিশালের কৃষক বিদ্রোহ, ফরায়েজি আন্দোলন প্রভৃতি ইংরেজ কোম্পানি ও দেশীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রধান বৈপ্লবিক ঘটনা। বিদ্রোহীদের মধ্যে বরিশালের বালকীশাহ, উত্তর বঙ্গের মজনু শাহ, চব্বিশ পরগনার তিতুমীর, ফরিদপুরের দুদু মিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে বাঙালি জাতির সংগ্রামের ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৮৬০-৬২ সনে বাংলার নীল বিদ্রোহ সবচেয়ে শক্তিশালী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন। বাংলার হাজার হাজার নীলচাষী নীল কুঠিয়াল ও ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এ বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ সরকার নতি স্বীকার করে এবং নীল চাষ আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়।[৪]

ইতিহাস বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ অনেক বৈপ্লবিক ঘটনার ধারাবাহিকতার ফসল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ সালের

Dhaka University Institutional Repository

গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন। আমি আমার সমীক্ষায় আগরতলা মামলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। তবে স্বাধীনতার পটভূমি হিসেবে উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপরও আলোকপাত করবো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আগরতলা মামলা এক গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আগরতলা মামলা ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনকে গণ-অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত করে এবং শেখ মুজিব তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একক জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান এবং বঙ্গবন্ধু উপাধি লাভ করেন।[৫]

শেখ মুজিব নিজেও বলেছেন আগরতলা মামলা প্রসংগে " কিসের ষড়যন্ত্র। বলুন, আমাদের স্বাধীনতার প্রয়াস।"[৬]

আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পূর্ব পাকিস্তানকে সশস্ত্র উপায়ে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা বাংলাদেশের প্রথম সশস্ত্র প্রচেষ্টা।[৭]

এ বিদ্রোহ মামলা থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বাঁধে এবং ১৯৬৯ সালে অবিস্মরণীয় গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। এর ফলে পাকিস্তান সরকার ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস লিখতে হলে এ মামলার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতেই হবে। ইতিহাসের ধারায় ষাটের দশকে আমাদের দেশে রাজনৈতিক ঐতিহাসিক সশস্ত্র বিদ্রোহের মহিমান্বিত অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না। তাতে আপন বিদ্রোহের গৌরবকেই কেবল উপেক্ষা করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের উত্থান প্রচেষ্টা বাংলা দেশের জাতীয় ইতিহাসের পাতায় অবহেলা করা হলে

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের বীরত্বের গৌরবকে অমর্যাদা করা হবে। এ বিদ্রোহের মহা নায়কেরা বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান। বাঙালি মুক্তির প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্বোধকদের এ প্রচেষ্টাকে খাট করে দেখলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে। ইতিহাস হবে খন্ডিত।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার লক্ষ ও উদ্দেশ্য।

এই অধিসন্দর্ভের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে ঃ

১। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র সংগ্রামের মাইল ফলক উন্মোচিত করা।

২। প্রজন্ম এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে স্বাধীনতা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' পরিচিত করা।

৩। আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামী অবদানকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করা।

৪। এই গবেষণার মাধ্যমে দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ব্যাপকতার মধ্যে একটি উজ্জল বিদ্রোহ সংগ্রামের ইতিহাসকে তুলে ধরা।

৫। সশস্ত্র সংগ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টিকে সকল বিভ্রান্তি থেকে আলোর পথে আনা বা উন্মোচিত করা।

৬। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ক্রমবিবর্তন ও ধারাবাহিক 'আন্দোলনের ফসল' সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

৭। জাতির অগ্রগতিকে নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য ইতিহাসকে জানা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতি।

এ গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে আমি ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছি এবং সেকেন্ডারি সোর্স এর সাহায্য নিয়েছি। যেমন, গবেষকদের লেখা ও দলিল পত্রাদি থেকে উপাত্ত গ্রহণ করেছি। এ গবেষণা কর্মটি চালাতে গিয়ে বিভিন্ন দলের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাদের, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের এবং বুদ্ধিজীবীদের উপর জরিপ কর্ম পরিচালনা করেছি। এর উদ্দেশ্য ছিল তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতার পটভূমি নির্ণয় করা। তাঁদের নিকট থেকে তথ্য জানার জন্য আমি খোলা প্রশ্নাবলী প্রণয়ন করেছি।

এ গবেষণা কর্ম চালাতে গিয়ে সংবাদ পত্র, সরকারের বিভিন্ন দলিল ও প্রকাশনা থেকে তথ্য গ্রহণ করেছি। অবশেষে সংগৃহীত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করার জন্য পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির অনুসরণ করেছি।

উল্লিখিত প্রশ্নাবলী শৃংখলাবদ্ধভাবে পরীক্ষা করার জন্য আমার সম্পূর্ণ গবেষণা কর্মটি নিম্ন বর্ণিত অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

১। মুখবন্ধ

২। ভূমিকা।

৩। লাহোর প্রস্তাব।

৪। অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ।

৫। ভাষা আন্দোলন

Dhaka University Institutional Repository

৬। ঐতিহাসিক ছয় দফা।

৭। আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য আসামী।

৮। ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান ও আগরতলা মামলা।

৯। ১৯৭০ সালের নির্বাচন।

১০। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ।

১১। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আগরতলা মামলার প্রভাব।

১২। উপসংহার।

১৩। পরিশিষ্ট।

১৪। গ্রন্থপঞ্জী।

গবেষণার গুরুত্ব।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই মামলাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান। যার অবশ্যম্ভাবী ফল ১৯৭০ এর নির্বাচন এবং ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ। তাই এই গবেষণা কর্মটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

নিম্নে এই গবেষণা কর্মের বিভিন্ন গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো ঃ

১। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ।

২। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি এবং বিভিন্ন কারন সম্পর্কে অবগত হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

৩। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বীরদের জীবন কথা, দেশ প্রেম সম্পর্কে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করা।

৪। আগরতলা মামলায় অভিযুক্তদের বিদ্রোহ এবং সমস্ত গোপন কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারণা লাভ।

৫। সেনাবাহিনীর কঠোর নিয়মের মধ্যে থেকেও কিভাবে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ।

গবেষনার সীমাবদ্ধতা।

আগরতলা মামলা সম্পর্কে অতি ছোটবেলা থেকে পারিবারিক আলোচনা আমাকে এ বিষয়ে কৌতূহলী করে তুলেছে। এই কৌতূহল গবেষণা কর্মের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও অন্যদিকে কিছুটা হলেও সীমবদ্ধতা সৃষ্টি করেছে। কারণ গবেষণা উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রাপ্ত সকল তথ্যই অসচেতন ভাবে হলেও আমার নিজস্ব মতামত অনেক ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করেছি। ফলে নিরপেক্ষতার শত চেষ্টা থাকলেও এখানে নিজস্ব ধারনা প্রভাবিত করেছে। তাছাড়া বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর তথ্যের ছড়াছড়ির মধ্যে সত্যকে খুজে বের করা বেশ কষ্টকর। আগরতলা মামলার অনেক অভিযুক্ত মারা গেছেন। যারা বেঁচে আছেন তারা অনেকেই দল বদল করেছেন। আবার অনেকেই হতাশাগ্রস্থ তাই প্রাথমিক অপেক্ষা সেকেন্ডারী তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে অধিক।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার ক্ষেত্র।

এই গবেষণা কর্মটি করতে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িত পটভূমি থেকে শুরু করে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বিষয়াদির উপর আলোকপাত করতে হয়েছে। যেমন লাহোর প্রস্তাব, অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্টার উদ্যোগ, ভাষা আন্দোলন, ঐতিহাসিক ছয় দফা, আগরতলা মামলা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধে এ মামলার প্রভাব।

তথ্যসূত্র

১। হারুণ-অর-রশীদ, 'অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ', বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম খন্ড (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত)। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ,১৯৯৩ইং। পৃঃ.নং ৪০৮-৪০৯।

২। আবুল মনসুর আহমদ, বাংলাদেশের কালচার। ঢাকা, আহমদ পাবলিশার্স, ১৯৭৪ইং। পৃঃ.নং ২৬৭-২৬৯।

অজয় রায়, বাংলাদেশঃ পূর্ণবৃত্ত, ইতিবৃত্ত-মুস্তফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশঃ বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে। ঢাকা, সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯০ইং। পৃঃ.নং ১৯-৩২।

৩। হারুণ-অর-রশীদ,'অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ', বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম খন্ড (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত)। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ১৯৯৩ইং। পৃঃ.নং ৪১২-৪১৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪। সিরাজউদ্দীন আহমেদ বাংলাদেশ গড়লো যারা। বরিশাল, ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯০ইং। পৃঃ.নং. ১৫-১৬।

৫। ফ্লাঃ সার্জেন্ট (অবঃ) আঃ জলিল, 'শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক ও তার স্বাধীনতা সংগ্রাম।'দৈনিক জনকণ্ঠ। ২৫শে ফ্রেব্রুয়ারী ১৯৯৯ইং।

দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক আজাদ, দৈনিক পূর্বদেশ ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ইং।

প্রফেসর সালাউদ্দীন আহম্মদ, মোনায়েম সরকার ও ডঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত - বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭ইং। পৃঃ.নং ১৭৫-১৭৬।

৬। শামসুজ্জামান খান - বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ, মুক্তিযুদ্ধ পঁচিশ বছর,সম্পাদনায় রহীম শাহ। ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৭ইং। পৃঃ.নং ৩১২।

৭. মোশতাক আহমদ, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেন।" ঢাকা, সুমনা প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কসপ, ১৯৮০ইং। পৃঃ.নং ১৯।

সাহিদা বেগম, "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র"। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৩ইং। পৃঃ. নং ১২-২১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

লাহোর প্রস্তাব

১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবেই বাঙালি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং স্বতন্ত্র জাতি সত্তায় স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপন করে। লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্য বা বক্তব্য সমূহ আলোচনা করতে হলে প্রথমে ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তার উপর আলোকপাত করা আবশ্যক। লাহোর প্রস্তাবে নিম্নরূপ উল্লেখ ছিল এবং প্রস্তাবটি করেন শেরে-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক।

১। নিখিল ভারত মুসলিমলীগের এ অধিবেশনে সুচিন্তিত অভিমত যে, এ দেশে কোন সাংবিধানিক পরিকল্পনা কার্যকরী হবেনা বা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবেনা যদি এটা নিম্ন বর্ণিত মূলনীতি গুলির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় অর্থাৎ ভৌগোলিক ভাবে নিকটবর্তী এলাকাগুলো নিয়ে অঞ্চলগুলি গঠিত হবে, যা প্রয়োজন অনুযায়ী ভূ-খন্ডগুলি পুনর্বিন্যাস করা যায়।

২। যে সমস্ত এলাকায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চল নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহ গঠিত হবে যাতে একক এলাকাগুলি স্বায়ত্তশাসিত এবং সার্বভৌম হবে।

৩। এ অধিবেশনে সংবিধানের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কার্যকরী কমিটিকে ক্ষমতা প্রদান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। এতে চূড়ান্ত ভাবে নিজ নিজ অঞ্চল কর্তৃক সকল ক্ষমতা যেমন প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়ক, যোগাযোগ শুল্ক এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ক ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য বিধান থাকবে।[১]

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত বিভাগের ইঙ্গিত এতে ছিল। এটা কংগ্রেসের অখন্ড ভারতের ধারণা এবং জাতীয়তাবাদের যৌগিক ধারণার বিপরীত ছিল। ১৯৩৭ সালের স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে মুসলিমলীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং এতে সাধারণ মুসলমানদের অখন্ড ভারতে হিন্দু প্রাধান্যের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে । কারণ তখন সাতটি কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। যার ফলে তাৎক্ষনিক ভাবে মুসলিমলীগের নেতৃবৃন্দ চূড়ান্ত এবং স্থির ভাবেই এ বিচ্ছিন্নতাবাদীর পথ গ্রহণ করেছিল।

লাহোর প্রস্তাবে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আকর্ষণীয় এবং দ্রুত গতিশীল রাজনীতি অর্থাৎ স্বাধীন আবাসভূমি সৃষ্টির কর্মসূচী দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক বিভাগের দাবীর যথার্থতা প্রমাণের জন্য জিন্নাহ এবং লীগের অন্যান্য নেতৃবর্গ দ্বিজাতি তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছিল।[২]

বাঙালি মুসলমানরা ভারতের সমগ্র মুসলিম জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশি ছিল। সমগ্র ভারতে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর শুধু বঙ্গেই এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীনে গঠিত কোয়ালিশন সরকারের অংশীদার হতে পেরেছিল মুসলিমলীগ। পক্ষান্তরে অন্যান্য মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ এলাকা সিন্ধু এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মুসলিমলীগ প্রার্থী দিতে পারে নাই। কেবল পাঞ্জাবের দুটি আসন লাভ করতে পেরেছিল। কাজেই লীগের

Dhaka University Institutional Repository

দাবীর সাথে বাঙালিদের সংযুক্ত করা জিন্নাহ এবং অন্যান্য অবাঙালি নেতাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

তাই উত্তর পশ্চিম এবং পূর্বভারতে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ইঙ্গিত দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে লাহোর প্রস্তাব এ দুটি অঞ্চলের জন্য দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের চিন্তা করা হয়েছিল। এ ছাড়াও প্রস্তাবের শেষ অংশে এ যুক্তিটি সমন্বিত হয়েছিল মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ এলাকার প্রদেশ সমূহের আরও সমর্থন লাভের জন্য তাদের নিকট একটি যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, যার অধীনে তারা নিজ রাষ্ট্রের নির্বাচনী এলাকায় স্বায়ত্ত শাসনের মর্যাদা ভোগ করবে। নির্দিষ্ট সময় ব্যাপী বাংলার মুসলমান নেতারা ভারতের দুটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শর্ত হিসেবে লাহোর প্রস্তাবকে উপলব্ধি করেছিল।[৩]

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান রেঁনেসা সোসাইটি (১৯৪২ সালে একদল মুসলিম সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকদের নিয়ে গঠিত এবং তাদের কেউ কেউ বঙ্গীয় মুসলিমলীগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন) পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা সীমানা এবং অর্থনীতি নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল যাতে লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত রাষ্ট্রের ধারণা নিম্নরূপ ভূমিকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবী জনগণের নিকট পাকিস্তানের জন্য দাবী হিসেবে পরিচিত। পাকিস্তানের তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো ভারতের মুসলমানগণ তাদের নিজস্ব আলাদা জাতীয়তা গঠন করবে এবং সেই

Dhaka University Institutional Repository

কারণে আলাদা হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। ঐ সমস্ত নিকটবর্তী এলাকায় যেখানে তারা সমগ্র জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তারা তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র সমূহ গঠন করার অধিকার আছে যদি ঐ সমস্ত এলাকাগুলি আলাদা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সমর্থ হয় এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক উভয় দিক দিয়ে টিকে থাকতে পারে। এ নীতি অনুসারে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব-ভারত, ভারতের বাকী অংশ থেকে আলাদা দুটি রাষ্ট্র গঠন করবে। পাকিস্তানের সাংবিধানিক অধিকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ব্যতিত পাকিস্তানের হিন্দু অধিবাসীরা পূর্ণ নাগরিক অধিকারভোগ করবে। অনুরূপভাবে হিন্দুস্থানের মুসলমান অধিবাসীরা পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। এ ছিল নিখিল ভারত মুসলিলীগের লাহোর প্রস্তাবের সারমর্ম।[৪]

এ ভাবে পূর্ব পাকিস্তান রেঁনেসা সোসাইটি দুটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিল। সীমানার ব্যাপারে পুস্তিকাটিতে একটি ম্যাপ আছে যা বঙ্গীয় মুসলিমলীগের মধ্যে সংখ্যা লগিষ্ঠদের মতের সাথে মিলে। সরকারের ধরন সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল যে পূর্ব পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন। তৎকালীন ভারতের মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ পূর্বাঞ্চলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বাংলার মুসলমান নেতারা চিন্তা করেছিলেন। যার ফলে ১৯৪৭ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের মুক্ত স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রস্তাব বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা ছিলনা।

এ কারণেই জিন্নাহ এ প্রস্তাবের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেননি। যদিও তিনি দুটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একটি একক পাকিস্তান অধিকতর পছন্দ করতেন। অপর দিকে বঙ্গীয় মুসলিমলীগের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ তথা কথিত দ্বিজাতি তত্ত্বকে অখন্ড পাকিস্তানের আদর্শ ভিত্তি মনে করতেন না বরং ভারতীয় মুসলমানদের তাদের প্রধান (বৃটিশ) ও সাধারণ (হিন্দু) শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রামের কৌশলগত কাঠামো মনে করতেন। কারণ দ্বি-জাতি তত্ত্ব বাঙালি হিন্দুদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল যাদের সংখ্যা প্রায়ই সমান ছিল এবং এ রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তাদের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই আবুল হাশিম-সোহরাওয়ার্দী অখন্ড বাংলা গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।[৫]

১৯৩৯-৪৫ সালে ভারত যুদ্ধরত ছিল। সবকিছু দ্রুতগতিতে পরিবর্তন হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কলিকাতায় দ্যা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং নামক ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সংঘটিত হয়েছিল যার ফলে বাংলায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আরো ব্যবধান বেড়ে গিয়েছিল। এসব কিছুই জিন্নাহর সহায়ক হয়েছিল। ফলে তিনি একক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের এতই অবনতি ঘটেছিল যে তাদের মধ্যে সৌহার্দ গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের কোন উল্লেখ ছিলনা। মুসলিমলীগের হাই কমান্ড ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বাস্তব ভাষায় পাকিস্তান পরিকল্পনার সংজ্ঞা এড়িয়ে গিয়েছেন। সুচতুর জিন্নাহ হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের এ অবনতির সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালের মুসলিমলীগের অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র সমূহের পরিবর্তে রাষ্ট্র কথাটি উল্লেখ করে নেন। এদিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিমলীগ নেতারা যদিও ব্যাপারটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তথাপি তারা সুযোগের অপেক্ষায় তখন নিশ্চুপ ছিলেন। কারণ একদিকে শত্রু বৃটিশ এবং হিন্দুরা অপর দিকে

Dhaka University Institutional Repository

অবাঙালি মুসলিম শত্রু জন্ম নিতে পারে, এ আশংকায় তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলিম নেতারা এ, কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, রাকিব আহসান প্রমুখ নেতারা নিশ্চুপ ছিলেন।[৬]

যার ফলে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে জন্ম নেয় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির। প্রকৃত পক্ষে পাকিস্তান ছিল একটা ভৌগোলিক দিক দিয়ে অবাস্তব অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার মাইলের ব্যবধানে ভারতবর্ষের দু'পাশে দুটি প্রদেশ অবস্থিত। পাকিস্তানের দু'অংশকে একত্রিত রাখার উপায় ছিল ধর্ম। কিন্তু এ ধর্মীয় বন্ধন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালিদের শোষণকে আড়াল করতে সক্ষম হয়নি। ফলে পাকিস্তান ভেঙ্গে জন্ম হয় বাংলাদেশের।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, বাঙ্গলির স্বতন্ত্র জাতি সত্তার সতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী মূলত ১৯৪০ সলের লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে উত্থাপিত হয়। ভারতের মুসলমানগণ নিকটবর্তী এলাকায় যেখানে তারা সমগ্র জনসংখ্যার সংখ্যা গরিষ্ঠ সেখানে তারা তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র সমূহ গঠন করবে। এ নীতি অনুসারে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারত, ভারতের বাকী অংশ থেকে আলাদা দুটি রাষ্ট্র গঠন করবে। এ ছিল নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের সারমর্ম। সুচতুর জিন্নাহ প্রকাশ্যে এ প্রস্তাবের বিরোধীতা

Dhaka University Institutional Repository

না করলেও ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র সমূহের পরিবর্তে রাষ্ট্র কথাটি উল্লেখ করেন। দেড় হাজার মাইলের ব্যবধানে ভৌগোলিক অবাস্তবতা নিয়ে গঠিত পাকিস্তান শিগ্রই ভাঙ্গনের মুখে পতিত হয়। পাকিস্তানের দু'অংশকে একত্রিত রাখার একমাত্র উপায় ছিল ধর্ম । কিন্তু এ ধর্মীয় বন্ধন পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারেনি। ফলে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশের জন্ম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগঃ

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলির বিখ্যাত ফেব্রুয়ারি (১৯৪৭) ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, বৃটেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত থেকে হাত গুটাতে চায় এবং এর মধ্যে দুটো বৃহৎ দল কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমঝোতায় উপনীত হতে ব্যর্থ হলে, প্রয়োজনে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় বিবেচিত হবে। এমতাবস্থায় কাল বিলম্ব না করে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে কট্টর হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন "হিন্দু মহাসভা" বাংলাকে বিভক্ত করে কলকাতা সহ হিন্দু প্রধান অংশ নিয়ে পশ্চিম বাংলা প্রদেশ গঠন এবং এ নতুন প্রদেশকে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করণের আন্দোলন শুরু করে। এটলির ফেব্রুয়ারি ঘোষণার তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে অখন্ড ভারত ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এতদিনকার প্রবক্তা কংগ্রেস পার্টির ওয়ার্কিং কমিটি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পাঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্ত করে সুপারিশ প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৭]

বাংলা বিভক্তি আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতাস্থ বাঙালি-অবাঙালি, শিল্প ও বণিক সমিতি সমূহ সক্রিয় ভাবে এগিয়ে আসে। এছাড়া প্রভাবশালী হিন্দু দৈনিক পত্রিকাসমূহ যেমন অমৃত বাজার পত্রিকা, আনন্দ বাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড বাংলা বিভক্তির সমর্থনে হিন্দু জনমত গঠনে ব্যাপক প্রচারাভিযানে অবতীর্ণ হয়।[৮]

এমনি এক রাজনৈতিক পটভূমিতে সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিম স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসেন। বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

বিভক্তির দাবীর হিন্দু এ-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী, এ দাবীর অযৌক্তিকতা, বাংলা বিভক্তির পরিণতি বাংলার ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা, স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে সোহরাওয়ার্দী এক দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, "বাংলা বিভক্তি হিন্দুদের জন্যও আত্মহত্যার শামিল হবে।" তিনি দৃঢ় ভাবে ঘোষণা করেন যে, "অর্থনৈতিক ঐক্য পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং একটি কার্যকর শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের আবশ্যকতা বিবেচনায় বাংলা সর্বদাই অবিভাজ্য। তিনি বাঙালি-অবাঙালি প্রশ্ন তুলে কিভাবে একশ্রেণীর অবাঙালী কর্তৃক বাংলা শোষিত হচ্ছে সে কথা উল্লেখ করে বলেন, "বাংলাকে সমৃদ্ধশালী হতে হলে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। বাংলাকে অবশ্যই তার ধন-সম্পদ এবং নিজ ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক হতে হবে।" বাংলা ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন হলে এর ভবিষ্যৎ চিত্র কেমন হতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়ে সোহরাওয়ার্দী বলেন, এটা বস্তুত একটি মহান দেশে পরিণত হবে, ভারত উপমহাদেশে যা হবে সবচেয়ে সমৃদ্ধ।

এখানে জনগণ উন্নত জীবন ধারণের সুবিধা নিয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌছাতে সক্ষম হবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন করে কালক্রমে এদেশ বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ও উন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সোহরাওয়ার্দী এ মর্মে আরো অভিমত ব্যক্ত করেন যে, হিন্দু ও মুসলমানরা সম্মিলিত ভাবে বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সক্ষম হলে এক সময়ে বাংলার সঙ্গে তৎসংলগ্ন ও বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত মান ভূম, সিংভূম

Dhaka University Institutional Repository

ও পূর্ণিয়া জেলা এবং আসাম প্রদেশের সুরমা এলাকা সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দেশ বিভাগকে কেন্দ্র করে দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবসান হলে আসামের বাকী অংশ বাংলার সঙ্গে একীভূত হয়ে একক রাষ্ট্র গঠনে এগিয়ে আসবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।[৯]

স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী দিল্লী ঘোষণার দুদিনের মধ্যে ২৯শে এপ্রিল আবুল হাশিম এক বিবৃতিতে এ পরিকল্পনার পক্ষে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন। অখন্ড বাংলা রাষ্ট্রে নির্বাচকমন্ডলীর প্রকৃতি কেমন হবে সে সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী সুস্পষ্ট মতামত দানে বিরত থাকলেও হাশিম হিন্দুদের উদ্দেশ্যে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং প্রশাসনে তাদেরকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বেঙ্গলপ্যাক্ট (১৯২৩) অনুযায়ী ৫০ঃ ৫০ আসন প্রদানের কথা ঘোষণা করেন।[১০]

স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে উঠার পিছনে কি উদ্দেশ্য, আদর্শ ও বিবেচনা কাজ করেছিল সে সম্পর্কে পন্ডিত ও পর্যবেক্ষকদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তাদের অধিকাংশ মনে করেন যে, এটা ছিল বাংলা বিভক্তিকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দীর একটি বিকল্প প্রস্তাব। আসলে এটা কোন নিছক বিকল্প প্রস্তাব ছিলনা । এর মূলে রয়েছে সযত্নে লালিত ইতিবাচক আদর্শ ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য, যা অতীত ঘটনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে এবং এ পর্যায়ে এর মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। যার ফলে ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের প্রাক্কালে বাংলাকে বাইরের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেশ কয়েকদিন ধরে জিন্নাহ ও গান্ধীর মধ্যে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেখানে পাকিস্তান পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক ছিল আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়।সে সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিমলীগের ওয়ার্কিং কমিটি ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপ কি হবে তা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে একাধিক পরিকল্পনা বিচার বিবেচনার পর স্বাধীন 'ইস্টার্ন পাকিস্তান' রাষ্ট্রের এক বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা জিন্নাহর কাছে পাঠায়। ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে বঙ্গীয় মুসলিমলীগের সেক্রেটারি আবুল হাশিম "স্বাধীন ইস্টার্ন পাকিস্তান রাষ্ট্রের।" মৌলিক নীতি সমূহ চিহ্নিত করে লীগের একটি খসড়া মেনিফেস্টো প্রণয়ন করেন, যাতে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি সংবিধানিক পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়।[১১]

মুসলিম লীগ কর্তৃক ১৯৪৬ সালের জুন মাসে বৃটিশ কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করার অল্প কিছুদিন পরে এসোসিয়েটেড প্রেসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার বাংলার মুখ্য মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, পরবর্তী বিশ বছরের মধ্যে "বঙ্গাসাম"(অর্থাৎ বাংলা ও আসাম প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের এটি একটি নাম) একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবে। কলকাতার দাঙ্গায় (১৯৪৬) মুসলমানদের পক্ষে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আনীত উস্কানীমূলক ভূমিকা পালনের অভিযোগ খন্ডন করতে গিয়ে বঙ্গীয় আইন সভায় তিনি পুনরুক্তি করেন যে, বাংলা একদিন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করবে।[১২]

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিন্দু নামে একটি পত্রিকার সঙ্গে বিস্তারিত সাক্ষাৎকারে সোহরাওয়ার্দী বলেন "আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে

Dhaka University Institutional Repository

যে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা কায়েম হবে," সেখানে বাংলার জনগণ নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে।[১৩]

এ বিষয়ে লক্ষ্যণীয় যে এট্‌লির ফেব্রুয়ারি ঘোষণা এবং তৎপরবর্তী হিন্দু মহাসভার বাংলা বিভক্তির আন্দোলনেরও আগে ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে আবুল হাশিম বাংলাকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে শরৎবসু ও আজাদ হিন্দু ফৌজ এর কতিপয় কর্তাব্যক্তির সঙ্গে একাধিক বৈঠকে মিলিত হন।[১৪]

এভাবে স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায় যে, ব্যর্থ কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা, ভয়াবহ কলকাতা দাঙ্গা (আগস্ট ১৯৪৬) ও এট্‌লির ভারত সম্পর্কিত ঐতিহাসিক নীতি নির্ধারণী ঘোষণাকে কেন্দ্র করে প্রদেশ সমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং পৃথক পশ্চিম বাংলা প্রদেশ গঠনের জন্য হিন্দুদের দাবীর আগেই সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা কখনো 'ইস্টার্ণ পাকিস্তান' কখনো 'বঙ্গাসাম' কখনো 'বৃহত্তর বাংলা' অথবা 'স্বাধীন অখন্ড বাংলা' নামে আখ্যায়িত হয়েছিল।[১৫]

উপসংহার

অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা গঠনের উদ্যোগের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের এক সুদীর্ঘ এবং অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র রয়েছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এতদঞ্চলে একটা পৃথক আবাসভূমি গঠনই যেন উভয়ের মধ্যে যোগসূত্রিতা।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলন

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী উত্থিত হতে দেখা যায়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ একটি প্রবন্ধে বলেন, "যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি বাংলাভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয় তবে উর্দু ভাষার দাবী বিবেচনা করা কর্তব্য"।[১৬]

শুধু সাংস্কৃতিক মহলই নয়, রাজনৈতিক মহলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ভাষা বিষয়ক কিছু উল্লেখযোগ্য চিন্তা ভাবনা ছিল। ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তদানিন্তন সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম প্রাদেশিক কাউন্সিলের সামনে পেশ করার জন্য যে খসড়া ম্যানিফেস্টো প্রণয়ন করেছিলেন তাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছিল।[১৭]

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন বৃটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক ভারত বিভাগ ঘোষণার পর মুসলিমলীগের অল্প সংখ্যাক বাম-পন্থী কর্মীর উদ্যোগে জুলাই মাসে ঢাকায় 'গণ-আজাদী লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক গ্রুপ গঠিত হয়। কামরুদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজউদ্দিন আহম্মদ, অলি আহাদ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় কর্মীর দ্বারা গঠিত হয়। এ গ্রুপ কর্তৃক 'আশুদাবী কর্মসূচী আদর্শ' নামে যে ম্যানিফেস্টো

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয় "মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করতে হবে"। "বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।এ ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলা হবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা"।[১৮]

কারণ তখন পর্যন্ত মুসলিমলীগ বাংলার ভবিষ্যৎ কি হবে সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। কাজেই গণ-আজাদী লীগের সদস্যদের ধারণা ছিল পাকিস্তানের দুই অংশে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম হবে এবং তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি রাষ্ট্রীয় একক হিসেবে গণ্য করা যাবে।

১৯৪৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় ছাত্র এবং অধ্যাপকের উদ্যোগে তমুদ্দুন মজলিশ নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে এ প্রতিষ্ঠান বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও আইন আদালতের ভাষা করার পক্ষে প্রচারণা শুরু করে। ঐ বছরই ১৫ই সেপ্টেম্বর "পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু ? নামে একটি পুস্তক তারা বের করেন। সেই বইয়ে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন, আদালতের ভাষা, অফিসের ভাষা ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা করার কথা বলেন। এমন কি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বলা হয়, "লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কাজেই ইউনিটকে তাদের স্ব-স্ব প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নির্ধারণ করার স্বাধীনতা দিতে হবে"। উল্লিখিত প্রস্তাবটি অধ্যাপক আবুল কাশেম কর্তৃক লিখিত হয়েছিল।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মনি অর্ডার ফর্ম, ডাকটিকেট এবং মুদ্রায় শুধু ইংরেজি উর্দুর ব্যবহার এবং এগুলোতে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করার ফলে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ ও শিক্ষিত মহলে যথেষ্ঠ উদ্বেগ ও বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। এ অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও গণ-পরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবী উত্থাপন করেন।[২০]

গণ-পরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে লিয়াকত আলী খান, নাজিমুদ্দিন, তমিজুদ্দিন খান প্রভৃতি মুসলিমলীগ নেতা বক্তব্য প্রদান করেন। গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং পাকিস্তান মুসলিমলীগের বাংলা ভাষা বিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও তমুদ্দুন মজলিশের যৌথ উদ্যোগে ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সভা আহবান করা হয়।[২১]

ভাষা আন্দোলনকে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক রূপ দেওয়া এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত এ সভায় গৃহীত হয়। 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে এ সর্বদলীয় পরিষদে গণ-আজাদী লীগ, গণ-তান্ত্রিক যুবলীগ, তমুদ্দুন মজলিশ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে দুজন করে প্রতিনিধি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক হল ইত্যাদি ছাত্রাবাস থেকে দুজন

Dhaka University Institutional Repository

করে প্রতিনিধি এ পরিষদের সদস্য মনোনীত হন এবং আহবায়ক হন শামসুল আলম ।[২২]

এ পরিষদের সভায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেই সাথে পাকিস্তান গণ পরিষদে সরকারী ভাষার তালিকা থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেয়ার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বানের আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ।[২৩]

১৯৪৮ সালের ১২ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহম্মদ সংবাদপত্রে একটি বিবৃতির মাধ্যমে পূর্ব দিনের ধর্মঘটের সময় ছাত্রদের উপর সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন। ১১ই মার্চের বিভিন্ন ঘটনায় আহত ২০০, গুরুতর আহত ১৮, গ্রেফতার ৯০০ এবং বন্দী ৫৯ জন বলে উক্ত বিবৃতিতে প্রকাশ পায় ।[২৪]

১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ ঢাকার নাগরিকদের পক্ষ থেকে রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাহ্‌কে সংবর্ধনা দেয়া হয়। ঐ দিন বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় প্রায় ১ ঘন্টাকাল বক্তৃতার মধ্যে তিনি বলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। তিনি এর পক্ষে ব্যাখ্যাও দান করেন।

২৪শে মার্চ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জিন্নাহ্‌র সম্মানে একটি বিশেষ সমবর্তন সভার আয়োজন করে। এ সমাবর্তন সভাতেও জিন্নাহ্ রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে রেসকোর্স ময়দানের ভাষণের পুনরাবৃত্তি করেন। এ সময়

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছাত্র 'না' 'না' বলে জিন্নাহ্‌র বক্তৃতায় বাধার সৃষ্টি করে।[২৫]

১৯৪৯ সালে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাদান পরিকল্পনা কর্মসূচীতে পূর্ব বাঙলার ক্ষেত্রে আরবি হরফে বাংলা প্রচলন করা হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য অস্থায়ীভাবে গৃহীত পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় খরচে আরবি হরফে বাংলা ছাপানো হয় এবং সেই সমস্ত বই বিনা মূল্যে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্তের অপর একটি রূপ ছিল বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে অনেক ধরনের অবাস্তব পরিবর্তনের প্রচেষ্টা। কিন্তু শাসক গোষ্ঠির সে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।[২৬]

১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর লিয়াকত আলী খান রাওয়ালপিন্ডিতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তারপর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন খাজা নাজিম উদ্দিন। তিনি ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দানকালে বলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু - অন্য কোন ভাষা নয়'।[২৭]

খাজা নাজিম উদ্দিনের এ বক্তৃতার পরেই "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" ৩০শে জানুয়ারি প্রতীক ধর্মঘট ও সভা আহ্বান করে। সভায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবীতে ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ৩১শে জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে একটি সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নাজিম উদ্দিনের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং সর্ব দলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২০শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য পূর্ববাংলা গণপরিষদের অধিবেশনকে লক্ষ্য করে ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষার দাবীতে সারা পূর্ব পাকিস্তানে এক সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টার দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিস ৯৪, নবাবপুর রোডে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি বৈঠক বসে যাতে সভাপতিত্ব করেন আবুল হাশিম। এ সময় সরকারি ঘোষণা করা হয় যে, ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ দিনের জন্য শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন।

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ"- এ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দশজন করে এক এক ব্যাচে ছাত্র-ছাত্রী বের হয়। এ সময় পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে, অনেককে গ্রেফতার করে। বেলা ১২টার দিকে ছাত্ররা মিছিল করে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের দিকে যেতে থাকে। পুলিশ মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গনে সমবেত ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং লাঠিচার্জ করার উদ্দেশ্যে হোস্টেলের ভিতর প্রবেশ করে। এ সময় পুলিশ ছাত্র সংঘর্ষ হয় এক পর্যায়ে গোলাগুলি হয় তিনজন ছাত্র মারা যায়। ছাত্রদের উপর গুলির খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ঢাকার সমস্ত দোকান-পাট ও যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।এ বর্বর হত্যাকান্ডের খবর দাবানলের মত শহরময় ছড়িয়ে পরলে ঢাকা শহর বিক্ষোভে ফেটেপড়ে।[২৮]

ছাত্রদের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদ মূখর হয়ে রাজপথে নেমে আসে এবং এক প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে

Dhaka University Institutional Repository

তোলে। ভাষা আন্দোলন এমনই এক দুর্বার আন্দোলনে পরিনত হয় যে, এর চাপে পড়ে পাকিস্তান সরকার বাংলাভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়।

উপসংহার

১৯৫২ সালের আন্দোলন মূলত একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলেও এর রাজনৈতিক দিকটাকে মোটেও উপেক্ষা করা যায় না। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বাঙ্গালি জাতি অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে এবং তার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়। যা পরবর্তীতে স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হবার অনুপ্রেরনা যুগিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ছয়দফা

১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ নিরাপত্তা ব্যাপারে চরম অবহেলা উপলব্ধি করলো। যখন পূর্বপাকিস্তানের জওয়ানরা প্রাণপণ করে পাঞ্জাবের লাহোর শহর রক্ষা করেছিল তখন তাদের নিজ জন্মভূমির নিরাপত্তা দিতে পারেনি পাকিস্তান সরকার। যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান সহ গোটা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। খাদ্য দ্রব্য সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বেড়ে যায়। ফলে সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতাসহ পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক অসহায়ত্ব সকল বাঙালির কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। একই সাথে ইসলামের নামে সাম্প্রদায়িকতা এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যুদ্ধের সময় নগ্ন রূপ নেয়। রবীন্দ্র সঙ্গীত পাকিস্তানি বেতারে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। নজরুল সঙ্গীতকে খন্ডিত করা হয়। এ ভাবে দেখা যায় যে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ ভারতের বিরুদ্ধে হলেও যুগপৎ তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তাই অর্থনৈতিক,সাংস্কৃতিক বৈষম্যের সাথে যুক্ত হলো নিরাপত্তা হীনতা।[২৯]

এ যুদ্ধেই প্রথম শার্দুল "ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট" বীরত্বের জন্য খ্যাতি লাভ করলেও লেঃ কঃ এটি. কিউ, হক বেঙ্গল রেজিমেন্টের এ সংগ্রামরত প্রথম ব্যাটেলিয়নের সেনাপতি ছিলেন কিন্তু পাকিস্তান বাহিনীতে বাঙালি সৈনিক ও অফিসারদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের ফলস্বরূপ তাকে যুদ্ধের পর প্রথানুযায়ী বিগ্রেডিয়ার পদে উন্নীত না করে বরং কর্নেল করে বার্মায় সামরিক এটাচি নিয়োগ করা হয়। এতে তিনি খুব দুঃখ পান এবং কিছুকাল পরে মারা যান। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ছিল মূলত পাকিস্তানি বাহিনী।

Dhaka University Institutional Repository

সেনাবাহিনীতে বাঙালি, সিন্ধি ও বালুচদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অথচ পাকিস্তানে বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু ৬৫ সালের যুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠদের বাসস্থান পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত ।[৩০]

ছয়দফা দাবী প্রণয়ন সম্পর্কিত পূর্ব কথা হল, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণের সূত্রপাত ঘটায়।এ সময় পাকিস্তানের আয়কৃত মোট বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৭০ ভাগ আয় করত পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান আয় করত শতকরা ৩০ ভাগ। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন বাজেটে শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় বরাদ্দ থাকতো পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। পূর্ব পাকিস্তান পেত শতকরা ৩০ ভাগ। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য যে বৈদেশিক ঋণ আসত তার প্রায় সবটাই যেত পশ্চিম পাকিস্তানে। অথচ ঋণ পরিশোধ করা হতো পূর্ব পাকিস্তানের আয়কৃত অর্থ থেকে। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন ঘোষণার মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় আইয়ুব খানের আগমনে এতদঞ্চলের মানুষের ভাগ্য এক অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। শোষণ আরো তীব্রতর হতে থাকে। ঐ সময় প্রশাসনের বাঙালি অফিসার কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব রুহুল কুদ্দুস (সি.এস.পি) ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তান শোষণের পুরো তথ্য ও পরিসংখ্যান সহ ইংরেজিতে একটি নিবন্ধ রচনা করে প্রকাশ করার জন্য শেখ মুজিব মারফত দৈনিক ইত্তেফাকে দেয়। দৈনিক ইত্তেফাক সেটার বাংলা করে ধারাবাহিক ভাবে ছাপায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বাইরে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ইনার সার্কেল ছিল। ঐ ইনার সার্কেলে রুহুল কুদ্দুস

Dhaka University Institutional Repository

(সি,এস,পি), আহমদ ফজলুর রহমান (সি,এস,পি) উভয়ই আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একমাত্র তাজউদ্দীন আহম্মদ ছিলেন। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে শেখ মুজিব ঐ 'ইনার সার্কেল' এর সঙ্গে আলাপ করতেন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ অবসানের লক্ষ্যে রুহুল কুদ্দুস (সি,এস,পি)কে স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক একটি দলিল তৈরি করে দিতে বলেন। তিনি (রুহুল কুদ্দুস) সাত দফার একটি খসড়া দলিল রচনা করেন এবং তা নিয়ে শেখ মুজিব এবং তাজউদ্দীন আহম্মদের সাথে আলোচনার পর একটি দফা বাদ দিয়ে ছয় দফা রচিত হয়।[৩১]

ঐতিহাসিক ৬ দফা ছিল নিম্নরূপঃ-

প্রস্তাব - ১

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতিঃ

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি লাহোর প্রস্তাব। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এ পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাব - ২

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাঃ

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যথা দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব- ৩

মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতাঃ

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারেঃ-

(ক) সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে।

অথবা,

শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসু ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের পত্তন করতে হবে এবং পৃথক আর্থিক ও অর্থ বিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাব - ৪

রাজস্ব, কর ও শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতাঃ

ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলি কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন রূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবেনা। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলি সব রকম করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব - ৫

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতাঃ

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বর্হিবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

(খ) বর্হিবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিই মেটাবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন বাধা নিষেধ থাকবেনা।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব - ৬

আঞ্চলিক বাহিনীর গঠন ক্ষমতাঃ

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।[৩২]

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত ও তৎকালীন পাকিস্তানের মধ্যে যে ১৭ দিনের যুদ্ধ হয়েছিল যা তাশখন্দ ঘোষণার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে। এর পরই পূর্ব পাকিস্তান বাদেও পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন দানাবেঁধে উঠে। যদিও পাকিস্তানের দু' অংশ আইয়ুব বিরোধী মনোভাব ছিল ভিন্নমুখী। পশ্চিম পাকিস্তানী দক্ষিণপন্থী নেতারা চেয়েছিল আইয়ুবকে সরিয়ে দিয়ে অন্য শাসকের মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তানকে শাসন-শোষণ করতে। আর পূর্ব পাকিস্তান মুক্তি চেয়েছিল শুধু আইয়ুবের স্বৈরশাসনের হাত থেকেই নয় পশ্চিম পাকিস্তানি ও পাঞ্জাবি আধিপত্যের

Dhaka University Institutional Repository

হাত থেকেও। এ সত্যেরই প্রকাশ ঘটলো শেখ মুজিবের ছয়দফা কর্মসূচী ঘোষণার মধ্য দিয়ে। আইয়ুব বিরোধী মনোভাবের পটভূমিতে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতারা ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে "সারা পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলন" নামে একটি সভা আহবান করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ এ সম্মেলনে যোগ দেয়। এবং সাবজেক্ট কমিটির মিটিংয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের দাবী হিসেবে ছয় দফা পেশ করেন এবং এগুলিকে কনফারেন্সের আলোচ্য সূচীতে গ্রহণ করার জন্য চাপ দেন।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা বলেন যে, এ কর্মসূচী মেনে নিলে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবে। পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি প্রভাবশালী পত্রিকাও এ কর্মসসূচীর সমালোচনা করে এ বলে যে, এটা পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলারই পরিকল্পনা মাত্র। ফলে মুজিব ৬ই ফেব্রুয়ারির মূল কনফারেন্সে যোগ না দিয়ে কয়েকদিন পর ১১ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ফিরে আসেন। ঢাকায় ফিরে এসে ছয় দফার পক্ষে প্রচার চালাতে থাকেন। ১৯৬৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে 'ছয় দফা' প্রস্তাব ও তার জন্য আন্দোলনের কর্মসূচী পেশ করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এসময় শেখ মুজিব ও তাজউদ্দীন আহম্মদের দুটি ভূমিকা সহ ছয়দফা বিবৃত করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এরপর ১৮ই মার্চ তারিখে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানে নামে "আমাদের বাঁচার দাবী ঃ ৬ দফা কর্মসূচী" শীর্ষক আরও একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয়। এ পুস্তিকায় ছয় দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফা জনপ্রিয়তা লাভ করে। বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ এর সমর্থনে বিবৃতি দেন। বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম ২৬শে মার্চ (১৯৬৬) তারিখে সংবাদ পত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে ছয় দফাকে লাহোর প্রস্তাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে বর্ণনা করেন এবং আইয়ুব খানকে ছয় দফার ব্যাপারে "অস্ত্রের ভাষা" ত্যাগ করে "যুক্তির ভাষায়" কথা বলতে পরামর্শ দেন ।[৩৩]

এ ভাবে শেখ মুজিব তার ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সারা বাংলাদেশে আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

উপসংহার

ছয়দফা ছিল পূর্ব বাংলার জনগনের আশা আকাঙ্খার এক মূর্ত প্রতীক। আইয়ুব শাসনামলে পাকিস্তানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিভেদ, অন্যায় অবিচার ক্রমবর্ধমান গতিতে চলছিল তার বিরুদ্ধে ছয়দফা ছিল এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। সংখ্যা গরিষ্ঠতার ন্যায্য অধিকার আদায়ের মাধ্যমে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার দাবী। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসনের আদায়ই ছিল ছয় দফার মূল বক্তব্য, যা পরবর্তীতে স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপ নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। ডঃ এম, এ ওদুদ ভূঁইয়া- বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন। ঢাকা, রয়েল লাইব্রেরী, ১৯৯১ইং। পৃষ্ঠা নং ১৮৪-১৮৭।

ডঃ সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম - স্নাতক রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ঢাকা, হাসান বুক হাউস, ১৯৯৯ইং। পৃঃ.নং ৪৮৬-৪৮৮।

W.H. Morris-Jones "Pakistan Mortam and the Roots of Bangladesh". Political Quarterly, Vol. 18, April-June. Dhaka, Asiatic Society, 1972 . P.P 187-200.

Dr. M.A. Chaudhuri-Govermment and Ploitics in Pakistan, Dhaka, Puthighar Ltd, 1968. P.P. – 128-136.

২। Harun-or-Rashid-"The 1940 lahore Resolution- Journal of Asiatic Society of Bangladesh. Hum. Vol.39, No.1 June 1994. P.P 59.

৩। পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাঃ

৪। Harun-or-Rashid, The foreshadowing of Bangladesh, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh. 1987. P.P. 177-193.

৫। Hraun-or-Rashid, "The 1940 Lahor Resolution = Journal of Asiatic Society of Bangladesh", Hum. Vol.39, No.1 June 1994. P.P. 55-60.

৬। পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৭। আব্দুল করিম- প্রাদেশিক শাসন কাঠামোয়ে সুবা বাংলা, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১, সম্পাদনায় সিরাজুল ইসলাম। ঢাকা, এসিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ইং। পৃঃ.নং ৩৪-৬২।

আব্দুল করিম - নবাবী আমলে রাজনীতির ধারা, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১, সম্পাদনায় সিরাজুল ইসলাম। ঢাকা, এসিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ইং। পৃঃ.নং ৬৩-১০২।

সুশীল চৌধুরী - পলাশীর যুদ্ধ ও সিরাজউদ্দৌলা, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১, সম্পাদনায় সিরাজুল ইসলাম। ঢাকা, এসিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ,১৯৯৩ইং। পৃঃ.নং ১৩০-১৩৯।

সিরাজুল ইসলাম - ঔপনেবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠাঃ ১৭৫৭-১৭৯৩। বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১, সম্পাদনায় সিরাজুল ইসলাম। ঢাকা, এসিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ইং। পৃঃ.নং ১৪০-১৬১।

Enclosure to 511, Nicholas Mansergh and Perderal Moon (eds), The Transfer of Power, Volume X, London. Oxford University Press, 1981. P.P. 897-901, 308-309.

Secret Report on the political situation of Bengal (Home Dept) 1st half March 1947.

Star of India, 11 March 1947, 2 (editoriall)

Dhaka University Institutional Repository

৮। অমলেন্দু দে, স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনে পরিকল্পনাঃ প্রয়াস ও পরিণতি, কলিকাতা, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৭৫ইং। পৃঃ.নং ১৩২-১৩৫।

৯। সিরাজ উদ্দীন আহমদ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ঢাকা,ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৬ইং পৃঃ.নং ১২১-১৫৪।

১০। ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্যে বিস্তারিত দেখুন, ২৮শে এপ্রিল Star of India.

১১। Abul Hashim, In Retrospection. ঢাকা, সুবর্ণ পাবলিশাস, ১৯৭৪ইং। পৃঃ.নং ১৩৯-১৪৩।

১২। হারুন-অর-রশিদ, অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম খন্ড, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩ইং। পৃঃ.নং ৪১৩।

১৩। পূর্বোক্ত পৃঃ নং ৪১৪।

১৪। Star of India 17 September 1946,
মিল্লাত ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ইং।

১৫। Star of India, 29 January 1947,
মিল্লাত ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৪৭ইং।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা, আমাদের ভাষা সমস্যা, দৈনিক আজাদ, ১২ই শ্রাবণ- ১৩৫৪বাং।

১৭। Abul Hashim, Draft manifesto of the Bengal Provincial Muslim League. ঢাকা, শামসুদ্দিন আহম্মেদ, ১৫০ মোগলটুলি, ১৯৭৪ইং।

১৮। আশুদাবী কর্মসূচী আদর্শ, প্রকাশক- কামরুদ্দিন আহম্মদ, কনভেনার গণ আজাদী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান পাবলিশিং হাউস, জুমরাইল লেন, ঢাকা, জুলাই ১৯৪৭ইং।

১৯। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু? প্রকাশক - অধ্যাপক এম,এ, কাশেম- তমুদ্দুন মজলিশ, রমনা। ঢাকা, বলিয়াদী প্রিন্টিং ওয়াকস, সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ইং।

২০। আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৬.০২.১৯৪৮ইং। Amrita Bazar Patrika,২৭.০২.১৯৪৮ইং।

২১। বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন প্রসংঙ্গ, কতিপয় দলিল (প্রথম খন্ড)। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ইং।
তাজউদ্দীন আহাম্মদের ডায়েরী (০২.০৩.১৯৪৮)। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ইং।

২২। বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খন্ড (৩য় সংহস্করণ)। ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ১৯৯৫ইং। পৃঃ.নং ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

২৩। সাপ্তাহিক নওবেলাল (সিলেট থেকে প্রকাশিত) তাং- ০৪.০৩.১৯৪৮ইং।

২৪। অমৃত বাজার পত্রিকা তারিখঃ- ১৩.০৩.১৯৪৮ইং।

২৫। বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খন্ড), সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ইং। পৃঃ.নং ৪৪২-৪৪৩।

২৬। পূর্বোক্ত পৃঃ. নং ৪৪৬-৪৪৭।

২৭। The Morning News. Dated 28.01.1952. নওবেলাল, তারিখ ৩১.০১.১৯৫২ইং।

২৮। বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খন্ড), সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত। ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ইং। পৃঃ.নং ৪৫৩-৪৬০।

২৯। ডঃ প্রীতিকুমার মিত্র - বাংলাদেশেব মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৫৮-১৯৬৬, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, সম্পাদক প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহম্মদ, মোনায়েম সরকার, ডঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী,১৯৯৯ইং।পৃঃ.নং ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

৩০। রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬ইং। পৃঃ নং ৭১।

৩১। মাসুদুল হক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র এবং সি আই এ। ঢাকা, মৌলি প্রকাশনী। ১৯৯০ইং। পৃঃ নং ১২৭-১২৯।

৩২। রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬ইং। পৃঃ নং ৭১-৭২।

৩৩। হাচিনা রহমান, বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম ও আহমদ ফজলুর রহমান। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩ইং। পৃঃ নং ৫৮-৫৯।

ডঃ প্রীতিকুমার মিত্র, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৫৮-৬৬, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, সম্পাদনা, প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার ডঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং। পৃঃ নং ১৩৩-১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আগরতলা মামলা

(রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য)

পশ্চিম পাকিস্তানিরা নানা রকম কারণ দেখিয়ে পূর্ব পাকিস্তানিদের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানে বাধার সৃষ্টি করতো। প্রধান কারণ দেখাত যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা দৈহিক ভাবে উপযুক্ত নয়। যা পরবর্তীতে পাক-ভারত ১৭ দিনের যুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কেবলমাত্র ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দ্বারা লাহোর রক্ষা পেয়েছিল। [১]

চক্রান্তটা হলো, পাক আর্মিতে বাঙালিদের জন্য কোটা নির্ধারিত ছিল। দেখা গেছে সশস্ত্র বাহিনীতে একমাত্র পশুপালন কোরেই বাঙালিদের সংখ্যা ছিল বেশি, তাও শতকরা ১৮ ভাগ মাত্র। এর পরের অবস্থান ছিল ইঞ্জিনিয়ার্স মেকানিক্যাল কোরের- এখানে বাঙালি ছিল শতকরা ১২ থেকে ১৫ ভাগ। আর সাজোয়াতে ছিল বাঙালি শতকরা ২ ভাগ। পদাতিক বাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টেই কেবল পূর্ব পাকিস্তানিদের নেওয়া হতো বেশি অর্থাৎ শতকরা ৮০ ভাগ তথাপি এখানে বেশ কিছু ফাঁক থেকে গিয়েছিল যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছিল ।[২]

পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীতে ইস্ট বেঙ্গল, বালুচ, পাঠান, পাঞ্জাব এ রকম অনেকগুলো রেজিমেন্ট ছিল। প্রত্যেক রেজিমেন্টে স্ব-স্ব অঞ্চলের লোক থাকতো শতকরা আশি ভাগ। কিন্তু ধাপ্পাবাজীটা হলো ইস্ট বেঙ্গল

Dhaka University Institutional Repository

রেজিমেন্টে। যেখানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মাত্র ৪টা ও বালুচ-পাঠান মিলে ২০টা, সেখানে শুধু পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সংখ্যাই ছিল অন্যূন ৪০টা। সঙ্গত কারণেই সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল আশঙ্কাজনক ভাবে কম ।[৩]

পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতি সংখ্যালঘু পশ্চিমাদের বৈষম্যমূলক আচরণ এ সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। তাই এ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছিল যা সাধারণ জনতা এতটা উপলব্ধি করতে পারতো না। তাই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় ভূমিকা রাখে ।[৪]

১৯৬২ সালের দিকে করাচির মনোরা দ্বীপের হিমালয়াতে বাঙালিদের একটা ওয়েল ফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন ছিল। বাঙালি নাবিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ঐ সংগঠনের জন্ম। এর নেতা ছিলো লিডিং সীম্যান সুলতান, স্টুয়ার্ট মুজিব, সীম্যান নূর মুহাম্মদ প্রমুখ। সে সময় পশ্চিমা অফিসারদের বিরুদ্ধে বাঙালি সীম্যানদের যে ভয়ানক অভিযোগ ও ক্ষোভ ছিল তার ফলেই ওয়েল ফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের ভিত্তি গড়ে ওঠে। যেহেতু তখন বাঙালি অবাঙালি বিভাজন সামনে আসে তাই বাঙ্গালি অফিসাররাও নাবিকদের আপনজন হয়ে যায় ।[৫]

সে সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে রিক্রুট করা নাবিকদের চট্টগ্রামে কিছুদিন রেখে পরে জাহাজে করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হতো।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামে ঐ সময় বাঙালি নাবিকদের উপর অমানসিক এবং অযৌক্তিক উৎপীড়ন চালাতো নৌ-বাহিনীর উর্ধ্বতন পশ্চিমা অফিসারগণ। যে সব কাজ বাঙালি নাবিকদের করণীয় ছিলনা, সে সবও তাদেরকে দিয়ে করানো হতো। ওদেরকে সব সময় কারণে অকারণে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হতো, অহেতুক শাস্তিও দেয়া হতো। সর্বক্ষেত্রে বিমাতাসুলভ আচরণ ছিল প্রকট।[৬]

বাঙালি অবাঙালি বৈষম্যের ফলে কিছু অফিসারও ঐ সংগঠনের সদস্য হয়ে পড়ে। আর এভাবেই যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল নাবিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তা শেষ পর্যন্ত বাঙালিদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে ধাবিত হয়। পরবর্তীতে শুধু নৌবাহিনী নয় সশস্ত্র বাহিনীর অন্যান্য শাখার বাঙালি বেশ কিছু সদস্যও কালক্রমে এ সংগঠন ও আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়। কেবল পশ্চিম পাকিস্তানে নয়, পূর্ব বাংলায়ও ক্রমান্বয়ে এ কর্মকান্ড সম্প্রসারিত হয়েছিল।[৭]

পরবর্তীতে এ আন্দোলনে সিভিল সার্ভিসের সদস্যরাও জড়িত হয়। ১৯৬৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচন উপলক্ষে করাচিতে গেলে তখন এ স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের নেতাদের সাথে তার এ নিয়ে আলোচনা হয়। পরে পয়ষট্টি সালের প্রথম দিকে আবার সশস্ত্র বিপ্লবের পুরোধা লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম সাহেব সহ আন্দোলনের নেতাদের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের কথা হয়। লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন শেখ মুজিবের সাথে তার পরিকল্পনা নিয়ে কয়েক দফা বৈঠক করে এর সমস্ত খুটিনাটি বিষয় তুলে ধরেন। ঢাকাতে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর ১২/১৩টা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাটালিয়নের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যাল, মেডিক্যাল ও সাপ্লাই ফোর্স বাদ দিলে কমব্যাট ফোর্স নগন্য অর্থাৎ যুদ্ধ করার সৈন্য কম। কারণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুরুত্বপর্ণ অংশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক। ঢাকায় সেনাদলের ১২/১৩টি ব্যাটালিয়ন কখনো ৬টি থাকে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের, ৭টি অবাঙালির। আবার কখনো ৭টি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমিন্টের, ৬টি অবাঙালির। অতএব যখন ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট অধিক থাকবে তখন ওভার পাওয়ার করে পাকিস্তানিদের পরাস্ত করা সম্ভব হবে।[৮]

পূর্ব পাকিস্তানের নৌ এবং বিমান বাহিনী ছিল খুব দুর্বল। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ছিল ট্রেনিং ক্যাম্প। বাঙালি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা গভীর রাতে হামলা করে কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার দখল করে নেবে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অবাঙালি ব্যাটালিয়নের সৈন্যদের বন্দী করা হবে। বিমান বাহিনীর ২/৩টি বিমান বিমানবন্দর দখল করে আয়ত্তে আনা হবে। বিভিন্ন বিভাগে স্বাধীনতা কর্মীদের জন্য একটি কোর্ড মেসেজের মাধ্যমে সবাই একসঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্রোহ করে সেনানিবাস সহ ঢাকা শহর নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বিদ্রোহ করার পর শেখ মুজিব রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়ে এদেশের জনগণকে স্বাধীনতা কর্মীদের সাহায্যের আহবান জানাবেন।

একই সাথে যশোর সেনানিবাস ও কুমিল্লা সেনানিবাসের বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করবে। রাজনৈতিক কর্মীরা অবাঙালির সৈন্যরা যাতে ঢাকায় মুভ করতে না পারে সেজন্য রাস্তা ব্লক করে দিবে। বাংলায় অবস্থানরত সমস্ত অবাঙালিকে জিম্মি হিসেবে বন্দী করা হবে। অথবা, পাকিস্তানের

Dhaka University Institutional Repository

কোন ভি,আই,পি টিম পূর্ব পাকিস্তানে সফরকালে অভ্যুত্থান বা বিদ্রোহ করা হবে, যাতে করে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালিদের বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা যায়। বিদ্রোহ করার পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিমান হামলা না করতে পারে সেজন্য ভারতের আকাশ জলপথে পাস্তিানিদের প্রবেশ বন্ধ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ভারতের সাথে যোগাযোগ করার জন্য শেখ মুজিবকে অনুরোধ করা হয়।[৯]

তিনি স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের পক্ষে পুরোপুরি সমর্থন দিয়ে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য বলেছিলেন এবং প্রয়োজনে সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। তবে তিনি তাদেরকে পূর্ব বাংলায় গিয়ে এ লক্ষ্যে কাজ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৯৬৬-এর দিকে এ বিপ্লবী গ্রুপের নেতা লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন পূর্ব পাকিস্তানে বদলী হয়ে আই, ডব্লিউ, টি, এ তে ডেপুটেশনে চলে আসেন। তারা স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের কাজ অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যায়।এ লক্ষ্যে বিপ্লবীরা ১৬ জন এস,পি ও ১৩ জন ডি,সি-র সাথে যোগাযোগ করলে তারা সবাই এ আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দেন।[১০]

এ ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের বেশ কটি গোপন সভা বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালির স্বার্থ কিভাবে রক্ষা করা যায়, কিভাবে বাঙালিদের পশ্চিমা আধিপত্য মুক্ত রাখা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করে পন্থা উদ্ভাবন করা হয় যে, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধমে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করতে হবে। এভাবে ওয়েল ফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য স্বাধীন বাংলা আন্দোলনে রূপ নেয়।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, যার সাথে ছিলেন স্টুয়ার্ট মুজিব। সামরিক বাহিনীতে রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা বাংলার ৭ কোটি মানুষের জন্য স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনী" নামে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠন গড়ে উঠেছিল পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার দাবী দিয়ে, আপোষ নয়, আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন নয় পরিপূর্ণ জাতীয় মুক্তিই ছিল এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য।

সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জন্য যে, পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় সেগুলো হচ্ছেঃ-

১। বেতার, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিসগুলো দখল করা এবং বেতারের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করা।

২। সামরিক ইউনিটগুলোর অস্ত্রাগারগুলো দখল করে সেগুলোকে পঙ্গু করে দেয়া।

৩। জনশক্তির অভাব পুষিয়ে নেয়ার জন্য গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় অতর্কিত আক্রমনের মাধ্যমে এ অভিযান পরিচালনা করা।

এ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য করণীয় কার্যাবলীর মধ্যে ছিলঃ-

Dhaka University Institutional Repository

(ক) সশস্ত্র সেনাবাহিনীর লোক ও প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদের সমন্বয়ে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগামী বাহিনী গঠন করা।

(খ) দেশের অভ্যন্তর হতে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজন বোধে বিদেশ হতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা।

(গ) প্রচারণার মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি করা।

(ঘ) সংগ্রামের পক্ষে সুবিধাজনক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোকে বলপূর্বক দখল করার জন্য "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" এর জন্য মাহেন্দ্র মুহূর্ত ধার্য করা।[১২]

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সংগঠনকে ৫টি কমিটিতে ভাগ করা হয়।

১। কেন্দ্রীয় কমিটি ঃ- এ কমিটির প্রধান কাজ ছিল গোটা সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করা।

২। অর্থনৈতিক কমিটি ঃ- এ কমিটির কাজ ছিল অস্ত্র ক্রয় ও সদস্যদের আর্থিক সাহায্য দান ইত্যাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও তার প্রতিকারেরর উপায় উদ্ভাবন করা।

Dhaka University Institutional Repository

৩। সদস্য সংগ্রহ কমিটি ঃ- এ কমিটির কাজ ছিল সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখা ও বেসামরিক লোকদের মধ্যে হতে সদস্য সংগ্রহ করা ও বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দলের সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা।

৪। নিরাপত্তা কমিটি ঃ- এ কমিটির কাজ ছিল সদস্যদের উপর নজর রাখা এবং সংগঠনের নিয়ম কানুন প্রয়োগ শৃংখলা রক্ষা, বৈঠকের স্থান ও সময় নির্বাচন ও নির্ধারণ করা।

৫। প্রচার কমিটি ঃ- এ কমিটির কাজ ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রচারের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করা।[১৩]

এ আন্দোলনে একজন উচ্চ পদস্থ নেতৃত্ব প্রয়োজন হয়ে পড়লে বিপ্লবী গ্রুপ কর্ণেল ওসমানীর সাথে যোগাযোগ করেন। কর্ণেল ওসমানী নৈতিকভাবে সমর্থন দিলেও তার অভিমত ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহ করার মত বাঙালি রেজিমেন্ট এখনো যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জন করেনি। কারণ তখন ছিল মাত্র ৪টি রেজিমেন্ট তিনি বিদ্রোহীদের অন্তত আরো দশটি বাঙালি রেজিমেন্ট গঠন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন। এদিকে বিদ্রোহী গ্রুপ অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পাশাপাশি রাজনৈতিক সমর্থনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। কারণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার পর দেশ পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন। তা নাহলে পাকিস্তান সরকার এ বিদ্রোহকে আন্তর্জাতিক ভাবে সেনা অভ্যুত্থানের বলে চিহ্নিত করবে। সেজন্য লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন দলীয় সদস্যদের মওলানা ভাসানী এবং অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

কথা বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিদ্রোহী পরিকল্পনার সমস্ত বিষয় জানার পর দুই নেতা এ সংগঠনের পক্ষে মত দেন তবে ধীরে আগনোর পরামর্শ দেন ।[১৪]

১৯৬৫ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে সংগঠনের সক্রিয় সদস্যদের নিয়ে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তার বাসভবনে কয়েকটি গোপন বৈঠক করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আকারে কাজ করার জন্য কিছু সংখ্যক সক্রিয় সদস্যদের সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার প্রয়োজন মনে করেন। স্থির হয় যে, স্টুয়ার্ট মুজিবর রহমান ও লিডিং সিম্যান সুলতানউদ্দীন আহম্মদ ছুটিতে ঢাকায় যাবেন এবং মোয়াজ্জেম হোসেন তাদের পূর্ব পাকিস্তানে বদলীর চেষ্টা করবেন। চট্টগ্রামে (১৯৬৬) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রচারনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন স্টুয়ার্ট মুজিবর রহমান ও সুলতান উদ্দিন আহম্মদ।

১৯৬৬ সালের ১লা মে মোয়াজ্জেম হোসেন চট্টগ্রামের নৌঘাটিতে বদলী হন এবং সংগঠনের সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করেন। উক্ত সময়ে আমির হোসেন মিয়া সংগঠনের অর্থনৈতিক কমিটির কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিলেন। মোয়াজ্জেম হোসেন সংগঠনের কাজ কর্মের বিষয়ে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন এবং আমির হোসেন মিয়ার সাথে দলের বিভিন্ন অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনায় বসেন। দলের টাকা-পয়সার হিসাব নিয়ে গড়মিল ধরা পড়লে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং আমির হোসেন মিয়া দলের পক্ষে কাজ না করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে মোয়াজ্জেম হোসেনকে সমস্ত কাগজপত্র বুঝিয়ে দেন ।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৬ সালের জুন মাসে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় (চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি) একটি জরুরী গোপন বৈঠক ডাকেন। উক্ত বৈঠকে তিনি "বাংলাদেশ" নামে প্রস্তাবিত নতুন রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ ও প্রস্তাবিত নতুন রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা অংকিত একটি ডায়েরি ও নোট বই দেখান।

উক্ত নোট বইয়ে প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের লক্ষ্য ও গঠন পদ্ধতির যে বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল তা নিম্নরূপঃ

১। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা।

২। যে কাজ করবেনা, সে খাবেনা- এ নীতি বলবৎ করা।

৩। সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি সরকারের মালিকাধীন করা।

৪। কলকারখানা জাতীয়করণ করা।

৫। দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চিয়তা প্রদান করা, ইত্যাদি।[১৬]

১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে মেজর (তৎকালে ক্যাপ্টেন) শামসুল আলম এম,এম,সি এর কুমিল্লাস্থ বাসভবনে একটি জরুরী বৈঠকে মেজর শামসুল আলমকে কুমিল্লার সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয় এবং সংগ্রামের সময় সামরিক ইউনিটগুলোর অস্ত্রাগার দখল করে সরকারের যুদ্ধ সামর্থ্যকে পঙ্গু করার দায়িত্ব দেয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব জানান যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর বেশ কিছু

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের দলভুক্ত করেছেন। অস্ত্র ক্রয়ের ব্যাপারে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের ফার্স্ট সেক্রেটারি জনাব পি.এন. ওঝার সাথে যোগাযোগ করার ব্যাপারে প্রথমে জনাব মানিক চৌধুরী ও পরে জনাব সায়েদুর রহমানের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন এবং একটি অস্ত্রের তালিকা মিঃ পি. এন. ওঝাকে দেয়া হয়।[১৭]

মিঃ পি,এন,ওঝার সাথে এ বিপ্লবী গ্রুপের প্রতিনিধিদের পর পর কয়েকবার বৈঠকের পর মিঃ পি,এন, ওঝা জানান যে, ভারত সরকার অস্ত্র সরবরাহে সম্মত হয়েছেন এবং কোন তারিখে সরবরাহ করবে তা যথাসময়ে জানাবেন। ভারত সরকার মনে করেন অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের আগে বিপ্লবী দলের প্রতিনিধি এবং ভারতের কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তার মধ্যে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। জনাব পি,এন,ওঝা ভারতের আগরতলায় বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। এ বৈঠকে যোগদানের জন্য জনাব আলী রেজা (আসামী নং ৩৩) ও স্টুয়ার্ট মুজিবর রহমানকে (আসামী নং ৩) প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। ১৯৬৭ সালের ১২ই জুলাই প্রতিনিধি দল বেলোনিয়া হয়ে আগরতলায় পৌছায়।[১৮]

কিন্তু প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নিম্নপদস্থ হওয়ায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক সফল হয়নি।

আগরতলা বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন নিজেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে মোয়াজ্জেম হোসেনের অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের বৈঠকের তারিখ ধার্য হয়। চিকিৎসার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য মোয়াজ্জেম হোসেন আহমেদ ফজলুর রহমানকে সাথে নিয়ে প্রথমে নেপাল যাবেন। পরে নেপাল থেকে ভারতের নয়াদিল্লী যাবেন বলে স্থির হয়।[১৯]

কিন্তু লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের অস্ত্রের জন্য আর ভারত যাওয়া হয়নি। তার আগেই বিদ্রোহীদের সামনে আত্মেন্দ্রক্ষণের সুযোগ এসে যায়। ১৯৬৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিংশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সরকারি ভাবে চট্টগ্রামে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অফিসারদের সেই দিবসটি পালনের জন্য চট্টগ্রামে আসার কথা ছিল। এ সময় চট্টগ্রাম ষষ্ঠ বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হচ্ছিল।

বিপ্লবী দলের সিদ্ধান্ত হয় যে, এ অনুষ্ঠানেই জেনারেল মুসাসহ অন্যান্যদের গ্রেফতার করা হবে। সেই সঙ্গে ঢাকা সেনানিবাসের পদাতিক ও বিমান বাহিনীর অস্ত্রাগার প্রথম আক্রমনেই বিদ্রোহীরা দখল করে নেবে। পরিকল্পনামত একই রকম ব্যবস্থা নেয়া হয় কুমিল্লা, যশোর, উত্তর বঙ্গের ঘাটিগুলোর ব্যাপারে। সামরিক বিমানসহ কোন ধরনের বিমানই যেন আকাশে উড়তে না পারে তার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে। ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক (১১নং অভিযুক্ত) বিমান প্রতিরোধের পুরো দায়িত্ব নিয়েছিলেন।[২০]

তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এ ঐতিহাসিক বিদ্রোহের পরিকল্পনার কাজটি খুবই গোপনে করতে হয়েছিল যার দরুণ তা দেশের জনগণের কাছে ছিল সুকঠিন আড়ালে। এমন কি বিপ্লবীদের সবার কাছে পরিকল্পনার তথ্য

Dhaka University Institutional Repository

ছিলনা। নিরাপত্তার কারণে বিপ্লবী পরিষদের সদস্যরা সবাই সবাইকে চিনতনা। যাকে যে কাজ দেয়া হত সে শুধু সেই টুকুই জানত।

কিন্ত ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বাংলার স্বাধীনতা অর্জনে ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহের সমতুল্য যে বিদ্রোহ প্রস্তুতি এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল, তা সরকারের গোপণ গোয়েন্দা সংস্থা সংগৃহীত তথ্য আর দলত্যাগী কোষাধ্যক্ষ আমির হোসেন মিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সরকারের গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে চট্টগ্রামের আসন্ন বিদ্রোহের তথ্যসহ আরও অনেক তথ্য সরকারের কাছে চলে যায়। ফলে ১৯৬৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে আমির হোসেন পাকিস্তান সরকারের কাছে তথ্য সরবরাহ করে, আর ১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর মাস থেকে সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী সারা পাকিস্তান সন্ধান করে বিদ্রোহীদের ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল ও ডিফেন্স সার্ভিস আইনে অভিযুক্তদের গ্রেফতার শুরু করে।[২১]

আরো প্রকাশ থাকে যে, ১৯৬৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর আইয়ুব খান, মোনায়েম খান, ও তৎকালীন জিওসি সহ নারায়নগঞ্জ থেকে নৌযানে চাঁদপুর টার্মিনাল উদ্বোধন করতে গেলে পথিমধ্যে তাদের বন্দী করে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করে দেয়ার ঘোষণা আদায় করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা এবং কমান্ডো সদস্যদের সমন্বয় করার অর্থের অভাবে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

সরকার যেভাবে মামলাটি দায়ের করেছে নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলঃ-

রাষ্ট্র বনাম

শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আসামী

১৯৬৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইন অধ্যাদেশের ইউ-এস-৫ ধারা মতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এ মামলায় ভাষ্য উপস্থাপন করা হয়।

যথাযথ সম্মানের সাথে উপস্থাপন করা যাচ্ছে যে;

১। ঘোষণানুসারে প্রাপ্ত তথ্যের অনুকরণে এমন একটি ষড়যন্ত্র উদঘাটন করা হয় যার মাধ্যমে ভারত কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ ও অর্থ ব্যবহার করে পাকিস্তানের একাংশে সামরিক বিদ্রোহের দ্বারা ভারতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি স্বাধীন সরকার গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কতিপয় ব্যক্তিকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা আইনের আওতায় এবং কতিপয় ব্যক্তিকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে চাকুরির সঙ্গে সম্পর্ক আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়।

২। ঐ সকল ব্যক্তিদের কয়েক জনের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত তথ্য প্রমাণাদিতে দেখা যায় যে, তারা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির এবং কিছু নির্দিষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদের ছদ্মনাম ব্যবহার করছে এবং একটি 'ডি' ডে'-তে করণীয় কার্যাদি সম্পর্কে ও অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা অনুরূপ ছদ্ম শব্দাবলী ব্যবহার করছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. তাদের প্রধান কর্মপরিকল্পনা ছিল সামরিক ইউনিটগুলোর অস্ত্র-শস্ত্র দখল করে তাদেরকে অচল করে দেয়া। কমান্ডো স্টাইলে অভিযান চালিয়ে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তারা অগ্রসর হয়।

ক. সামরিক বাহিনী থেকে আসা লোকদের এবং প্রাক্তন সৈনিক ও বেসামরিক চাকুরিজীবীদের তালিকা প্রণয়ন করা, যারা কার্যকরভাবে একটি অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করে প্রচলিত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

খ. ভারত থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা বারুদ ছাড়াও স্থানীয় উৎস সমূহ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা বারুদ নিরাপদে রাখা।

গ. মিথ্যা প্রচারপত্রের মাধ্যমে সর্ব সাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক আনুগত্যহীনতা সৃষ্টি করা।

ঘ. জোর পুর্বক সামরিক কৌশলগত স্থান সমূহ দখল করার উদ্দেশ্যে 'ডি 'ডে-এর মত একটি সুযোগ মুহূর্ত নির্ধারণ করা।

৪. এ ষড়যন্ত্র কার্যকর করার জন্য একটি সভার আযোজন করা হয়। সেই সভায় পাকিস্তানের যারা ঐ অভিযান কার্যকরী করার দায়িত্বে ছিলেন তাদের প্রতিনিধিরা এবং ভারতীয় পক্ষের যারা অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে এ ষড়যন্ত্রকে সহায়তা করার উদ্যোগ নিয়েছিল তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন, ১৯৬৭ সালের ১২ই জুলাই ভারতের আগরতলায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫. এ ষড়যন্ত্র এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিচের অধ্যায় সমূহে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে যখন অভিযুক্ত ষড়যন্ত্রকারীদের কোন সভায় বর্ণনা দেয়া হয়েছে তখন ষড়যন্ত্রের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহের পুনরাবৃত্তি পরিহার করা হয়েছে। যদিও তারা তাদের প্রায় প্রতিটি সভায়ই ঐ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাতো। এ অভিযোগনামার জন্য একটি তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। এগুলোর শিরোনাম যথাক্রমে তালিকা 'এ' অভিযুক্তদের তালিকা, স্বাক্ষীর তালিকা, তথ্য প্রমাণের তালিকা ও জিনিসপত্রের তালিকা সংযোজনী-১ এ এগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সংযোজনী-২ এ অভিযুক্তদের ছদ্মনাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । কোনো একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম যখন প্রথমবার উল্লেখ করা হয়েছে তখনই তার সম্পর্কে সামাজিক ভাবে বলা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যখন এ নাম পুনরায় ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়েছে তখন শুধুমাত্র যাতে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায় সে রকমভাবেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। উপযুক্ত তালিকাসমূহের যে কোনোটির অন্তর্ভুক্ত সেই নম্বরটি উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে যখন প্রথমবারের মত কোন স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তখন ঐ স্থানের অবস্থান প্রভৃতি বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং পরে যখন আবার ঐ স্থানটির নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়েছে তখন অন্যান্য স্থান থেকে ঐ স্থানটি আলাদাভাবে বুঝানোর জন্য যে টুকু উল্লেখ করা দরকার তা-ই করা হয়েছে।

৬। ১৯৬৪ সালের ১৫ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর এ মামলার ১ নম্বর আসামী শেখ মুজিবুর রহমান করাচি সফর করছিলেন। এ সফরকালে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন (বর্তমান লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন), আসামী নম্বর- ২ কর্তৃক অদ্ভুত একটি সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এ লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৪ সালের শুরুতে তার নিজ বাসভবন- বাংলা নং- ডি/৭৭, কে.ডি.এ.স্কিম নং ১, করাচিতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় এ অভিযোগনামার ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান, ৪নং আসামী প্রাক্তন বিশিষ্ট নাবিক সুলতান উদ্দিন আহমদ, ৫ নং আসামী বিশিষ্ট নাবিক নূর মোহাম্মদ এবং ১ নং সাক্ষী লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেনের সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য একটি বিপ্লবী সংগঠন সংগঠিত করার বিষয়ে তারা শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করবেন। শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে তাদের এ সভা অনুষ্ঠিত হয়- এ মামলার ২নং সাক্ষী মিঃ কামাল উদ্দিন আহমদের বাসায়, যার ঠিকানা- ৩/৪৮, এম, এস, পি, পি স্কুল টিচার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি (মালামা আবাদ নামে বহুল পরিচিত), করাচি।

এ সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ঃ

১। শেখ মুজিবুর রহমান, আসামী নং- ১

২। মোয়াজ্জেম, আসামী নং- ২

৩। স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং- ৩

৪। সুলতান, আসামী নং- ৪

Dhaka University Institutional Repository

৫। নূর মোহাম্মদ, আসামী নং- ৫

৬। মিঃ আহমদ ফজলুর রহমান, সি,এস,পি, আসামী নং- ৬

৭। মোজাম্মেল, সাক্ষী নং- ১

এ সভায় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম বলেছেন যে, নৌ-বাহিনীতে অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি জঙ্গী বাহিনী সংগঠিত করেছে এবং সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানী কর্মকর্তারাও এ বাহিনীতে যোগদান করবেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এ পরিকল্পনা সফল করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সিভিল সার্ভিসে কর্মরত কর্মকর্তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ঐ বাহিনীকে পরিচালনা করার জন্য তহবিল দরকার। ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান এর সঙ্গে শুধুমাত্র একমতই পোষণ করেননি, উপরন্তু তিনি বলেছেন যে, তার নিজের ধারণা এবং পরিকল্পনাও এরকম। তিনি ঐ পরিকল্পনার প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন এবং প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করে দেবার আশ্বাস প্রদান করেন। ৬নং আসামী এ.এফ.রহমান যখন ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হন যে,পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে বঞ্চনা ও বৈষম্য বিদ্যমান তার বিরুদ্ধে একমাত্র জবাব হচ্ছে সামরিক বিদ্রোহ তখন তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে, এ ধরণের সামরিক বিদ্রোহ সংঘটিত হলে ভারতের কি প্রতিক্রিয়া হবে তা তিনি বলতে পারেন না। এ পর্যায়ে ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, তারা যেন পরিকল্পনাটি কিছুদিনের জন্য ধীর গতিতে পরিচালনা করেন। কারণ, যদি আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

দলীয় প্রার্থী জয়লাভ করতে পারে তাহলে এ ধরণের কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন নাও হতে পারে।

৭। ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর পুনরায় করাচি সফর করেন এবং ১৯৬৫ সালের ১৫ থেকে ২১ জানুয়ারী সেখানে অবস্থান করেন। ঐ সময়কালের মধ্যে একদিন ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের পূর্বোক্ত বাসভবনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ঃ

১। শেখ মুজিবুর রহমান, আসামী নং- ১

২। মোয়াজ্জেম, আসামী নং- ২

৩। নূর মোহাম্মদ, আসামী নং- ৫

৪। এ.এফ. রহমান, আসামী নং- ৬

৫। ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফিজুল্লাহ, আসামী নং- ৭ এবং

৬। লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেন, সাক্ষী নং- ১

এ ছাড়া আরও কয়েকজন উপস্থিতের পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি। এ সভায় ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, একমাত্র একটি উপায়েই পূর্ব পাকিস্তানীরা আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তা হলো- পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তাদের আলাদা হয়ে যাওয়া। তিনি ঐ পরিকল্পনার প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন এবং ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে তার কার্যক্রমের সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করে বিপ্লবী গ্রুপগুলোর তৎপরতা সম্প্রসারিত করতে বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮। এ মামলার ৩নং সাক্ষী, করাচির কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসে কর্মরত মিঃ মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিয়া ছিলেন মামলার ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব, ৪নং আসামী সুলতান এবং ৮নং আসামী প্রাক্তন কর্পোরাল আবুল বাশার মোহাম্মদ আবদুস সামাদের ঘনিষ্ঠ পরিচিতজন। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসের কোনো একদিন ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এতে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন খুবই অভিভূত হন এবং ঐ গ্রুপের কার্যকরী সদস্য হয়ে ওঠেন।

৯। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের বাসভবনে বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে সভাগুলোতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা সাধারণভাবে উপস্থিত থাকতেন।

১। মোয়াজ্জেম, আসামী নং- ২

২। স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং- ৩

৩। সুলতান, আসামী নং- ৪

৪। নূর মোহাম্মদ, আসামী নং- ৫

৫। হাবিলদার দলিল উদ্দিন, আসামী নং- ৯ এবং

৬। আমীর হোসেন, সাক্ষী নং- ৩

এরা ছিলেন সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। এ সভাগুলোতে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সাফল্য লাভের জন্য অনুসৃত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হতো।

Dhaka University Institutional Repository

১০। পূর্ব পাকিস্তানে কাজ-কর্মের উদ্যোগ নেবার জন্য সংগঠনের কয়েকজন সক্রিয় সদস্যের স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে থাকা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের অনুরোধে একে একে ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব ও ৪নং আসামী সুলতান ছুটি নিয়ে ঢাকায় চলে যান। তাদের স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম, ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব ও ৪নং আসামী সুলতানের মাধ্যমে ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে একটি গ্রুপ সভার আয়োজন করে। এ সভায় গ্রুপ সদস্যদের করাচি থেকে ঢাকায় আসার জন্য যাতায়াত খরচ বাবদ ৪নং আসামী সুলতান ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের ঠিকানায় একটি রেজিস্টার্ড খামে করে ১৫০০ টাকা এবং টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডার যোগে ৫নং আসামী নূর মোহাম্মদের কাছে ৫০০ টাকা পাঠায় এবং তাদের উভয়কেই ঐ টাকা ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট পৌছানোর জন্য বলে। এ টাকা যথাসময়ে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছিল।

১১। পূর্বোক্ত সভা ১৯৬৫ সালের ২৯ আগস্ট তারিখে নির্ধারিত ছিল। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ঐ সভায় যোগদানের জন্য পি,আই,এ, বিমানযোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে করাচি ত্যাগ করেন।

১২। পূর্বোক্ত সভা নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১। শেখ মুজিবুর রহমান, আসামী নং- ১

২। মোয়াজ্জেম, আসামী নং- ২

৩। স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং- ৩

৪। সুলতান, আসামী নং- ৪

৫। রুহুল কুদ্দুস, সি,এস,পি আসামী নং- ১০ এবং

৬। আমীর হোসেন, সাক্ষী নং- ৩।

২নং আসামী মোয়াজ্জেম কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং বলেন যে, ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের দক্ষ পরিচালনা ও সহায়তায় তিনি সেনাবাহিনীর অনেক কর্মকর্তাকে সংগঠনের তালিকাভুক্ত করেছেন। যারা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য কাজ করবেন। সভায় উপস্থিত সকলেই কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ২নং আসামী মোয়াজ্জম অর্থ, অস্ত্র এবং গোলাবারুদের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের কাছ থেকে যাবতীয় সাহায্য সংগ্রহের আশ্বাস দেন। সাময়িকভাবে তিনি ২নং অসামী মোয়াজ্জেমকে ১ লাখ রুপী দেবার কথা বলেন। যা ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব ও ৪নং আসামী সুলতানের কাছ থেকে কিস্তিতে ২০০০ থেকে ৪০০০ টাকা করে সংগ্রহ করে নিতে বলেন।

১৩। ১৯৬৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাসভবনে গিয়ে তার কাছে থেকে ৭০০ টাকা পান এবং তা মামলার ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের নিকট প্রেরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। ১৯৬৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাড়িতে গিয়ে তার কাছ থেকে ৪০০০ টাকা পান এবং তা মামলার ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের নিকট প্রেরণ করেন। আমীর হোসেন আবার ঐ টাকা থেকে ৩০০ টাকা মামলার ৩ ও ৪ নং আসামী যথাক্রমে স্টুয়ার্ট মুজিব ও সুলতানের ব্যক্তিগত খরচের জন্য পাঠান এবং বাকি টাকা ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট পৌছানোর জন্য নিজের কাছে রাখেন।

১৫। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় যে সমস্ত প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ছুটিতে কিংবা অস্থায়ী কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন তারা পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের নির্ধারিত কর্মস্থলে যেতে পরছিলেন না। এ অবস্থায় তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানেই কাজে যোগ দিতে বলা হয়। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব ও ৪নং আসামী সুলতান চট্টগ্রাম নৌঘাটিতে কাজে যোগদান করেন। উক্ত আসামীদ্বয় চট্টগ্রামে কর্মরত থাকা অবস্থায়ও তাদের ষড়যন্ত্র মূলক সাংগঠনিক কাজকর্ম চালিয়ে যান।

১৬। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ৬নং আসামী এ,এফ, রহমানের বাসা ফ্লাট নং ২১, ইলাকো হাউস, ভিক্টোরিয়া রোড, করাচিতে ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যেখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

১। মোয়াজ্জেম, আসামী নং- ২

Dhaka University Institutional Repository

২। নূর মোহাম্মদ, আসামী নং- ৫

৩। এ.এফ. রহমান, আসামী নং- ৬

৪। সামাদ, আসামী নং- ৮ এবং

৫। আমীর হোসেন, সাক্ষী নং- ৩।

এ সভায় কাজকর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকার প্রশংসা করা হয়। ৬নং আসামী এ.এফ. রহমান যুক্তরাজ্য থেকে একটি রেডিও ট্রান্সমিটার সংগ্রহের চেষ্টা করবেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করার জন্য চেষ্টা করা হবে। সংগঠনের যাবতীয় কাজের জন্য ঐ সময় ৬নং আসামী এ.এফ. রহমানের অতিথি হিসাবে অবস্থানরত মামলার ৪নং সাক্ষী মিঃ কে. জি. আহমদের অফিসটি ব্যবহারের বিষয়টিও সভায় স্থির করা হয়।

১৭। ঐ একই মাসে (ডিসেম্বর, ১৯৬৫) অন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় মামলার ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের বাসা অফিসার্স কোয়ার্টার, কারসায়, করাচি এ ঠিকানায়। এ সভায়ও উপস্থিত ছিলেন পূর্বোক্ত ১৬নং অধ্যায়ে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ব্যাখ্যা করে বলেন যে, স্টুয়ার্ট মুজিব, ৩নং আসামী এবং সুলতান, ৪নং আসামী পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করে চলেছেন এবং খুব শীঘ্রই ৮নং আসামী সামাদ এবং ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে গ্রুপের কাজ কর্মের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হবে। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম আরও বলেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

গ্রুপের কাজের সাফল্যের জন্য ৩০০০ স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করা দরকার এবং তাদের সবাইকে অস্ত্র সজ্জিত করে যদি প্রতিরক্ষা বিভাগে কর্মরত কয়েকজন অফিসার দ্বারা পরিচালনা করা যায়। তাহলে অবিলম্বে তারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক কর্মকর্তাদেরকে বিতাড়িত করতে পারবেন। পূর্বোক্ত ১৬নং অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়গুলোও এ সভায় আলোচনা করা হয়।

১৮। একই মাসে (ডিসেম্বর, ১৯৬৫) ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহর আহ্বানে তার বাসা-৩২৯/২, কোরাঙ্গী ক্রীক, করাচিতে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সভায় নিম্নোক্তরা উপস্থিত ছিলেন।

১। সুলতান, আসামী নং- ৪

২। মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং- ৭

৩। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুহাম্মদ ফজলুল হক, আসামী নং-১১

৪। ওয়ারেন্ট অফিসার মুশারফ এইচ, শেখ সাক্ষী নং- ৫

৫। সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমেদ, সাক্ষী নং- ৬

এবং আরও কয়েকজন যাদেরকে চিহ্নিত করা যায়নি।

এ সভায় ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ এবং ৪নং আসামী সুলতান বার বার বলছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ঐ অঞ্চলকে আলাদা করে ফেলা এবং

Dhaka University Institutional Repository

একটি সফল সামরিক বিদ্রোহ ছাড়া তা কিছুতেই সম্ভব নয়। সভায় ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে কাজকর্মের অগ্রগতির পর্যালোচনা করে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

১৯। ১৯৬৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের করাচি থেকে বিদায় উপলক্ষে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম তাকে তিনটি টেবিল ডায়েরি প্রদান করেন। ঐ ডায়েরি গুলোর কয়েকটি পৃষ্ঠায় তিনি আমীর হোসেনকে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে তার কিছু নির্দেশাবলী এবং সব সময় মনে রাখার মত কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখে দিয়েছিলেন। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম তাকে বলেছিলেন যে, ঐ কথাগুলো তিনি তার নোট বুক থেকে ওখানে লিখে দিয়েছেন। এ নোট বুকটি যে ডায়েরি গুলো দেখে আসামীদের ছদ্মনাম গুলো সংযোজনী- ২'এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। তিনি ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের চাহিদা অনুযায়ী তাকে পৌছে দেবার জন্য তার কাছে (আমীর হোসেনের কাছে) একটি মানচিত্র এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা বারুদের দুটি তালিকাও প্রদান করেন।

২নং আসামী মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে বলেন এবং গ্রুপ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার অধিকার প্রদান করেন। তিনি তাকে আরও বলেন যে, সংগৃহীত অর্থ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় খরচ চালিয়ে বাকি অর্থ যেন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে করাচিতে তার কাছে পাঠানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২০। ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ঢাকায় পৌছে চট্টগ্রামে যান গ্রুপের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে। সেখানে ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব এবং ৪নং আসামী সুলতান বিদ্রোহী সংগঠনে তাদের নির্ধারিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি (৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন) চট্টগ্রামস্থ মিসকা হোটেলে তার কক্ষে একটি সভা আহবান করেন।

যেখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং- ৩

২। সুলতান, আসামী নং- ৪

৩। মিঃ ভূপতিভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী নামে খ্যাত) আসামী নং-১২

৪। মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেন, আসামী নং- ১৩

৫। সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, ই.পি.আর. আসামী নং- ১৪

৬। ডঃ সাইদুর রহমান চৌধুরী, সাক্ষী নং- ৭ এবং

৭। প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মুহাম্মদ শহীদুল হক (পি.এ.ভি.আর), সাক্ষী নং- ৮

১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এবং ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে বলেন যে, ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান গ্রুপের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন দেবার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তারা এ গ্রুপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী গ্রুপের কাজে সহায়তার জন্য ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে ৩০০০ টাকা প্রদান করেন।

২১। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রুপের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ৮নং আসামী সামাদকে ঢাকায় পাঠান। তাকে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেয়ায় তার জীবন ধারণের জন্য ঢাকায় আসা তার ছিল একান্তই প্রয়োজন। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম একই সঙ্গে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে এ মর্মে একটি চিঠি লিখে দেন যে, যতদিন তার (৮নং আসামী সামাদের) কোন চাকরির ব্যবস্থা না হয় ততদিন যেন তিনি তাকে মাসে ৩০০ টাকা করে প্রদান করেন। ১৯৬৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি লেখা এ চিঠিতে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম আরও উল্লেখ করেন যে, তিনি সবকিছুই পরশের সঙ্গে (পরশ ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ছদ্মনাম) আলোচনা করেছেন এবং ভয় করার কোনো কিছু নেই।

২২। একই মাসে ৮নং আসামী সামাদ চারজন নতুন সদস্য সংগ্রহ করেন। এরা হচ্ছেন-

১। মুজিবুর রহমান, কেরানী, ই.পি.আর.পি.সি.আসামী নং- ১৫

২। প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, আসামী নং- ২৬

Dhaka University Institutional Repository

৩। প্রাক্তন নায়েক সুবেদার আশরাফ আলী খান, আসামী নং- ৯ এবং

৪। প্রাক্তন লেন্স নায়েক এ.বি.এম.ইউসুফ, সাক্ষী নং- ১০

এ নতুন সদস্যদেরকে গ্রুপের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে দীক্ষিত করেন ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন।

২৩। ১৯৬৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রাম সফর করেন এবং লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণ দেন। এ জনসভার পরে তিনি ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের বাসা ১২, রফিক উদ্দিন সিদ্দিকী বাইলেন, এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম এ ঠিকানায় গ্রুপের একটি সভা ডাকেন। এ সভায় নিম্নোক্তব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

১। শেখ মুজিবুর রহমান, আসামী নং- ১

২। স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং- ৩

৩। মানিক চৌধুরী, আসামী নং- ১২ এবং

৪। সাইদুর রহমান, সাক্ষী নং- ৭

এ সভায় ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে গ্রুপের সভার জন্য একটি জায়গার ব্যবস্থা করতে বলেন।

২৪। ঐ একই মাসে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬) ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান গ্রুপের জন্য আর্থিক সহায়তা লাভের আরেকটি উৎস বের করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১১নং সাক্ষী মুহাম্মদ মোহসিন যিনি ছিলেন ১০নং আসামী রুহুল কুদ্দুসের খালাত ভাই। ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান গ্রুপের সাহায্যে অর্থ প্রদান করার জন্য তাকে বলেন। এরূপ কথাবার্তার পরে ১১ নং সাক্ষী মোহসিন যখন ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের বসার ঘর থেকে বের হয়ে আসছিলেন তখন ৪নং আসামী সুলতান তাকে বলেন যে, ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা মোতাবেক তিনি যেন 'মুরাদ'- এর (মুরাদ স্টুয়ার্ট মুজিবের ছদ্ম নাম) নিকট টাকা দেন। ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব ১১নং সাক্ষী মোহসিনের নিকট থেকে দুই কিস্তিতে ৭০০ টাকা গ্রহণ করেন।

২৫। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের পরামর্শানুয়ায়ী ৬নং আসামী এ.এফ. রহমান তার স্ত্রীর মালিকানাধীন পেট্রোল পাম্পে ৮নং আসামী সামাদকে ম্যানেজার পদে চাকরি প্রদান করেন। এ পেট্রোল পাম্পটির অবস্থান ঢাকাস্থ ভারতীয় সহকারী রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের কাছে। এ পেট্রোল পাম্পের নাম গ্রিণভিউ পেট্রোল পাম্প। ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ৬নং আসামী এ.এফ. রহমানের মাধ্যমে গ্রুপের সদস্যদের লিয়াজো রাখা হতো। ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তারা পেট্রোল নেবার অজুহাতে ঐ পাম্পে সব সময় যাতায়াত করতেন।

২৬। ১৯৬৬ সালের ৪ঠা মার্চ ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে একটি চিঠি লিখে জানান যে, সে যেন ৪নং সাক্ষী কে.জি. এর কাছে ঢাকাস্থ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ সংস্থার কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার কথা বলেন। তিনি চিঠিতে ৩নং সাক্ষী আমীর

Dhaka University Institutional Repository

হোসেনকে আরও নির্দেশ দেন যে, সে যেন চতুর্দিকে আঙ্গিনাসহ একটি বাড়ী ভাড়া করে রাখে যেখানে ভারত থেকে পাওয়া অস্ত্র-শস্ত্র রাখা হবে।

২৭। একই মাসে (মার্চের প্রথম দিকে, ১৯৬৬) ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ঢাকার মহাখালীতে একটি সভা আহবান করেন।

যেখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। সামাদ, আসামী নং- ৮

২। মুজিব, কেরানী, আসামী নং- ১৫

৩। এম.এ. বাজ্জাক, আসামী নং- ১৬

৪। সার্জেন্ট জহুরুল হক, আসামী নং- ১৭

৫। আশরাফ আলী, সাক্ষী নং- ৯ এবং

৬। ইউসুফ, সাক্ষী নং- ১০।

ঐ সভায় উপস্থিত আরও কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১। এল.এ.সি.এম. এ নওয়াজ

২। এল.এ.সি.জেড. এ চৌধুরী এবং

৩। সার্জেন্ট মিয়া, পি.এ. এফ।

(তদন্ত চলাকালীন সময়ে এসকল ব্যক্তির পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।)

Dhaka University Institutional Repository

সভায় এ বিষয়ে খুবই জোর দেয়া হয়েছে যে, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির একমাত্র পথ হচ্ছে সামরিক বিদ্রোহ। এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, ভারত সরকার তাদেরকে অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করবে।

২৮। ১৯৬৬ সালের ১২ মার্চ ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ষড়যন্তকারীদের একটি সভা আহবান করেন। দিনটি ছিল শনিবার। ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের জন্য এ দিনটিই সবচেয়ে সুবিধাজনক। কারণ চাকরিস্থল থেকে ছুটি না নিয়েই তিনি সপ্তাহান্তে ঢাকায় গিয়ে সভায় যোগদান করতে পারেন। প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ মিঃ তাজউদ্দিনের বাসা নং-৬১৭, রোড নং- ১৮, ধানমন্ডি, ঢাকাতে সভা শুরু হয়। মিঃ তাজউদ্দিন ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের একজন ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন। তিনি এ সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভালভাবেই জানতেন। কিন্তু তিনি নিজে এ সভায় উপস্থিত থাকেননি। এ সভায় অংশ গ্রহণকারীদের ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান একটি বাসস্ট্যান্ড থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পুর্বোক্ত বাড়িতে যান। সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১। শেখ মুজিবুর রহমান, আসামী নং- ১

২। মোয়াজ্জেম, আসামী নং- ২

৩। স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং- ৩

৪। রুহুল কুদ্দুস, আসামী নং- ১০ এবং

৫। আমীর হোসেন, সাক্ষী নং- ৩।

এ সভায় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম আশা প্রকাশ করে বলেন যে, 'ডি' দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনগণ তাদের সঙ্গে থাকবে। সভায়

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণকারী সকলেই এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের প্রতিটি সদস্য যেদিন অস্ত্রসজ্জিত হবে এবং প্রশিক্ষণ পাবে সেদিনেই চূড়ান্ত সময় উপস্থিত হবে। এ সভায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র প্রদান সংক্রান্ত আলোচনা করার জন্য তাদের একটি প্রতিনিধি দল ভারতে পাঠানোর আয়োজন করা হয়।

২৯। এর অল্প কয়েক দিন পরে ৯নং সাক্ষী আশরাফ আলী পূর্ব পাকিস্তানের একটি সেনানিবাসের একটি স্কেচ ৩নং আসামী আমীর হোসেনের কাছে প্রদান করেন।

৩০। ১৯৬৬ সালের ১৯শে মার্চ ২নং আসামী মোয়াজ্জেম চিঠির মারফত ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে জানান যে, সে যেন ৬নং আসামী এ.এফ.রহমানকে টেলিফোনে জানিয়ে দেয় যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে ঢাকায় স্থানান্তরের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে আরও জানান যে, ৫নং আসামী নূর মোহাম্মদ কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকা যাচ্ছে এবং সে তাকে (আমীর হোসেনকে) পশ্চিমাঞ্চলের কাজকর্ম সম্পর্কে খবরাখবর জানাবে। একই চিঠিতে তিনি ছদ্ম ভাষায় লিখেছেন যে, তিনি তার চাকর শফির (আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি) মাধ্যমে তার (আমীর হোসেনের) কাছে একটি ছোট্ট অস্ত্র পাঠাবে এবং ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন যেন অস্ত্র-শস্ত্র কেনার জন্য আরও বেশি পরিমাণে অর্থ সংস্থানে মনোনিবেশ করে।

৩১। এর প্রায় এক সপ্তাহ পরে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম, ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের নিকট আরেকটি চিঠি লিখে ৬নং আসামী, এ.এফ.

Dhaka University Institutional Repository

রহমানের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ব্যাংক ড্রাফট করে তার নিকট পাঠাতে বলেন। যথানির্দেশে, ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ৬নং আসামী এ.এফ. রহমানের কাছ থেকে নগদ ৫,৫০০ টাকা গ্রহণ করেন। এ থেকে ৫০০০ টাকা ১৯৬৬ সালের ৩১ মার্চ ব্যাংক ড্রাফট করে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট পাঠান এবং বাকী ৫০০ টাকা আমীর হোসেন তার নিজের কাছে খরচের জন্য রাখেন।

৩২। ১৯৬৬ সালের ৩ এপ্রিল ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব এবং ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাড়িতে যান এবং ছোট ছোট অস্ত্র ক্রয়ের জন্য আরও টাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব ২নং আসামী মোয়াজ্জেম কর্তৃক মনোনীত হয়েছিল ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট থেকে গ্রুপের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে। ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান তখন ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিবের নিকট নগদ ৪,০০০ টাকা প্রদান করেন এবং ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব আবার ঐ টাকা ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে প্রদান করেন।

৩৩। এর পরের দিন ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে একটি চিঠি পান যাতে ছদ্ম ভাষায় আরও বেশি পরিমাণ টাকার জরুরী প্রয়োজনের কথা লেখা ছিল। ফলে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিবকে ১০নং আসামী রুহুল কুদ্দুসের নিকট পাঠান আরও টাকার জন্য। ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব ১০নং আসামী রুহুল কুদ্দুসের কাছ থেকে ২০০০ টাকা সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

করেন এবং তা ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের নিকট প্রদান করেন। অতপর ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিবকে ৬,০০০ টাকা দিয়ে চট্টগ্রাম পাঠান এবং চট্টগ্রাম থেকে ঐ টাকা ব্যবসায়ীদের জাহাজের মাধ্যমে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বলেন।

৩৪। প্রায় একই দিনে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন গ্রুপের জন্য ১০৭, দীননাথ সেন রোড, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা এ ঠিকানায় একটি বাড়ি ভাড়া করেন। এ বাড়ীতে যে টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হয় তার নম্বর- ৮২৪৫২।

৩৫। ১৯৬৬ সালের ৬ এপ্রিল ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের কাছে একটি চিঠি লেখেন। এ চিঠির সঙ্গে কয়েক দিন আগে তার কাছে ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পাঠানো টাকার একনলেজমেন্ট রসিদও ছিল। এ চিঠিতে তিনি ছদ্ম ভাষায় তাদের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও অন্যান্য জিনিসপত্র প্রয়োজন তার কথা লেখেন এবং ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে একটি বাজেট তৈরি করতে বলেন। কিন্তু ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত না থাকার কারণে তিনি স্থির করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান বাজেট না চান ততদিন তিনি কোনো বাজেট করবেন না।

৩৬। এরপরই ১৯৬৬ সালের ৮ এপ্রিল ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট থেকে আরেকটি চিঠি পান যাতে তুষারকে (৬নং আসামী এ.এফ.রহমানের ছদ্ম নাম) জানাতে বলেন যে, তিনি ১৯৬৬ সালের ২২ এপ্রিল স্থানান্তরিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭। ঐ একই মাসে (এপ্রিল, ১৯৬৬) ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান তার ধানমন্ডির বাড়িতে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীকে ডেকে পাঠান। মানিক চৌধুরী সেখানে গিয়ে দেখেন যে, ৪নং আসামী সুলতান সেখানে আগেই উপস্থিত হয়েছে। ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীকে ৪নং আসামী সুলতানের নিকট টাকা দিতে বলেন। এর তিন/চারদিন পরে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ৪১, রামজয় মহাজন লেন, চট্টগ্রাম এ ঠিকানায় তার বাসায় ৪নং আসামী সুলতানকে ডেকে পাঠান এবং ষড়যন্ত্রকে সফল করার জন্য তার কাছে ১৫০০ টাকা প্রদান করেন।

৩৮। একই মাসে (এপ্রিল ১৯৬৬) ১১নং সাক্ষী মোহসিনকে ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান তার ঢাকাস্থ ধানমন্ডির বাসভবনে ডেকে পাঠান এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও গোপনীয়তার সঙ্গে বলেন যে, তিনি বর্তমান ও প্রাক্তন সৈনিকদের সহ একটি বিপ্লবী গ্রুপ গঠন করছেন। তিনি যেন তার এ গ্রুপ পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

৩৯। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ কিংবা মে মাসের শুরুর দিকে কোনো এক সময় চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হবার পর ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের সঙ্গে ঢাকাস্থ গেণ্ডারিয়ার ১০৭, দীননাথ সেন রোডে তার বাসায় দেখা করেন। দুজনের মধ্যে সেখানে গ্রুপের পক্ষ থেকে টাকা পয়সা সংগ্রহ এবং গ্রুপের কাজকর্মের খরচ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে গ্রুপের নামে যে বিরাট অংকের অর্থ খরচের হিসাব দেখা যায়। তাকে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম

Dhaka University Institutional Repository

সঠিক বলে মেনে নিতে পারেননি। ফলে ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন এবং ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়।

৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। ঐ দিন সন্ধ্যায়ই ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন ডঃ খালেকের বাড়িতে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট নগদ ৮,০০০ টাকা, দুটি ক্যাশ বই এবং হিসাবের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য কাগজপত্র হস্তান্তর করেন। ডঃ খালেকের বাড়ির ঠিকানা ঃ রোড নং- ২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা এবং এ বাড়িতেই তখন ২নং আসামী মোয়াজ্জেম অবস্থান করছিলেন। ঐ বাড়িটির নাম 'আলেয়া'। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম তখন ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনকে তার দীননাথ সেনের বাসা ভাড়া মিটাবার জন্য ১৫০০ টাকা প্রদান করেন। এরপর ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেন এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

৪০। ১৯৬৬ সালের ১০ই মে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামের নৌঘাটিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সেখানে নিয়োগ পাবার পরই তিনি গ্রুপের একটি সভা আহবান করেন। এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের 'আউটার হাউস' এ। সাইদুর রহমান এ বাড়িটি গ্রুপের সভাস্থল হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। এ 'আউটার হাউস' চট্টগ্রামের এনায়েত হোসেন মার্কেট এলাকায় অবস্থিত।

এ সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১। মোয়াজ্জেম, আসামী নং- ২

Dhaka University Institutional Repository

২। স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং- ৩

৩। সুলতান, আসামী নং- ৪

৪। মানিক চৌধুরী, আসামী নং- ১২

৫। মুহাম্মদ খুরশীদ, আসামী নং- ১৮ এবং

৬। সাইদুর রহমান, সাক্ষী নং- ৭

১২ নং আসামী মানিক চৌধুরী এবং ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান এ সভার কার্যবিবরণীর বহির্ভূত ছিলেন।

৪১। ১৯৬৬ সালের ৬ মে, ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যকলাপের দায়ে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনের অধীনে গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পরই তাকে ডিটেনশন দেয়া হয় এবং এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার কারণে তাকে জেলে পাঠানো হয়। পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে ডিটেনশন খাটার সময়ও অন্যান্য কতিপয় মামলায় তার বিচার হয়।

৪২। ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বোক্ত গ্রেফতার বরণের পরে তিনি যে রাজনৈতিক দলের সদস্য সেই দল তার বাসভবনে ১৯৬৬ সালের ২০ মে একটি জরুরী সভার আয়োজন করে। ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এ সভায় যোগদান করার জন্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যান। সভায় যোগদান করার পূর্বে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে নিয়ে ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিঃ পি. এন.

Dhaka University Institutional Repository

ওঝার অফিসে যান। মিঃ পি. এন. ওঝা সাইদুর রহমানের পরিচয় ইত্যাদি লিখে রাখেন এবং পরে আবার মাঝে মাঝে ওখানে যাবার জন্য বলেন। ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান সেখান থেকে বের হয়ে আসার পরও ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী অনেকক্ষণ সেখানে অবস্থান করেন।

৪৩। ১৯৬৬ সালের ২০ ও ২১ মে'র মধ্যবর্তী রাতে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কতিপয় কার্যকলাপের দায়ে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে চট্টগ্রামে গ্রেফতার হন।

৪৪। ঐ একই মাসে (মে ১৯৬৬) ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীর গ্রেফতারের পর ২নং আসামী মোয়াজ্জেম পূর্বোক্ত 'আউটার হাউস' এর ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের আরও দুটি সভা আহবান করেন।

এ সভা দুটোতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। মোয়াজ্জেম, আসামী নং- ২

২। স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং- ৩

৩। সুলতান, আসামী নং- ৪

৪। খুরশীদ, আসামী নং- ১৮ এবং

৫। সাইদুর রহমান, সাক্ষী নং- ৭

Dhaka University Institutional Repository

এ সভা সমূহে গ্রুপের বিভিন্ন সদস্যের কাজ ভাগ করে দেয়া হয় এবং কোন পদ্ধতিতে কাজ করলে সাফল্য নিশ্চিত সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর ও চট্টগ্রাম সেনানিবাস এবং চট্টগ্রাম নৌঘাটির ম্যাপ মূল্যায়ন করা হয় এবং আরও বেশি অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়া হয়।

৪৫। ঐ একই মাসে (মে, ১৯৬৬) চট্টগ্রামে পি.আই.এর জেলা ম্যানেজার ১২নং সাক্ষী মিঃ এম.এম. রমিজ ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের সংস্পর্শে আসেন এবং ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

৪৬। ১২নং সাক্ষী রমিজের পরই ষড়যন্ত্রকারীদের দলে যোগ দেন ১৯নং আসামী মিঃ কে.এম. শামসুর রহমান সি.এস.পি। তিনি তখন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

৪৭। ঐ একই মাসে (মে, ১৯৬৬) ৯নং সাক্ষী আশরাফ আলী এবং ৮নং আসামী সামাদ ১০০/৩, আজিমপুর রোড, ঢাকা এ ঠিকানায় গ্রুপের খরচে 'সিটি' নামে একটি বাড়ি ভাড়া করেন। এরপর ঐ দুই ব্যক্তি তাদের পূর্ববর্তী আবাসস্থল ৩নং সাক্ষী আমীর হোসেনের বাড়ি থেকে এ নতুন ভাড়া নেয়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হন।

৪৮। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির তার বাসায় ১২নং সাক্ষী রমিজকে একটি ডায়েরি, একটি নোট বুক এবং একটি ফোল্ডার দিয়ে সেগুলো পড়তে

Dhaka University Institutional Repository

বলেন। এ সমস্ত প্রমাণপত্রে প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের রূপ ও উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বলা ছিল। এতে বলা হয় যে, সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে নেয়া হবে। শিল্প-কল-কারখানা জাতীয়করণ করা হবে এবং মুদ্রার পরিবর্তে কুপন পদ্ধতি চালু করা হবে। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম তাকে নতুন রাষ্ট্রের সবুজ ও গোলাপী রংয়ের পতাকাও দেখিয়েছেন।

৪৯। এরপর ঐ মাসেই (জুন ১৯৬৬) ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২নং সাক্ষী রমিজের বাসায় পি.আই.এ হাউস-৬০, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম এ ঠিকানায় একটি সভা আহবান করেন।

সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। মোয়াজ্জেম, আসামী নং- ২

২। স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং- ৩

৩। খুরশীদ, আসামী নং- ১৮

৪। রিসালদার শামসুল হক, এ.সি. আসামী নং- ২০

৫। হাবিলদার আজিজুল হক, এস,এস,জি, আসামী নং- ২১ এবং

৬। রমিজ, সাক্ষী নং- ১২

এ সভার উদ্দেশ্য ছিল গ্রুপের প্রথম সারির কর্মীদের সঙ্গে রমিজকে পরিচয় করিয়ে দেয়া। উপরে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা ছাড়াও ঐ সভায় আরও অনেক কর্মী উপস্থিত ছিল। কিন্তু তাদের পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৫০। ঐ মাসেরই শেষ দিকে (জুন ১৯৬৬) ২নং আসামী মোয়াজ্জেম তার বাসা নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রামে একটি সভা আহবান করেন।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১। মোয়াজ্জেম, আসামী নং- ২

২। স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং- ৩

৩। সুলতান, আসামী নং- ৪

৪। সুবেদার রাজ্জাক, আসামী নং- ১৪

৫। জহুরুল হক, আসামী নং- ১৭

৬। খুরশীদ, আসামী নং- ১৮

৭। রিসালদার শামসুল হক, আসামী নং- ২০

৮। আশরাফ আলী, সাক্ষী নং- ৯ এবং

৯। ইউসুফ, সাক্ষী নং- ১০

(সভায় আরও একজন উপস্থিত ছিল যার নাম দেয়া হয়েছিল সার্জেন্ট শফি। কিন্তু তার পরিচয় উদঘাটন করা যায়নি।)

সভায় ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম সবাইকে তার ডায়েরি এবং নোট বুক দেখান যাতে 'বাংলাদশ' নামে প্রস্তাবিত নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান দিকগুলো লিপিবদ্ধ ছিল। প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকাও সেখানে দেখানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫১. ১৯৬৬ সালের জুন/জুলাই মাসে ৭ নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যকার ষড়যন্ত্রকারীদের একটি সভা আহ্বান করেন। তার বাসা-কোয়ার্টার নং-২৫/৩ আবিসিনিয়া লাইন, করাচি এ ঠিকানায় আহূত সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ।

১. নূর মোহাম্মদ,আসামী নং -৫

২. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং-৭

৩. এস,এ,সি মাহফুজুল বারী, আসামী নং-২২

৪. মোশারফ,সাক্ষী নং-৫

৫. কর্পোরাল জামাল উদ্দিন আহমেদ, সাক্ষী নং-১৪ এবং

৬. কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম,সাক্ষী নং-১৫ ।

এ সভায়ও অন্যান্য কয়েকজন উপস্থিত ছিল যাদের পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি। সভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ৫ নং আসামী নূর মোহম্মদের উপস্থিতি। কারণ, তিনি এসেছিলেন নৌবাহিনী থেকে। ৭ নং আসামী মাহফিজ উল্লাহর অনুরোধে ঢাকা থেকে সদ্য প্রত্যাগত ১৪ নং সাক্ষী কর্পোরাল জামাল এ সভায় উপস্থিত সদস্যদের সামনে পূর্ব-পাকিস্তানে ষড়যন্ত্রকারীদের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন এবং উল্লেখ করেন যে, ১নং আসামী শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তা তাদের ভূমিকা আরও সক্রিয় করে তুলেছেন। ১৫নং সাক্ষী সিরাজ তখন ছুটিতে যাচ্ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে । ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ তাকে বলেন যে, তিনি যেন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য প্রথমে ঢাকাস্থ

Dhaka University Institutional Repository

পি. এ. এফ. স্টেশনে ১১নং আসামী ফজলুল হক এবং ২৩নং আসামী সার্জেন্ট শামসুল হক পি. এ. এফ. এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

৫২. ১৯৬৬ সালের জুন/জুলাই মাসের কোনো এক সময় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং ১২নং সাক্ষী রমিজ কুমিল্লা সফর করার আয়োজন করেন। তাই ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিবকে পূর্বেই কুমিল্লা পাঠানো হয় এ খবরটি মেজর (তৎকালীন ক্যাপ্টেন) ২৪নং আসামী শামসুল আলম এ. এম, সি-কে পৌছাবার জন্য। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং ১২নং সাক্ষী রমিজ মোয়াজ্জেম গাড়িতে, হিলম্যান আই, এম, পি, নং-৯৫৯১, করে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। তারা ২৪নং আসামী শামসুল আলমের কুমিল্লা শহরস্থ বাসভবনে যান এবং সেখানে বালুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল মোতালিবের সাক্ষাৎ পান । ২৪নং আসামী শামসুল আলম কুমিল্লার সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালনের কথা বলেছিলেন । তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছিলেন যে, পরিকল্পনা কার্যকরী করার সময় সামরিক ইউনিট সমূহের অস্ত্র ভান্ডার গুলো না দখল করে ফেলে তাদের যুদ্ধ করার সামর্থ্যকে অচল করে দিতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি দক্ষ জনশক্তির অনুভব করেন। তিনি শামসুল আলমকে চাকুরিরত ও প্রাক্তন সৈনিকদের সঙ্গে তার যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে বলেন । ২৫ নং আসামী মোতালিব বলেন যে, তিনি পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর একজন সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত ছিলেন । পরে তাদের পাঁচ জনকে একটি গাড়িতে করে কুমিল্লা সেনানিবাসে ২৬নং আসামী মোহাম্মদ শওকত আলী মিয়া এ. ও. সি-এর বাসায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে তাদের সঙ্গে ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিবও যোগ দেন। ২৬নং আসামী শওকত ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে

Dhaka University Institutional Repository

জানান যে, তিনি ঢাকাতে ১৩নং সাক্ষী ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আবদুল আলীম ভূঁইয়া এ. ও. সি এবং ২৭নং আসামী ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা এ. ও. সি-র সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং ঐ 'দু'জন অফিসারই সংগঠন সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে চেয়েছেন। এমতাবস্থায় ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম কথা দেন যে, অবিলম্বে ঢাকাতে একটা সভা আহ্বান করা হবে।

৫৩. একই মাসে, (জুলাই ১৯৬৬) ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের সঙ্গে চট্টগ্রামের এক বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের কাছে প্রকাশ করেন যে, ১২ নং আসামী মানিক চৌধুরী গ্রেফতারের আগেই অস্ত্র-শস্ত্রের সংগ্রহের জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের ফার্স্ট সেক্রেটারির কাছে প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্রের একটি তালিকা পৌঁছে দেবার কথা। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এরপর ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি মিঃ পি. এন. ওঝাকে চেনেন কিনা ? ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান এ প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক জবাব দেন । ফলে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম তাকে অনুরোধ করেন, মিঃ পি. এন. ওঝার কাছে। অস্ত্র-শস্ত্রের একটি তালিকা দেবার জন্য। ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে তার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে ঐ কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন ।

৫৪. অল্প কয়েক দিন পরে একদিন সকাল বেলা মিঃ পি.এন. ওঝা ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের চট্টগ্রামের বাসভবনে এসে হাজির হন এবং অনুযোগের ভাষায় তাকে বলেন যে, তার অনুরোধ সত্ত্বেও সে (৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান) তার ঢাকাস্থ অফিসে দেখা করেননি । তখন সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

বসেই ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান মিঃ পি. এন. ওঝাকে অস্ত্র-শস্ত্রের তালিকা সংক্রান্ত ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের দেওয়া সংবাদটি জ্ঞাপন করান ।

৫৫. পরের দিন মিঃ ওঝার নির্দেশমত ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট থেকে পূর্বোক্ত অস্ত্র-শস্ত্রের তালিকাটি সংগ্রহ করেন এবং তা চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে মিঃ পি. এন. ওঝার কাছে হস্তান্তর করেন । সে সময় মিঃ পি. এন. ওঝা ঢাকাতে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে একটি কোড শব্দ প্রদান করেন এবং ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে ঢাকায় তার সঙ্গে দেখা করতে বলার জন্য ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে বলেন ।

৫৬। এর কয়েকদিন পরে ২ নং আসামী মোয়াজ্জেম ৭ নং সাক্ষী সাইদুর রহমানের মাধ্যমে ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের বাসভবনে মিঃ পি.এন.ওঝার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের আয়োজন করেন। সেখানে পি.এন. ওঝা ২নং আসমী মোয়াজ্জেমকে আশ্বাস দেন যে, তিনি তার (২নং আসামী মোয়াজ্জেমের) প্রদত্ত অস্ত্রের তালিকা ভারত সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠাবেন। এবং তিনি সাময়িকভাবে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে অর্থ সরবরাহ করতে অপারগ বলে জানান।

৫৭। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের কোনো এক সময় ২৬নং আসামী শওকত ঢাকা সফর করেন এবং ১৩নং সাক্ষী আলীমের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

অর্ডিন্যান্স মেসে অবস্থান করেন। ঐ সন্ধ্যায়ই ২নং আসামী মোয়াজ্জেম পূর্বোক্ত মেসে ১৩নং সাক্ষী আলীম এবং ২৬নং আসামী শওকতের সঙ্গে দেখা করেন । ঐখানে ২নং আসামী ঘোষণা করেন যে, আগামী কাল সকালে ১২নং সাক্ষী রমিজের মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের বাসায় তিনি একটি সভা আহ্বান করেছেন ।

এ সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেনঃ-

১. মোয়াজ্জেম, আসামী নং -২

২. স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং-৩

৩. সুলতান, আসামী নং-৪

৪. নাজমুল হুদা, আসামী নং-২৭

৫. শওকত, আসামী নং-২৬ এবং

৬. আলীম,সাক্ষী নং- ১৩।

এ সভায় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্রকারীকে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা সম্বলিত একটি ডায়েরি এবং একটি নোট বুক দেখান। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এতে দাবি করেন যে, তিনি ষড়যন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য ইতোমধ্যেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। সভায় তিনি এ আশা ব্যক্ত করেন যে, উপস্থিত সদস্যরা যশোর এবং রংপুর অঞ্চলে কাজ পরিচালনার জন্য গ্রুপে আরও কিছু সামরিক অফিসার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করবেন। তিনি দাবি করেন যে, চট্টগ্রামের কাজ সমাধা করার জন্য ২৮নং আসামী ক্যাপ্টেন এ.এন.এম. নূরুজ্জামান এবং তার নিজস্ব নৌবাহিনীই যথেষ্ট ।

Dhaka University Institutional Repository

২৫নং আসামী মোতালেব এবং ২৪নং আসামী শামসুল আলম কুমিল্লায় যেভাবে কাজ করেছেন ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এ সভায় তার প্রশংসা করেন।

৫৮। ঐ একই মাসে (আগস্ট ১৯৬৬) ২৭নং আসামী নামজুল হুদা, ২৪নং আসামী শামসুল আলম, ১৩নং সাক্ষী আলীম এবং ২৬নং আসামী শওকত দাউদকান্দি রেস্ট হাউসে মিলিত হন। তারা উপলব্ধি করেন যে, ষড়যন্ত্রকারীদের নেতৃত্ব কয়েকজন প্রবীণ (সিনিয়র) সামরিক অফিসারের উপর অর্পিত হওয়া উচিত। তারা স্থির করলেন যে, তারা ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের কাছ থেকে গ্রুপের সংগঠনের সংখ্যা ও পরিচয় জেনে নিবেন।

৫৯। ঐ একই মাসে (আগস্ট ১৯৬৬) ২নং আসামী মোয়াজ্জেম গ্রুপের তহবিল থেকে গ্রুপের কাজের সুবিধার্থে একটি গাড়ি কিনতে সাহায্য করার জন্য ১২নং সাক্ষী রমিজকে ৫০০০ টাকা প্রদান করেন।

৬০। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক সময় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২নং সাক্ষী রমিজের মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের ১২-৮/৮নং ফ্লাটে একটি সভা আহবান করেন।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন ঃ-

১। মোয়াজ্জেম, আসামী নং- ২

২। স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং- ৩

Dhaka University Institutional Repository

৩। সুলতান, আসামী নং- ৪

৪। শামসুর রহমান, আসামী নং- ১৯

৫। শামসুল আলম, আসামী নং- ২৪

৬। মোতালেব, আসামী নং- ২৫

৭। নাজমুল হুদা, আসামী নং- ২৭

৮। রমিজ, সাক্ষী নং- ১২ এবং

৯। আলীম, সাক্ষী নং- ১৩।

401591

এ সভায় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের চাহিদা অনুযায়ী অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তিনি ২৫নং আসামী মোতালেবকে বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে বলেন যে, প্রাক্তন সৈনিকদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিত করতে হবে এবং তাদেরকে নানা ধরনের অস্ত্র-শস্ত্রের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম বিভিন্ন সেক্টরের সেক্টর কমান্ডারদের আর্থিক প্রয়োজনের বিষয়টি নোট করে নেন। ২৭নং আসামী নাজমুল হুদা, ২৪নং আসামী শামসুল আলম এবং ১৩নং সাক্ষী আলীম সভার কার্যবিবরণীতে হস্তক্ষেপ করে প্রস্তাব করেন যে, নেতৃত্ব কয়েকজন প্রবীণ (সিনিয়র) সামরিক অফিসারের উপর ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। ১৯নং আসামী শামসুর রহমান এ বিষয়ক আলোচনা সংক্ষিপ্ত করে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বলেন। ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ঘোষণা করেন যে, স্বাধীনতা লাভের পরই দেশে সামরিক আইন জারী করা হবে এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১২নং সাক্ষী রমিজ মত প্রকাশ করে বলেন যে, সামরিক অভ্যুত্থান চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা হবে পি.আই.এ এবং পি.এ.এফ, -এর বিমান এবং রেডিওর মাধ্যমে। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন এ মত ব্যক্ত করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে যে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানী রয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানের সময় যে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী বন্দী হবে তাদেরকে বিনিময় করা হবে।

৬১। ঐ একই মাসে (সেপ্টেম্বর ১৯৬৬) ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান দ্বিতীয় বারের মত ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিঃ পি.এন. ওঝার মধ্যে পূর্বোক্ত বাড়িতে বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। মিঃ পি.এন. ওঝা ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে বলেন যে, ভারত সরকার ষড়যন্ত্রকারীদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে এবং তিনি ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের তারিখ যথাসময়ে জানানো হবে বলে আশ্বাস দেন।

৬২। ১৯৬৬ সালের অক্টোবরে ১৯নং আসামী শামসুর রহমানের পরামর্শে গ্রুপের প্রতি প্রবীণ সামরিক অফিসারদের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য ২নং আসামী মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামে তার বাসা 'এ্যাংকরেজ'-এ এক সভা আহবান করেন। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী এ সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ এ সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। মোয়াজ্জেম, আসামী নং- ২

২। শামসুর রহমান, আসামী নং- ১৯

৩। রমিজ, সাক্ষী নং- ১২

সভায় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্রের প্রধান প্রধান দিকগুলো উল্লেখ করেন। এখানে তিনি একথাও প্রকাশ করেন যে, ভারতের সঙ্গে তিনি একটি চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন। ('A gentlement's agreement') যার শর্ত অনুযায়ী তারা স্বাধীনতা ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সীমা অতিক্রম করবে না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের যে কোনো বাধা বা হস্তক্ষেপকে তারা সমুদ্র ও আকাশ পথে বাধা প্রদান করে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বিদ্রোহকে সমর্থন করবে। কর্নেল (অবঃ) এম.এ.জি. ওসমানী কথা-বার্তাগুলো কেবল শুনেছিলেনই।

৬৩। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং মিঃ পি.এন. ওঝার মধ্যে ঢাকাস্থ ধানমন্ডির পূর্বোক্ত বাড়িতে তৃতীয় বারের মত একটি সভার আয়োজন করেন। এ সভায় মিঃ পি.এন. ওঝা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, ভারতের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের কারণে অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করার তারিখ নির্ধারণ করা যায়নি। মিঃ ওঝা ষড়যন্ত্রকারীদেরকে অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য ভারতের সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার উপদেশ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬৪। ঐ একই মাসে (অক্টোবর ১৯৬৬) ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব ১১নং সাক্ষী মোহসিনের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য বলেন। ১১নং সাক্ষী মোহসিন তাকে ২০০০ টাকা দেন। ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব বলেন যে, অস্ত্র-শস্ত্র এবং গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য তিন/চার লাখ টাকা প্রয়োজন। এতে ১১নং সাক্ষী ভয় পেয়ে ক্ষেপে যান এবং ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিবকে তক্ষুণি তার বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলেন।

৬৫। ১৯৬৭ সালের ২৩ জানুয়ারি কিংবা তার দু'একদিন আগে-পরে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ডিটেনশন আদেশ থেকে মুক্তি পান।

৬৬। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ ঢাকা আসেন এবং গ্রুপভুক্ত বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাস্থ আওলাদ হোসেন মার্কেটে ১৬নং আসামী এম.এ. রাজ্জাকের দোকানে।

নিম্নোক্তরা এ সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং- ৭

২। এম.এ. রাজ্জাক, আসামী নং- ১৬

৩। সার্জেন্ট শামসুল হক, আসামী নং- ২৩ এবং

৪। সিরাজ, সাক্ষী নং- ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

সভায় আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন যাদের পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি। ষড়যন্ত্রকারীদের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এ সভার আলোচ্য বিষয়।

৬৭। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের চাকরি পূর্ব পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্তৃপক্ষের অধীনে স্থানান্তর করা হয় এবং তাকে বরিশালে পোস্টিং দেয়া হয়।

৬৮। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ১৫নং সাক্ষী সিরাজ এবং ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ উভয়েই করাচিতে ফিরে আসেন।

৬৯। ঐ একই মাসে (মার্চ ১৯৬৭) ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে মিঃ পি.এন.ওঝার ঢাকাস্থ বাসভবনে তার সঙ্গে চতুর্থ বৈঠকের আয়োজন করেন। তিনি তাদেরকে জানান যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের তারিখ নির্ধারিত হবে না। মিঃ ওঝা তাদের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। সভায় শেষে মিঃ পি.এন. ওঝা তাদেরকে নগদ ৫০০০ টাকা প্রদান করেন।

৭০। ১৯৬৭ সালের ৩১ মার্চ ২নং আসামী মোয়াজ্জেম, ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ও ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে পি.এন. ওঝার সঙ্গে তার ঢাকাস্থ বাসভবনে পঞ্চমবারের মত সাক্ষাৎ করেন। এ সভায় মিঃ পি.এন.ওঝা বলেন যে, ভারত সরকার মনে করে যে, অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করার আগে ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের প্রতিনিধিদের

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় কর্মকর্তার একটি বৈঠক হওয়া প্রয়োজন। মিঃ পি.এন. ওঝা ঐ বৈঠকের স্থান হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত থেকে অনতিদূরে ভারতের আগরতলার কথা বলেন। তিনি ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের তিনজন প্রতিনিধির নাম প্রস্তাব করতে বলেন। এ সভার পর মিঃ ওঝা তাদেরকে ১০,০০০ টাকা প্রদান করেন।

৭১। ঐ একই মাসে (মার্চ ১৯৬৭) ২নং আসামী মোয়াজ্জেম, ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব এবং ১২নং সাক্ষী রমিজ ঢাকার মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের ১২নং সাক্ষী রমিজের বাসভবনে মিলিত হন। সেখানে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২নং সাক্ষী রমিজকে বলেন যে, তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ টাকা রয়েছে যা পি.এন. ওঝার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য হিসেবে পাওয়া গেছে। তিনি আরও বলেন যে, তারা ১০নং আসামী রুহুল কুদ্দুস এবং ৬নং আসামী এ.এফ.রহমানের নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছে। এ সভায় ষড়যন্ত্রকারীরা সভা অনুষ্ঠান এবং সার্বক্ষণিক কর্মীদের থাকার জন্য আরেকটি বাড়ি ভাড়া করার কথা স্থির করেন। ষড়যন্ত্রকারীদের কার্যকলাপ গোপন রাখার জন্য একটি লোক দেখানো ব্যবসা খোলার বিষয়ও এখানে স্থির করা হয়। ১২নং সাক্ষী রমিজ এ ধরনের একটি ব্যবসা চালু করতে সাহায্য করার জন্য ১৬নং আসামী, তার বন্ধু আবু শামস লুৎফুল হুদার নাম প্রস্তাব করেন।

৭২। ঐ একই মাসে (মার্চ ১৯৬৭) আরেকটি গ্রুপ সভা অনুষ্ঠিত হয় পূর্বোক্ত ফ্ল্যাটেই।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নোক্তরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। মোয়াজ্জেম, আসামী নং- ২

২। স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং- ৩

৩। সামাদ, আসামী নং- ৮

৪। শামসুর রহমান, আসামী নং- ১৯

৫। মোতালেব, আসামী নং- ২৫

৬। রমিজ, সাক্ষী নং- ১২ এবং

৭। লুৎফুল হুদা, সাক্ষী নং- ১৬।

সভায় একটি ট্রান্সমিটার সেট সংগ্রহ করা এবং ট্রান্সমিটার অপারেটারদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়। এখানে আরও একটি বিষয় স্থির করা হয় যে, গ্রুপের কার্যকলাপ ঢাকা দেবার জন্য যে ব্যবসা চালু করা হচ্ছে সে বাবদ ১২নং সাক্ষী রমিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি বড় অঙ্কের টাকা আলাদা করে রাখা হবে।

৭৩। অল্প কয়েক দিন পরেই (মার্চ ১৯৬৭) ১২নং সাক্ষী রমিজ ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নিকট থেকে ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিবের মাধ্যমে ২৫,০০০ টাকা গ্রহণ করেন। এ টাকা থেকে ১২নং সাক্ষী রমিজ ব্যবসায়ে খাটানোর জন্য ১৬নং সাক্ষী লুৎফুল হুদাকে ৫০০০ টাকা প্রদান করেন। বাকি ২০,০০০ টাকার মধ্যে ১৮,৬৮৯ টাকা ১২নং সাক্ষী রমিজ ষড়যন্ত্রকারীদের বিবিধ পর্যায়ের কাজে খরচ হিসেবে দেখান।

Dhaka University Institutional Repository

৭৪। ১৯৬৭ সালের ১৪ মার্চ ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব সার্বক্ষণিকভাবে ষড়যন্ত্রমূলক কাজে নিয়োজিত থাকার দায়ে পাকিস্তান নৌবাহিনী থেকে পরিত্যক্ত হন।

৭৫। এর প্রায় পনের দিন পরে (মার্চ ১৯৬৭) ১৯নং আসামী শামসুর রহমান ফরিদপুরের ডেপুটি কমিশনার মিঃ সিদ্দিকুর রহমানের নিকট তার বন্ধু মিঃ মুজিবুর রহমানকে সাহায্য করার জন্য একটি চিঠি লেখেন। ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব ১৬নং সাক্ষী লুৎফুল হুদাসহ ফরিদপুরে যান এবং মিঃ সিদ্দিকুর রহমানের নিকট ঐ চিঠি হস্তান্তর করেন।

৭৬। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকাস্থ গ্রিন স্কোয়ারের ১৩নং বাড়িটি গ্রুপের জন্য ভাড়া নেয়া হয়। ১৯৬৭ সালের ১লা মে এ বাড়িতে ওঠা হয়। নিম্নোক্ত কর্মীগণ সার্বক্ষণিক সেই বাড়িতে থাকতেন।

১। স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং- ৩

২। সামাদ, আসামী নং- ৮

৩। দলিল উদ্দিন, আসামী নং- ৯

৪। প্রাক্তন সুবেদার জালাল উদ্দিন আহমেদ, সাক্ষী নং- ১৭ এবং

৫। মোহাম্মদ গোলাম আহমেদ, সাক্ষী নং- ১৮।

২নং আসামী মোয়াজ্জেম তার হিলম্যান গাড়িটিও গ্রুপের কাজে ব্যবহারের জন্য ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিবের নিয়ন্ত্রণাধীনে ঐ বাড়িতে রাখেন। এ গাড়ির নম্বর 'হিলম্যান' নং- ইবিএ- ৯৫৯১।

Dhaka University Institutional Repository

৭৭। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসের কোনো এক সময় ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ ১৯নং সাক্ষী কর্পোরাল হাই এ.কে.এম.এ.- এর সঙ্গে তার কোয়ার্টার ডোমেস্টিক এরিয়া পি.এ.এফ. কোরাঙ্গী ক্রিক, করাচিতে সাক্ষাৎ করেন। ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ সেখানে ডেকোরেশন পিস হিসাবে একটি নকল হ্যান্ড গ্রেনেড দেখতে পান এবং ১৯নং সাক্ষী হাই সাহেবের নিকট থেকে সেটি নিয়ে আসেন।

৭৮। ১৯৬৭ সালের মে মাসে ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ ২৯নং আসামী সার্জেন্ট জলিলের বাসায় একটি সভা আহবান করেন। এ বাসার ঠিকানা হচ্ছে- ১৪/৪ জি, ক্লেটন কোয়ার্টার্স, করাচি।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন:-

১। মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং- ৭

২। বারী, আসামী নং- ২২

৩। সার্জেন্ট শামসুল হক, আসামী নং- ২৩

৪। সার্জেন্ট আবদুল জলিল, আসামী নং- ২৯

৫। মোহাম্মদ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, আসামী নং- ৩০

৬। শামসুদ্দিন, সাক্ষী নং- ৬

৭। কর্পোরাল জামাল, সাক্ষী নং- ১৪ এবং

৮। সিরাজ, সাক্ষী নং- ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ সভায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত এবং সেখানে গ্রুপের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ২৩নং আসামী সার্জেন্ট শামসুল হক উপস্থিত সবাইকে জানান যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করার বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে রাজী করাতে সফল হয়েছেন। তিনি ঐ সভায় উপস্থিত ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, "ডি" দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনগণ সামরিক অভ্যুত্থানের পক্ষে থাকবে। সভার শেষে ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ তার পকেট থেকে একটি নকল হ্যান্ড গ্রেনেড বের করেন এবং সবার সামনে সেটি নিক্ষেপ করার নিয়ম পদ্ধতি প্রদর্শন করেন। তিনি গ্রুপের সকল সদস্যকেও অনুরূপ ভাবে হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ অনুশীলন করতে বলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ঐ হ্যান্ড গ্রেনেডটি ২৯নং আসামী জলিলের বাসায় রেখে যান। তিনি বলেন যে, তিনি হ্যান্ড গ্রেনেডটি যেভাবে সংগ্রহ করেছেন সেভাবে আরও ছোট ছোট অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করে সেগুলোর ব্যবহারের প্রশিক্ষণ শুরু করবেন।

৭৯। ১৯৬৭ সালের মে মাসের কোন এক সময় ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ ১৫নং স্বাক্ষী সিরাজের কাছে যে, ৬নং আসামী শামসুদ্দিনও তাদের গ্রুপের একজন সদস্য ছিল এবং বিমান বাহিনীর কর্মকর্তারা ৩১নং আসামী লেফটেন্যান্ট এস.এম.এম. রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছেন। ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ করাচিস্থ কাষসায় অফিসার্স কোয়ার্টার্সে ৩১নং আসামী লেফটেন্যান্ট রহমানের বাসায় অনুষ্ঠিত সভায় ৬নং সাক্ষী শামসুদ্দিন এবং ৩০নং আসামী মাহবুব উদ্দিনকে হাজির করানোর জন্য ১৫নং সাক্ষী সিরাজকে নির্দেশ প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮০। একই মাসের (মে, ১৯৬৭) নির্ধারিত দিনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ৩১নং আসামী লেফটেন্যান্ট রহমানের বাসায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১. মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং- ৭

২. লেঃ রহমান, আসামী নং-৩১

৩. মাহবুব উদ্দিন, আসামী নং- ৩০

৪. শামসুদ্দিন সাক্ষী নং -৬ এবং

৫. সিরাজ, সাক্ষী নং -১৫।

এছাড়াও কয়েজন উপস্থিত ছিলেন যাদের পরিচয় উদ্ঘাটন করা যায়নি। সভায় গ্রুপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা হবার পর ৩১নং আসামী লেঃ রহমান উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আরও বেশি সংখ্যক বাঙালি চাকরিরত কিংবা প্রাক্তন সৈনিককে গ্রুপে সংগঠিত করতে হবে এবং তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করার পথ ও পদ্ধতি বের করতে হবে।

৮১। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের শেষ দিকে কোনো একদিন ২নং আসামী মোয়াজ্জেম গ্রুপের জন্য নতুন সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৭নং সাক্ষী জালাল এবং ৮নং আসামী সামাদকে এক সফরে পাঠান। এ সূত্রে উক্ত দুই ব্যক্তি কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং যশোর সফর করেন। তারা খুলনায় প্রাক্তন সুবেদার ৩২নং আসামী এ.কে.এম. তাজুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সে অঞ্চলে গ্রুপের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ

Dhaka University Institutional Repository

খবর নেন। ৩২নং আসামী তাজুল ইসলাম তার সংগৃহীত ষড়যন্ত্রকারীদের-কে ঐ সফরকারী দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

৮২। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের ২য় কিংবা ৩য় সপ্তাহে ৩১নং আসামী লেঃ রহমান পূর্বোক্ত গ্রুপের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তার বাসা-বাংলো নং- ই/১৬, অফিসার্স কোয়ার্টার, কারসায়, করাচিতে এক সভা অনুষ্ঠান করেন।

নিম্নোক্ত ষড়যন্ত্রকারীরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং- ?

২। বারী, আসামী নং- ২২

৩। মাহবুব উদ্দিন, আসামী নং- ৩০

৪। লেঃ রহমান, আসামী নং- ৩১

৫। সার্জেন্ট সামসুদ্দিন, সাক্ষী নং- ৬ এবং

৬। সিরাজ, সাক্ষী নং- ১৫।

আরও অল্প কয়েকজন এ সভায় উপস্থিত ছিলেন যাদেরকে চিহ্নিত করা যায়নি। সভায় ৩১নং আসামী লেঃ রহমান অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জেম গ্রুপে নতুন অন্তর্ভুক্তি বন্ধ রাখার নির্দেশ পাঠিয়েছেন। ৩০নং আসামী মাহবুব উদ্দিন এবং ২২নং আসামী বারির পরামর্শক্রমে ৩১নং আসামী লেঃ রহমান ৬নং সাক্ষী সামসুদ্দিনকে (সে তখন ঢাকায় স্থানান্তর হয়ে যাচ্ছিল) নির্দেশ দেন যে, সে যেন ঢাকায়

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ে ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং জেনে নেয় যে, তিনি (২নং আসামী মোয়াজ্জেম) ঢাকাতে তার (৩১নং আসামী লেঃ রহমানের) উপস্থিতি কামনা করে কিনা ? যদি তা করে তাহলে ৬নং আসামী সামসুদ্দিন যেন তাকে এ মর্মে একটি টেলিগ্রাম পাঠায় যে, 'বঙ্গলু গুরুতর অসুস্থ, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে'। ২২নং আসামী বারি এবং ৩০নং আসামী মাহবুব উদ্দিনের অনুসরণে গ্রুপের সদস্যরা সাময়িকভাবে করাচিস্থ গ্রুপের জন্য কেবল তহবিল সংগ্রহ করবে বলেও সভায় স্থির করা হয়।

৮৩। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ১৩, গ্রিন স্কোয়ার, ঢাকাতে কয়েকটি সভা আহবান করেন। এ সভা গুলোতে নিম্নোক্তরা উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। মোয়াজ্জেম, আসামী নং- ২

২। স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং- ৩

৩। সুলতান, আসামী নং- ৪

৪। দলিল উদ্দিন, আসামী নং- ৯

৫। রিসালদার শামসুল হক, আসামী নং- ২০

৬। এম. আলী রেজা, আসামী নং- ৩৩

৭। ক্যাপ্টেন খুরশীদ উদ্দিন আহমদ, এ.এম.সি. আসামী নং- ৩৪

৮। রমিজ, সাক্ষী নং- ১২

৯। জালাল উদ্দিন, সাক্ষী নং- ১৯ এবং

১০। আনোয়ার হোসাইন, সাক্ষী নং- ২০।

Dhaka University Institutional Repository

এ সভাগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে যাবার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা। এ সূত্রে ১৯নং আসামী শামসুর রহমানকে জাকার্তায় এবং ২৫নং আসামী মোতালেবকে পেশওয়ারে টেলিগ্রাম করা হয়। কিন্তু তারা আসেননি।

৩৪নং আসামী খুরশীদ সদ্য করাচি থেকে ঢাকা পৌঁছেছেন। তিনি ভারতের আগরতলায় প্রতিনিধি প্রেরণের পরিকল্পনা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। পূর্বোক্ত সভাসমূহে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ক) সীমান্তের ওপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আসন্ন বৈঠকে ৩৩নং আসামী রেজা এবং তার সঙ্গে ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব প্রতিনিধিত্ব করবে।

খ) প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিবেন ৩৩নং আসামী রেজা।

গ) ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের সদস্যদেরকে অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদের যে তালিকা দেখিয়ে ৩৩নং আসামী রেজার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে সে তালিকাই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

ঘ) আগরতলার সভায় অস্ত্র চুক্তি চূড়ান্ত করা হবে এবং বর্ধিত আর্থিক সাহায্যের কথা বলা হবে।

ঙ) প্রতিনিধিরা ফেনী সীমান্ত দিয়ে গোপনে আগরতলা যাবেন, এবং

Dhaka University Institutional Repository

চ) ১৭নং আসামী জালাল উদ্দিন প্রতিনিধিদের সীমান্ত অতিক্রমের বিষয়টি তদারক করবেন এবং এ ব্যাপারে তার প্রভাব খাটাবেন, এমনকি প্রয়োজন হলে সীমান্তে কর্তব্যরত ই.পি. আর কর্মকর্তাদেরকে ঘুষ দিবেন যাতে প্রতিনিধিদের সীমান্ত অতিক্রম নিশ্চিত ও নিরাপদ করা যায়।

৮৪। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের ৩য় কিংবা ৪র্থ সপ্তাহে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীকে ঢাকায় ডেকে এনে তার হাতে একটি খাম দিয়ে সেটি মিঃ পি.এন. ওঝাকে পৌছাতে বলেন। ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ঐদিন সন্ধ্যায়ই তা করেন। এ খামের মধ্যে ছিল কতগুলো কোড শব্দ, প্রতিনিধিরা যে স্থান থেকে সীমান্ত অতিক্রম করবেন তার নাম এবং উল্লিখিত প্রতিনিধিদের নাম।

৮৫। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৭ সালের ১১ জুলাই ৩৩নং আসামী রেজা এবং ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব সহ নিম্নোক্ত ষড়যন্ত্রকারীরা ফেন্দী পৌছেন (জেলা নোয়াখালী)। প্রতিনিধিরা যাতে নিরাপদে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের আগরতলা পৌছতে পারেন সেজন্যই অন্যান্যরা তাদের সঙ্গে সীমান্ত পর্যন্ত যান।

১। স্টুয়ার্ট মুজিব, আসামী নং- ৩

২। সামাদ, আসামী নং- ৮

৩। দলিল উদ্দিন, আসামী নং- ৯

৪। রেজা, আসামী নং- ৩৩ এবং

৫। জালাল, সাক্ষী নং- ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত ষড়যন্ত্রকারীরা ফেনী রেল স্টেশনের কাছে হোটেল ডিনোফা'য় অবস্থান করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায়ই ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব টেলিফোন করে ১২নং সাক্ষী রমিজকে ফেনী আসতে বলেন। ফলে ১২নং সাক্ষী রমিজ, ২০নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে পি.আই. এর একটি স্টাফ গাড়িতে করে ঐদিন রাতেই ফেনী পৌছেন।

৮৬। ১৯৬৭ সালের ১২ই জুলাই রাত ২.৩০ মিনিট থেকে ৪.৩০ মিনিটের মধ্যে ১২নং সাক্ষী রমিজ, ২০নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেন এবং ৯নং আসামী দলিল উদ্দিন ছাড়া সবাইকে পি.আই. এ-র স্টাফ গাড়িতে করে নিয়ে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি বড় রাস্তায় নামিয়ে দেন। এরপর ১২নং সাক্ষী রমিজ এবং ২০নং সাক্ষী আনোয়ার হোসেন ঐ রাতেই চট্টগ্রাম ফিরে আসেন। ১৭নং সাক্ষী জালাল উদ্দিন প্রতিনিধিদ্বয়ের ভারতীয় স্থলভাগে প্রবেশ তদারক করেন।

৮৭। ১৯৬৭ সালের ১৩ই জুলাই রাতে কোনো এক সময় ঐ প্রতিনিধিদ্বয় ৩৩নং আসামী রেজা এবং ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিব আগরতলা থেকে একটি ট্রাকে করে ফেনীতে হোটেল ডিনোফায় ফিরে আসেন।

৮৮। ১৫ জুলাই ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে উক্ত সভার ফলাফল জানানোর জন্য তারা বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

৮৯। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে ২নং আসামী মোয়াজ্জেম ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী ও ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান সহ

Dhaka University Institutional Repository

মিঃ পি. এন. ওঝার সঙ্গে তার ঢাকাস্থ ধানমন্ডির পূর্বোক্ত বাড়িতে ষষ্ঠ বারের মত দেখা করেন। পি.এন. ওঝা ২নং আসামী মোয়াজ্জেমকে জানান যে, তিনি তখনও পর্যন্ত তার সরকারের পক্ষ থেকে আগরতলা বৈঠকের কোনো ফলাফল জানেন না। কিন্তু তিনি চুপিসারে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরীকে জানিয়ে দেন যে, ভারতীয় কর্মকর্তারা এখানকার প্রতিনিধিদের যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তায় আস্থাবান নন।

৯০। ঐ একই মাসে (জুলাই ১৯৬৭) ৪নং আসামী সুলতান করাচি সফর করেন। সেখানে ৩০নং আসামী মাহবুব উদ্দিনের বাসায় ষড়যন্ত্রকারীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বাসার ঠিকানা- ১৪/৪ জি, মার্টিন কোয়ার্টার্স, করাচি। নিম্নোক্তরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১। সুলতান, আসামী নং- ৪

২। মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং- ৭

৩। জহুরুল হক, আসামী নং- ১৭

৪। সার্জেন্ট শামসুল হক, আসামী নং- ১২

৫। লেঃ রহমান, আসামী নং- ৩১ এবং

৬। সিরাজ, সাক্ষী নং- ১৫।

এছাড়া আরও তিন ব্যক্তি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন যাদের নাম দেখা যায় পাইলট অফিসার মীর্জা, এস.এম. আলী এবং জয়নুল আবেদীন। এদের মধ্যে শেষের দুজনের পরিচয় উদঘাটন করা যায়নি এবং প্রথম জন অসুস্থতাজনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি থাকায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৪নং আসামী সুলতান ঐ সভায় বলেন যে, তিনি কিউবার বিপ্লব স্বচক্ষে দেখেছেন এবং ঐ ধরনের একটি বিপ্লবে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যেই তিনি বেঁচে আছেন। তিনি প্রধান প্রধান কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার ঘাটতি দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি এ বলে তার বক্তব্য শেষ করেন যে, এ সভায় উপস্থিত সকলে গ্রুপের লক্ষ্যে পৌছার জন্য, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করার শপথ করুক।

৯১। এর সপ্তাহ দুয়েক পরে, ১৯৬৭ সালের জুলাই/আগস্ট মাসে ৩১নং আসামী লেঃ রহমান ৩০ নং আসামী মাহবুব উদ্দিনের পূর্বোক্ত বাসায় আর একটি সভা আহবান করেন।

নিম্নোক্তরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। লেঃ রহমান, আসামী নং- ৩১

২। লেঃ আবদুর রউফ, আসামী নং- ৩৫

৩। জহুরুল হক, আসামী নং- ১৭

৪। সুলতান, আসামী নং- ৪

৫। মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং- ৭

৬। বারী, আসামী নং- ২২

৭। সিরাজ, সাক্ষী নং- ১৫।

এ ছাড়াও উপস্থিতিদের মধ্যে দুজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে- জয়নুল আবেদীন ও এম.এস. আলী বলে এবং আরও কয়েক জনের নাম রয়েছে অস্পষ্টভাবে লেখা। এদের কারোর পরিচয়ই উদঘাটন করা যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৪নং আসামী সুলতান ঐ সভায় বলেন যে, তিনি কিউবার বিপ্লব স্বচক্ষে দেখেছেন এবং ঐ ধরনের একটি বিপ্লবে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যেই তিনি বেঁচে আছেন। তিনি প্রধান প্রধান কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার ঘাটতি দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি এ বলে তার বক্তব্য শেষ করেন যে, এ সভায় উপস্থিত সকলে গ্রুপের লক্ষ্যে পৌছার জন্য, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করার শপথ করুক।

৯১। এর সপ্তাহ দুয়েক পরে, ১৯৬৭ সালের জুলাই/আগস্ট মাসে ৩১নং আসামী লেঃ রহমান ৩০ নং আসামী মাহবুব উদ্দিনের পূর্বোক্ত বাসায় আর একটি সভা আহবান করেন।

নিম্নোক্তরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। লেঃ রহমান, আসামী নং- ৩১

২। লেঃ আবদুর রউফ, আসামী নং- ৩৫

৩। জহুরুল হক, আসামী নং- ১৭

৪। সুলতান, আসামী নং- ৪

৫। মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং- ৭

৬। বারী, আসামী নং- ২২

৭। সিরাজ, সাক্ষী নং- ১৫।

এ ছাড়াও উপস্থিতিদের মধ্যে দুজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে- জয়নুল আবেদীন ও এম.এস. আলী বলে এবং আরও কয়েক জনের নাম রয়েছে অস্পষ্টভাবে লেখা। এদের কারোর পরিচয়ই উদঘাটন করা যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ সভায় ৩১নং আসামী লেঃ রহমান সদস্যদেরকে এ নির্দেশ দেন যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জেমের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠনের যে মূল অংশ কাজ করছে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে সবাই যেন কাজ করেন। এরপর ৩৫নং আসামী লেঃ আবদুর রউফ উপস্থিত সদস্যদেরকে বাংলায় শপথ বাক্য পাঠ করান।ঐ সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহও গ্রহণ করা হয়।

ক) ১৫নং সাক্ষী সিরাজুল ইসলাম মৌরিপুর এলাকা থেকে চাঁদা তুলবেন এবং সদস্য তালিকাভুক্তি করবেন।

খ) ৭নং আসামী মাহফিজ উল্লাহ ড্রিগ রোড থেকে চাঁদা ও সদস্য সংগ্রহ করবেন।

গ) ১৭নং আসামী জহুরুল হক কোরাঙ্গী এলাকা থেকে চাঁদা ও সদস্য সংগ্রহ করবেন এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে তিনি চাকলালা, পেশোয়ার, কোহাট সারগোদা সফর করবেন।

৯২। ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে ১২নং আসামী মানিক চৌধুরী এবং ৭নং সাক্ষী সাইদুর রহমান ঢাকা সফর করেন। তারা ৩নং আসামী স্টুয়ার্ট মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপরই তাদেরকে বলা হয় যে, তিনি স্টুয়ার্ট মুজিব এবং ৩৩নং আসামী রেজা আগরতলা গিয়েছিলেন।

৯৩। ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে ৩৫নং আসামী লেঃ আবদুর রউফ ২৯নং আসামী জলিলের ক্লেটন কোয়ার্টার্সের বাসায় একটি জরুরী সভা আহবান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নোক্তরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। মাহফিজ উল্লাহ, আসামী নং- ৭

২। বারী, আসামী নং- ২২

৩। জলিল, আসামী নং- ২৯

৪। লেঃ রহমান, আসামী নং- ৩১

৫। লেঃ রউফ, আসামী নং- ৩৫

৬। সামসুদ্দিন, সাক্ষী নং- ৬ এবং

৭। সিরাজ, সাক্ষী নং- ১৫।

সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও তিন জনের নাম দেখা যায়- ক্যাপ্টেন আফতাব চৌধুরী, জয়নুল আবেদীন এবং সিদ্দিকুর রহমান। কিন্তু এদের পরিচয় উদঘাটন করা যায়নি।

এ সভায় ৩৫নং আসামী লেঃ রউফ এবং ৩১নং আসামী লেঃ রহমান কতগুলো আশঙ্কাজনক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাদের সন্দেহ যে, তারা সন্দেহভাজন হিসেবে কড়া নজরের মধ্যে আছেন। ৩৫নং আসামী লেঃ রউফ সভায় অংশ গ্রহণকারীদেরকে আর কোনো নতুন সদস্য সংগ্রহ না করার নির্দেশ দেন। তিনি গ্রুপের সদস্যদেরকে ছুটি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যাবার উদ্যোগ নিতে বলেন। ফলে, গ্রুপের সদস্যরা ছুটি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের নিজস্ব শহরগুলোতে চলে যেতে থাকে।

৯৪। ৩২নং আসামী সার্জেন্ট শামসুল হকের পরামর্শে ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক সময় ১৭নং আসামী জহুরুল হক চাকলাল

Dhaka University Institutional Repository

পি.এ.এফ. স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং সেখানে তিনি ২১নং সাক্ষী সার্জেন্ট রজব হোসেনের সাক্ষাৎ পান। ১৭নং আসামী জহুরুল হক ২১নং সাক্ষী রজব হোসেনকে জানান যে, সামরিক বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি গ্রুপ গঠিত হয়েছে। তিনি ২১নং সাক্ষী রজব হোসেনকে সে গ্রুপে যোগদানের আহবান জানান। কিন্তু ২১নং সাক্ষী রজব হোসেন এ ধরনের ষড়যন্ত্র মূলক কর্মকান্ডে নিজেকে যুক্ত করতে অস্বীকার করেন।

৯৫। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে ৩৩নং আসামী রেজা ১২নং সাক্ষী রমিজের কাছ থেকে পি.আই.এ-র একটি ক্রেডিট টিকেট পান এবং এর মাধ্যমে ১০নং আসামী রুহুল কুদ্দুস ও ২৫নং আসামী ক্যাপ্টেন মোতালেবকে একথা জানাতে লাহোর-পেশোয়ার যাত্রা করেন যে, তার মনে হয় ২নং আসামী মোয়াজ্জেম সংগঠনের তহবিল ব্যবহারে অনিয়ম করছেন। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে ১০নং আসামী রুহুল কুদ্দুস এবং ২৫নং আসামী ক্যাপ্টেন মোতালেব যথাক্রমে লাহোর ও পেশোয়ারে পোস্টিং পেয়ে চলে গিয়েছেন।

৯৬। ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে ১৫নং সাক্ষী সিরাজ 'প্রিভিলেজ লিভ'-এ ঢাকা যান। ঠিক ঐ সময়ই ৩০নং আসামী মাহবুব উদ্দিন, ৩৫নং আসামী লেঃ রউফ এবং ৩১নং আসামী লেঃ রহমানও ছুটিতে ঢাকা পৌছেন।

৯৭। ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে নিম্নোক্ত ষড়যন্ত্রকারীরা ২৪নং সাক্ষী প্রাক্তন স্কোয়াড্রন লীডার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর বাসায় একটি সভায় মিলিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

১। ফজলুল হক, আসামী নং- ১১

২। এম. এ. রাজ্জাক, আসামী নং- ১৬

৩। কর্পোরাল জামাল, সাক্ষী নং- ১৪

৪। জাকির আহমদ, সাক্ষী নং- ২২

৫। সার্জেন্ট এম. আবদুল হালিম, সাক্ষী নং- ২৩ এবং

৬। চৌধুরী, সাক্ষী নং- ২৪।

সভায় আলোচনা হয় যে, ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং তার অনুসারী ব্যক্তিবর্গের স্বার্থপরতার কারণে গ্রুপের যে দুরবস্থা হয়েছে সেখানে থেকে গ্রুপকে উদ্ধার করে এর কাজকর্ম পুনরুজ্জীবিত করা দরকার।

৯৮। ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে ২২নং সাক্ষী জাকির ২৫নং সাক্ষী উইং কমান্ডার আশফাক মিয়াকে জানান যে, কয়েকদিন আগে ২৩নং সাক্ষী হালিম তাকে ২৪নং সাক্ষী চৌধুরীর বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি নিম্নোক্ত ব্যক্তিদেরকে সমবেত হতে দেখেছেন।

১। ফজলুল হক, আসামী নং- ১১

২। এম.এ. রাজ্জাক, আসামী নং- ১৬

৩। চৌধুরী, সাক্ষী নং- ২৪

৪। কর্পোরাল জামাল, সাক্ষী নং- ১৪ এবং

৫। হালিম, সাক্ষী নং- ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

২২নং সাক্ষী জাকির, ২৫নং সাক্ষী আশফাক খানের নিকট অভিযোগ করেন যে, উল্লিখিত ব্যক্তিরা কেন্দ্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার বিষয়ে কথা- বার্তা বলছিলেন।

৯৯। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ১৫নং সাক্ষী সিরাজের বন্ধু জনৈক মিঃ মালিকের ঢাকাস্থ শুক্রাবাদের বাসায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ একটি সভায় মিলিত হন।

১। লেঃ রউফ, আসামী নং- ৩৫

২। মাহবুব উদ্দিন, আসামী নং- ৩০

৩। সিরাজ, সাক্ষী নং- ১৫ এবং আরও কয়েকজন যাদেরকে চিহ্নিত করা যায়নি।

এ সভায় গ্রুপের কর্মকান্ডকে আড়াল করে রাখার জন্য ঢাকায় একটি কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি আলোচনা হয়। ৩৫নং আসামী লেঃ রউফ গ্রুপের কাজকর্ম পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ২নং আসামী মোয়াজ্জেম এবং কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করার উদ্যোগ নেন।

১০০। এর অল্প কয়েক দিন পরেই ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের সদস্যদের গ্রেফতার করা আরম্ভ হয় এবং এভাবে তাদের কর্মকান্ড সমাপ্ত হয়।

এখন যথাবিহিত সম্মান পূর্বক প্রার্থনা এই যে, আসামীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এবং এখানে তা সন্নিবেশিত হয়েছে। তার ভিত্তিতে আসামীদের যেন বিচার করা হয়।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা মামলায় অভিযুক্তদের নামের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	মন্তব্য
১.	মিঃ শেখ মুজিবুর রহমান	মৌঃ শেখ লুৎফর রহমান	গ্রাম- টুঙ্গীপাড়া থানা- গোপালগঞ্জ জেলা- ফরিদপুর।	
২.	পি নং - ৫৭৪, লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন	মৌঃ মোফাজ্জল আলী	গ্রাম- ধুসরীতাল থানা- পিরোজপুর জেলা- বরিশাল।	
৩.	ও নং - ৬৬৫০৮ স্টুয়ার্ট মুজিবর রহমান	মুন্সী আবদুল লতিফ	গ্রাম- ঘাটমাঝি থানা-মাদারীপুর জেলা-ফরিদপুর।	
৪.	প্রাক্তন এল / এস সুলতান উদ্দিন আহমেদ	মৌলভী শামসুদ্দিন আহমেদ	গ্রাম- উত্তর খামার থানা- কাপাসিয়া জেলা- ঢাকা।	
৫.	ও নং - ৬৪৬৭২ এল / এস সি ডি আই নূর মোহাম্মদ	মিঃ তামজ উদ্দিন আখন্দ	গ্রাম- কুমারবাগ থানা- লৌহজং জেলা- ঢাকা।	
৬.	মিঃ আহমেদ ফজলুর রহমান সি.এস.পি	মিঃ ইমাম উদ্দিন আহমেদ	গ্রাম- কাচিশার থানা- দেবীদ্বার জেলা- কুমিল্লা।	

Dhaka University Institutional Repository

৭.	পাক / ৫১৩০১, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফিজ উল্লাহ	হাজী মোঃ ইসমাইল	গ্রাম- মুরাদপুর থানা- বেগমগঞ্জ জেলা-নোয়াখালী।	
৮.	প্রাক্তন কর্পোরাল আবুল বাশার মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ	মিঃ এত্তে আলী মৃধা	গ্রাম- মিঠাখালী থানা- মঠবাড়িয়া জেলা- বরিশাল।	
৯.	প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন	মিঃ আফিজুদ্দিন	গ্রাম- শ্যামপুর থানা-বাকেরগঞ্জ জেলা- বরিশাল।	
১০	মিঃ রুহুল কুদ্দুস সি. এস. পি	মিঃ রইস উদ্দিন আহমেদ	গ্রাম- পাঁচরাখি থানা- সাতক্ষীরা জেলা- খুলনা।	
১১.	পাক/৭২৭০,ফ্লাইট সার্জেন্ট মোঃ ফজলুল হক	মৌঃ সৈয়দ আলী তালুকদার	গ্রাম- শায়েস্তাবাদ থানা-কোতোয়ালী জেলা- বরিশাল।	
১২.	মিঃ ভুপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী	মিঃ ধীরেন্দ্র লাল চৌধুরী	গ্রাম- হাবিলাল দ্বীপ থানা- পটিয়া জেলা- চট্টগ্রাম। ৪১,রামজয় মোহন লেন কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।	

Dhaka University Institutional Repository

১৩.	মিঃ বিধান কৃষ্ণ সেন	মিঃ রাজেন্দ্র নারয়ান সেন	গ্রাম- সারোয়াতলা থানা- বোয়ালখালী জেলা- চট্টগ্রাম।	
১৪.	পি,জে, ও ২০৬৮ সুবেদার আবদুর রাজ্জাক	মিঃ সিতু সরকার	গ্রাম- দক্ষিণবরোষারচর থানা- মতলব জেলা- কুমিল্লা।	
১৫.	প্রাক্তন হাবিলদার / ক্লার্ক মুজিবুর রহমান ই পি আর সি সি	মিঃ আবদুর রহমান	গ্রাম- গোপালপুর থানা- নবীনগর জেলা- কুমিল্লা।	
১৬.	প্রাক্তন ফ্লাইট সার্জেন্ট মোঃ আবদুর রাজ্জাক	মিঃ মুন্সী আসকার আলী	গ্রাম- বাঙ্কারামপুর থানা- দাউদকান্দি জেলা- কুমিল্লা।	
১৭.	পাক/৭২৩২৪, সার্জেন্ট জহুরুল হক	মিঃ কাজী মুজিবুল হক	গ্রাম- সোনাপুর থানা- সুধারাম জেলা-নোয়াখালী।	
১৮.	প্রাক্তন এ / বি মোঃ খুরশীদ	মিঃ আবদুল জব্বার	সারেং কাটেন কোতোয়ালী, ফরিদপুর।	
১৯.	মিঃ খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান সি, এস, পি	মিঃ ইমতিয়াজ উদ্দিন খান	গ্রাম- লামুবাড়ি থানা- মানিকগঞ্জ জেলা- ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

২০.	পি জে ও ৭৬৮, রিসালদার এ,কে,এম, শামসুল হক, এ, সি	মিঃ আবদুল সামাদ	গ্রাম- পুতাল থানা- মানিকগঞ্জ জেলা- ঢাকা।	
২১.	নং ৩০৩১০১৮ হাবিলদার আজিজুল হক - এস,এস,জি	মিঃ সিরাজুল হক	গ্রাম- কাচিয়া থানা- গৌরনদী জেলা- বরিশাল।	
২২.	পাক/৭৩০৪০, এস এ সি মাহফুজুল বারী	মৌলনা এ, কে, মোহাম্মদ	গ্রাম- চরলক্ষী থানা- রামগতি জেলা-নোয়াখালী।	
২৩.	পাক/ ৭০৪১৫, সার্জেন্ট শামসুল হক	হাজী সাদিক আলী	গ্রাম- নৈরাজপুর থানা- ফেনী জেলা-নোয়াখালী।	
২৪.	পি এস এস-১০০৫২০, মেজর শামসুল আলম এ,এম,সি	মিঃ শামসুজ-জোহা	১৬নং খাজা দেওয়ান,২য় গলি-ঢাকা।	
২৫.	পি এস এস- ৬১০০ ক্যাপটেন মোঃ আবদুল মোতালেব	মিঃ হাফিজ উদ্দিন	গ্রাম- দারুনবাইরাতি থানা- পূর্ব ধলা জেলা- ময়মনসিংহ	
২৬.	পি টি সি- ৫৭২৭, ক্যাপটেন এ, শওকত	মুন্সী মুবারিক আলী	গ্রাম- চকধা থানা- নরিয়া	

Dhaka University Institutional Repository

	আলী মিয়া		জেলা- ফরিদপুর।	
২৭.	পিএ- ৬৫৯১, ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা এ, এস, সি	মৃত খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন	পশ্চিম বগুড়া রোড, বরিশাল শহর, বরিশাল।	
২৮.	ক্যাপ্টেনএ,এ,এম নুরুজ্জামান ইবিআর	মৌলভী আবু আহমেদ	গ্রাম- সাইদাবাদ থানা- রায়পুরা জেলা- ঢাকা।	
২৯.	পাক/৭০৭০৪, সার্জেন্ট আবদুল জলিল	মৌলভী আবদুল কাদির	সারাবাদ হাজী বাড়ী, নারায়নপুর, ঢাকা।	
৩০.	মিঃ মোঃ মাহবুবুব উদ্দিন চৌধুরী	আলহাজ্বমৌলভী আজিজুদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী	গ্রাম- পিয়াইম থানা- চৈতিয়ান জেলা- সিলেট।	
৩১.	পি নং- ৯৫৮, আই লেঃ এস,এম, এম, রহমান	মিঃ মোল্লা মোহাম্মদ সোলায়মান	গ্রাম- মাকরাইল থানা- লোহাগড়া জেলা- যশোর।	
৩২.	প্রাক্তন সুবেদার এ, কে, এম, তাজুল ইসলাম	মৌলভী দলিল উদ্দিন আহমেদ	গ্রাম- শ্রীপুর থানা- ভান্ডারিয়া জেলা- বরিশাল।	

Dhaka University Institutional Repository

৩৩.	মিঃ মোহাম্মদ আলী রেজা	মৌলভী জহুর আলী আহমেদ	গ্রাম- লাহিনী থানা- কোতোয়ালী জেলা- কুষ্টিয়া।	
৩৪.	পি এস এস - ২০০৪৭১, ক্যাপটেন খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ, এ, এম, সি	মৌলভী আবদুর রহমান	গ্রাম- বাঁশিয়া থানা- গফরগাঁও জেলা- ময়মনসিংহ।	
৩৫.	পি নং- ৯৪৪, আই লেঃ আবদুর রউফ	আলহাজ্ব আবদুল লতিফ	পাকিস্তান হাউজ, ভৈরব জেলা- ময়মনসিংহ।[২৪]	

মামলার ষড়যন্ত্রকারী আসামীদের ছদ্ম নামের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	ছদ্ম নাম	প্রকৃত ব্যক্তির নাম
১.	পরশ	শেখ মুজিবুর রহমান, ১ নং আসামী।
২.	আলো	লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, ২ নং আসামী।
৩.	মুরাদ	স্টুয়ার্ট মুজিবর রহমান, ৩ নং আসামী।

Dhaka University Institutional Repository

৪.	কামাল	প্রাক্তন এল/এস সুলতান উদ্দিন আহমেদ, ৪ নং আসামী।
৫.	সবুজ	এল/এস নূর মোহাম্মদ, ৫ নং আসামী।
৬.	তুষার	এ, এফ, রহমান, সি, এস, পি, ৬ নং আসামী।
৭.	শেখর	রুহুল কুদ্দুস, সি.এস.পি, ১০ নং আসামী।
৮.	তুহিন	ক্যাটারিং লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, ১ নং সাক্ষী।
৯.	উল্কা	মোঃ আমীর হোসেন মিয়া, ৩ নং সাক্ষী।[২৫]

ইউ/এস ফৌজদারী দন্ডবিধির ৩৩৭ ধারার আওতায় যে সকল ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়েছে, তাদের নামের তালিকা।

১। লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, পিতা- মৃত মৌলভী মিনহাজুদ্দিন মিয়া, পশ্চিম ফুলকি, থানা- বাসাইল, জেলা- ময়মনসিংহ।

২। প্রাক্তন কর্পোরাল মোহাম্মদ আমীর হোসেন মিয়া, পিতা- মৌলভী ফজিল মোল্লা, গ্রাম- রূপবাবুর চর দরিকান্দি, থানা- জাঁজিরা, জেলা- ফরিদপুর।

৩। সার্জেন্ট পাক/৫৪২৭২, শামসুদ্দিন আহমেদ, পিতা- মোঃ আফতাব উদ্দিন, গ্রাম- নিজকল্প, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

৪। ডাঃ সাইদুর রহমান, পিতা- মৌলভী আবুল খায়ের চৌধুরী, গ্রাম- এনায়েত বাজার, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- চট্টগ্রাম।

৫। ফ্লাইট লেঃ মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ, পিতা- এম. এম. সেরাজ, গ্রাম- ধনুন, থানা- রূপগঞ্জ, ঢাকা। বর্তমান ঠিকানা- ৬০, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

৬। ক্যাপ্টেন পি. এ/৬৬৩২, মোঃ আবদুল আলীম ভূঁইয়া, পিতা- আলহাজ্ব নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া, গ্রাম- পরমতলা, থানা- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা।

৭। কর্পোরাল জামাল উদ্দিন আহমেদ, পিতা- বশীর উদ্দিন, গ্রাম- বিরামপুর, থানা- সুজানগর, জেলা- পাবনা।

৮। পাক কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম, পিতা- মৌলভী আমিন উদ্দিন, গ্রাম- শিলাই, থানা- বুড়িচং, জেলা- কুমিল্লা।

৯। মিঃ মোহাম্মদ গোলাম আহমেদ, পিতা- আবদুল জব্বার, গ্রাম- জাফরাবাদ, থানা- মাদারীপুর, জেলা- ফরিদপুর।

১০। মিঃ আবুল বাশার মোহাম্মদ ইউসুফ, পিতা- মুন্সী মোহাম্মদ আলী হাওলাদার, গ্রাম- দক্ষিণ মিঠাখালী, থানা- মঠবাড়ীয়া, জেলা- বরিশাল।

১১। সার্জেন্ট মোহাম্মদ আবদুল হালিম, পিতা- মৃত মুন্সী আবদুল আজিজ, গ্রাম- সোহিলপুর, থানা- চান্দিনা, জেলা- কুমিল্লা।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

মামলার সাক্ষীদের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	মন্তব্য
১.	লেঃ মোজাম্মেল হোসেন	মৌলভী মিনহাজুদ্দিন	গ্রাম- পঃ ফুলকী থানা-কোতোয়ালী জেলা- ময়মনসিংহ।	
২.	মিঃ কামাল উদ্দিন আহমেদ	মৃত লাল মিয়া	২৯/৩, আউটার সার্কুলার রোড, মগবাজার, ঢাকা এবং গ্রাম-রুখিয়া, থানা-ফেনী, জেলা ঃ নোয়াখালী।	
৩.	প্রাক্তন কর্পোরাল আমীর হোসেন মিয়া	মৌলভী ফজিল মোল্লা	গ্রাম- রূপবাবুর চর থানা- জাঁজিরা জেলা- ফরিদপুর।	
৪.	মিঃ কে.জি. আহমেদ	মৃত মৌলভী আবদুল করিম	১৩৯, আর,কে মিশন রোড, ঢাকা এবং গ্রাম- চিওরা, থানা- চৌদ্দগ্রাম. জেলা- কুমিল্লা।	

Dhaka University Institutional Repository

৫.	ওয়ারেন্ট অফিসার মোশারফ হোসেন শেখ	শেখ জালাল উদ্দিন আহমেদ	গ্রাম- পূর্বনিজরা থানা- বৌলতলী জেলা- ফরিদপুর।	
৬.	পাক / ৫৪২৭২, সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমেদ	মিঃ মোঃ আফতাব উদ্দিন	গ্রাম- নিজকল্প থানা- কোতোয়ালী জেলা- ময়মনসিংহ।	
৭.	ডাঃ সাইদুর রহমান	মৌঃ আবুল খায়ের চৌধুরী	১২, রফিউদ্দিন সিদ্দিকী বাইলেন, এনায়েত বাজার কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।	
৮.	লেঃ কমান্ডার শহীদুল হক	ডাঃ খুরশিদ আলম	২৫নং রোড, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা এবং গ্রাম- বিটঘর থানা- নবিনগর জেলা-কুমিল্লা।	
৯.	নায়েক সুবেদার এম. আশরাফ আলী খান	মিঃ আমজাদ আলী খান	কাউনিয়া, কোতোয়ালী বরিশাল।	
১০.	এ. বি. এম. ইউসুফ	মুন্সি মোহাম্মদ আলী	গ্রাম- মিঠাখালী থানা- মঠবাড়িয়া জেলা- বরিশাল।	

Dhaka University Institutional Repository

১১.	মিঃ মোহাম্মদ মোহসিন	মৌলভী তাসিন উদ্দিন আহমেদ	৮৫৪, রোড নং- ১৯ ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা এবং গ্রাম-পাঁচরোকি, থানা- সাতক্ষীরা, জেলা- খুলনা।	
১২.	ফ্লাইট লেঃ মীর্জা মোহাম্মদ রমিজ	মিঃ এম, এম, সিরাজ	৬০, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম এবং গ্রাম- ধানো থানা- রূপগঞ্জ জেলা-ঢাকা।	
১৩.	পিএ - ৬৬৩২, ক্যাপটেন এ, অ, আলীম ভূইয়া	আলহাজ্ব নুজমুদ্দিন ভূইয়া	গ্রাম- পরমতলা থানা- মুরাদনগর জেলা- কুমিল্লা।	
১৪.	কর্পোরাল জামাল উদ্দিন আহমেদ	মিঃ বশির উদ্দিন	গ্রাম- বরমপুর থানা- সুজানগর জেলা-পাবনা।	
১৫.	পাক / ৭২৭৯৫, কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম	মুন্সী আমিন উদ্দিন	গ্রাম- শিলাই থানা- বুড়িচং জেলা- কুমিল্লা।	
১৬.	মিঃ আবু শামস লুৎফুল হুদা	মিঃ মোঃ শামসুলহুদা	গ্রাম- হটোরিয়া থানা- গোসাইরহাট জেলা- ফরিদপুর।	

Dhaka University Institutional Repository

১৭.	প্রাক্তন সুবেদার জালাল উদ্দিন আহমেদ	মিঃ আঃ মুতালিব সিকদার	গ্রাম- আলাইপুর জেলা- খুলনা।	
১৮.	মিঃ মোঃ গোলাম আহমেদ	মৌলভী আবদুল জব্বার	গ্রাম- জাফরাবাদ থানা- মাদারীপুর জেলা- ফরিদপুর।	
১৯.	কর্পোরাল হাই.এ.কে.এম.এ	মিঃ আনোয়ার উল্লাহ ভূঁইয়া	গ্রাম- পাখানগর জেলা- নোয়াখালী।	
২০.	মিঃ আনোয়ার হোসাইন	ডাঃ রহীম বকস্	গ্রাম- পার পঞ্চিল থানা- সিরাজগঞ্জ জেলা- পাবনা।	
২১.	সার্জেন্ট আবদুর হালিম	মিঃ মুন্সী আবদুল আজিজ	৩৭,আরামবাগ, মতিঝিল বা/এ, জেলা- ঢাকা এবং গ্রাম- সোহিলপুর থানা- ইলিয়টগঞ্জ জেলা-কুমিল্লা।	
২২.	ওয়ারেন্ট অফিসার জাকের আহমেদ	মিঃ আঃ মজিদ মিয়া	জেলা- নোয়াখালী বর্তমান ঠিকানা- জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ডিপার্টমেন্ট অফ	

Dhaka University Institutional Repository

			প্লান্ট প্রোটেকশন, পাকিস্তান সরকার, ঢাকা বিমান বন্দর, ঢাকা।	
২৩.	কোয়াড্রন লীডার (অবঃ) মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী	মৌলভী মোজাফফর হোসেন চৌধুরী	১১৭, তেজকুনিপাড়া তেজগাঁও, ঢাকা।	
২৪.	উইং কমান্ডার এম, আশফাক মিয়া	মিঃ মিয়া আবদুল মজিদ	সীতারাম বিল্ডিং অপোজিট ব্লক নং- ১৩, সারগোদা, পশ্চিম পাকিস্তান। বর্তমান ঠিকানাও,সি, মেনটেন্যান্স উইং হেড কোয়ার্টার, পূর্ব পাকিস্তান পিএ এফ ঢাকা।	
২৫.	মিঃ আবুল হোসেন	মিঃ জামসেদ মিস্ত্রী	গ্রাম- কামারগাঁও থানা- শ্রীনগর জেলা- ঢাকা।	
২৬.	মিঃ আলী আহমেদ	মিঃ মোঃ ইয়াসিন মিয়া	গ্রাম- মধুপুর থানা- রামগঞ্জ জেলা-নোয়াখালী।	

Dhaka University Institutional Repository

			প্লান্ট প্রোটেকশন, পাকিস্তান সরকার, ঢাকা বিমান বন্দর, ঢাকা।	
২৩.	স্কোয়াড্রন লীডার (অবঃ) মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী	মৌলভী মোজাফফর হোসেন চৌধুরী	১১৭, তেজকুনিপাড়া তেজগাঁও, ঢাকা।	
২৪.	উইং কমান্ডার এম, আশফাক মিয়া	মিঃ মিয়া আবদুল মজিদ	সীতারাম বিল্ডিং অপোজিট ব্লক নং-১৩, সারগোদা, পশ্চিম পাকিস্তান। বর্তমান ঠিকানাও,সি, মেনটেন্যান্স উইং হেড কোয়ার্টার, পূর্ব পাকিস্তান পিএ এফ ঢাকা।	
২৫.	মিঃ আবুল হোসেন	মিঃ জামসেদ মিস্ত্রী	গ্রাম- কামারগাঁও থানা- শ্রীনগর জেলা- ঢাকা।	
২৬.	মিঃ আলী আহমেদ	মিঃ মোঃ ইয়াসিন মিয়া	গ্রাম- মধুপুর থানা- রামগঞ্জ জেলা-নোয়াখালী।	

Dhaka University Institutional Repository

২৭.	মিঃ ইফতিখার আহমেদ	মিঃ সাঈদ আহমেদ	ম্যানেজার, মটর কর্পোরেশন লিঃ লাভ লেইন, চট্টগ্রাম।	
২৮.	চৌকিদার রহমত আলী	মৃত নজুমুদ্দিন আকন্দ	সি এস ও, আঞ্চলিক অফিস ২৮ নয়াপল্টন,ঢাকা এবং গ্রাম- গোয়ালমারি থানা- দাউদকান্দি জেলা- কুমিল্লা।	
২৯.	এ,এস,আই, আবদুল লতিফ	-	রমনা থানা, ঢাকা।	
৩০.	মিঃ আশরাফ উদ্দিন আহমেদ	-	সার্ভে অফিস, সি এস ও আঞ্চলিক অফিস, ২৮ নয়া পল্টন, ঢাকা।	
৩১.	মিঃ এম,এ, করিম (ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর)	-	সার্ভে অফিস, সি এস ও আঞ্চলিক অফিস, ২৮ নয়াপল্টন, ঢাকা।	
৩২.	মিঃ এম,এ, মান্নাফ ডেপুটি পুলিশ সুপার	-	স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

৩৩.	মোঃ আফজাল হাসান এ্যাকাউন্ট্যান্ট	-	ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, লোকাল অফিস জিন্নাই এভিনিউ, ঢাকা।	
৩৪.	মোঃ আজহারুল ইসলাম	-	ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, লোকাল অফিস জিন্নাই এভিনিউ, ঢাকা।	
৩৫.	এ, হাশিম, এস,আই	-	পুলিশ স্টেশন, কোতোয়ালী, ঢাকা।	
৩৬.	মোস্তাজ উদ্দিন সিকদার	-	এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ঢাকা হোটেল, ঢাকা।	
৩৭.	মোহাম্মদ জহীর	মৃত শাহাবুদ্দিন	৭৯/১, লুৎফুর রহমান লেন, কোতোয়ালী, ঢাকা।	
৩৮.	এস,আই,মুজিবুর রহমান	-	রমনা থানা, ঢাকা।	
৩৯.	ওমান ফতেহ খান	মৃত আঃ রহীম খান	ম্যানেজার, হোটেল আরজু, ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

৪০.	আনোয়রুল ইসলাম	মৃত মোহাম্মদ ফারুক	১০৯, নবাবপুর রোড, ঢাকা।	
৪১.	মোঃ হাসমত আলী	-	তেজগাঁও থানা, ঢাকা।	
৪২.	মোঃ আবদুর বাশার	মোহাম্মদ বেলায়েত	প্রযত্নেঃ আনোয়ার উদ্দিন খান ম্যানেজার, আই ডি বি পি মতিঝিল, ঢাকা।	
৪৩.	মিঃ আফতাব হোসেন মুন্সি	মৃত জহীর উদ্দিন	২২৫, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।	
৪৪.	এস,আই,রঘুনন্দন সাহা	-	রমনা, ঢাকা।	
৪৫.	আবদুস সালাম	আদুল গফুর	গ্রাম- বর্ধমপুরা থানা- নবাবগঞ্জ জেলা- ঢাকা। এবং এ/পি- ১০৬, নাখাল পাড়া, রমনা, ঢাকা।	
৪৬.	মিঃ মোস্তাক আহমেদ	মোহাম্মদ হানিফ	২৯/১-এ, নিউ সার্কুলার রোড,রমনা, ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

৪৭.	সেলামত উল্লাহ মিয়া	মোঃ দীনাত উল্লাহ ভূঁইয়া	৪৮৮, নয়াটোলা, ঢাকা।	
৪৮.	মোঃ ওয়ালী উল্লাহ	মৃত হাসান আলী	৩৩৫, নয়াটোলা, ঢাকা।	
৪৯.	এস,আই,কে,এস, ইসলাম	আবদুল করিম	লালবাগ থানা, ঢাকা।	
৫০.	আবদুল রশীদ	শাফিজউদ্দিন আহমেদ	১নং সেকশন, মিরপুর ব্লক তেজগাঁও, ঢাকা।	
৫১.	মোঃ নূরুল ইসলাম	এম,এম, সাঈদ	গিনভিউ পেট্রোল পাম্প, ঢাকা। এবং চান্দিনা, কুমিল্লা।	
৫২.	আলী আশরাফ মালিক	আবদুর রহমান মিয়া	হোটেল গ্রিন, ঢাকা।	
৫৩.	মোঃ নজরুল ইসলাম	-	হোটেল গ্রিনের টেলিফোন অপারেটর, ঢাকা।	
৫৪.	এস,আই,জালাল উদ্দিন	-	রমানা থানা, ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

৫৫.	মিঃ বিশ্বেশ্বর সিকদার	মৃত নিকুঞ্জ বিহারী সিকদার	ফদরখিল, থানা- বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম, এ/পি একাউন্ট্যান্ট।	
৫৬.	মিঃ বি,পি, দেব	ক্ষিতিশ চৌধুরী	গ্রাম- আকিলপুর থানা- সোনাগাজী জেলা- নোয়াখালী।	
৫৭.	এস,আই, মনিরউদ্দিন আহমেদ	-	কোতোয়ালী থানা, চট্টগ্রাম।	
৫৮.	হাজী আহমেদুর রহমান চৌধুরী	মৃত হাজী আবদুর রহমান চৌধুরী	২, রিয়াজ উদ্দিন রোড, চট্টগ্রাম।	
৫৯.	মোঃ সালেহ আহমেদ	মৃত আহমদ হোসেন মিয়া	আগ্রাবাদ ডি, এস পি এসএ/পি, ম্যানেজার হোটেল মিশকা, চট্টগ্রাম।	
৬০.	এ, এস, আই, এ, হোসেন	মৃত হোসেন খান চৌধুরী।	রমনা থানা, ঢাকা।	
৬১.	গোলাম মোস্তফা চৌধুরী	মৃত রশীদ মিয়া	বুলাই লজ, পাবনা শহর এ/পি হোটেল শাসিরিয়া, ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

৬২.	মিঃ বাবু মিয়া	আলহাজ্ব মোশারফ হোসেন	৫২, কাকরাইল, ঢাকা	
৬৩.	মোকাররম হোসেন	-	চিফ এ্যাকাউন্ট্যান্ট, জেনারেল অব ব্যাংকিং, এ,বি,পি জিন্নাহ, এভিনিউ, ঢাকা।	
৬৪.	জিল্লুর রহমান	-	এ্যাকাউন্ট্যান্ট ইনচার্জ অব সেভিং ব্রাঞ্চ এন,বি,পি, জিন্নাহ এভিনিউ, ঢাকা।	
৬৫.	ইউসুফ উদ্দিন আহমেদ	-	এসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ত্রাণ ও পূনর্বাসন, ঢাকা।	
৬৬.	এ,বি, বদরুদ্দিন (২৪-২-৬৮) তারিখে মারা যান)	মৃত এ, হজরত	২৫/এ, স্টাফ কোয়ার্টার নিউ কলোনী, আইয়ুব গেট, ঢাকা।	
৬৭.	আমজাদ আলী	ওয়াজেদ আলী	৩৫, আজিমপুর, লালবাগ, ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

৬৮.	মোঃ লোকমান	কালা খান	৪, গ্রিন রোড, লালবাগ, ঢাকা।	
৬৯.	মিঃ গোলাম মেহেদী চৌধুরী	-	ভি,এস,পি,এচ, ও বাকেরগঞ্জ।	
৭০.	মিঃ এম,এ, মাহবুব	-	রিজিওনাল এ্যাকাউন্টস অফিসার আই, ডব্লিউ, টি,এ।	
৭১.	সৈয়দ মোস্তাজ উদ্দিন আহমেদ	-	প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ই,পি আই, ডব্লিউ, টি,এ।	
৭২.	মিঃ নুরুল ইসলাম	মৃত আবদুর রহমান	আই, ডব্লিউ , টি,এ, বরিশাল।	
৭৩.	মখফেরুদ্দিন আহমেদ	মিঃ সুলতান মিয়া	জাগরিয়া, থানা - মেহেন্দীগঞ্জ, জেলা- বরিশাল।	
৭৪.	মিঃ এ, লতিফ	-	সাইকপুর, থানা- বেগমগঞ্জ, জেলা- নোয়াখালী।	

Dhaka University Institutional Repository

৭৫.	মিঃ এম, ইউ, আহমেদ	মোতাহার আলী খান	৯৯, পিলখানা রোড, ৩য় তলা, চাঁদনা বিল্ডিং, ঢাকা।	
৭৬.	মিঃ হাবিবুর রহমান	-	সিংগার কার্টার, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- বরিশাল।	
৭৭.	মোঃ আবদুল হাসান	-	এ্যাকাউন্ট্যান্ট, এন,বি,পি, জিন্নাহ এভিনিউ, ঢাকা।	
৭৮.	মোঃ ইউসুফ	-	এ্যাকাউন্ট্যান্ট, এ,বি,পি, জিন্নাহ এভিনিউ, ঢাকা।	
৭৯.	জিয়াউর রহমান	-	এ্যাকাউন্ট্যান্ট, এন,বি,পি লোকাল অফিস, জিন্নাহ এভিনিউ, ঢাকা।	
৮০.	এস,আই, আলতাফ হোসেন	-	থানা- ফেনী জেলা- নোয়াখালী।	
৮১.	মিঃ তাজুল ইসলাম	-	ফেনী টেলিগ্রাফ অফিসের টেলিগ্রাফিস্ট।	

Dhaka University Institutional Repository

৮২.	মিঃ এ.কে.এম. শাহাবুদ্দিন	আলহাজ্ব ফজলুল করীম	আজিজ ফজলপুর, থানা- ফেনী।	
৮৩.	মোঃ নূর আহমেদ	বাদশা মিয়া	চক হাকসী, থানা- ফেনী, নোয়াখালী।	
৮৪.	নাজির আহমেদ	এবাদুল্লাহ	কাজীপুর, থানা- ফেনী, জেলা- নোয়াখালী।	
৮৫.	আঃ ওয়াহাব চৌকিদার	-	ফেনী রেষ্ট হাউজ।	
৮৬.	মোখতার আহমেদ	আবদুল খালিক	এ্যাসিস্ট্যান্ট একাউন্ট্যান্ট, পাকিস্তান মোটর কর্পোরেশন লিঃ চট্টগ্রাম শাখা।	
৮৭.	নুরুদ্দিন	মৃত আবদুল লতিফ	অফিসার, হাবিব ব্যাংক লালদীঘি, চট্টগ্রাম।	
৮৮.	মমতাজ উদ্দিন	মোঃ ফৌজদার খান	অফিসার, হাবিব ব্যাংক লালদীঘি, চট্টগ্রাম।	
৮৯.	খোকন বড়ুয়া	হৃদয় রায় বড়ুয়া	বয়, হোটেল মিশকা, চট্টগ্রাম।	

Dhaka University Institutional Repository

৯০.	মিঃ এস,রশীদ আলী রিজভী	-	সেলস সুপারভাইজার পি,আই,এ, চট্টগ্রাম।	
৯১.	ফরিদ আহমেদ	মৃত সিদ্দিক আহমেদ	ঠিকাদার :	
৯২.	শামসুল আলম	মৃত সিদ্দিক আহমেদ	চাঁদগাও, থানা পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।	
৯৩.	মোঃ সোলায়মান	মুরাদ	ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজার,হোটেল শাহজাহান, চট্টগ্রাম।	
৯৪.	মিঃ সোমেশ্বর শাহা	মৃত ঈশ্বর চন্দ্র শাহা	রিসেপশনিস্ট হোটেল শাহজাহান, চট্টগ্রাম।	
৯৫.	মিঃ এম, রিজভী	-	ভারপ্রাপ্ত জেলা ব্যবস্থাপক, পি,আই,এ,চট্টগ্রাম।	
৯৬.	মিঃ রোশান উদ্দিন	-	সহকারী জেলা ব্যবস্থাপক, পি,আই,এ, চট্টগ্রাম।	
৯৭.	এস,আই, নোমানউদ্দিন চৌধুরী	-	স্পেশাল ব্রাঞ্চ (স্পেশাল টিম) ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

৯৮.	মোঃ মোখলেসুর রহমান	হাজী আব্বাস আলী	জয়বেদপুর, থানা- লাকসাম, জেলা- কুমিল্লা, বর্তমান ঠিকানা- ১৩/বি, অভয়দাস লেন, ঢাকা।	
৯৯.	মোঃ ওয়ালী আহমেদ	আবদুল আজিজ	নয়হরিপুর, থানা- লাকসাম, জেলা- কুমিল্লা।	
১০০	মিঃ এ,কে,এম, মোসলেহ উদ্দিন, এস,আই,	-	স্পেশাল ব্রাঞ্চ, (স্পেশাল টিম), ঢাকা।	
১০১	মিঃ এম,এ, কাইয়ুম	-	অফিসার, ন্যাশনাল এবং গ্রিনলেজ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।	
১০২	এ, তৌহিদ	-	ন্যাশনাল এবং গ্রিনলেজ ব্যাংক, ঢাকা।	
১০৩	মিঃ হাবিবুর রহমান খান	-	জুনিয়র অফিসার, এন,বি,পি জিন্নাহ এভিনিউ, ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

১০৪	এস,আই,রিয়াজুল করিম	-	স্পেশাল ব্রাঞ্চ (স্পেশাল টিম), ঢাকা।	
১০৫	জেড, বি,এম, যকস্	-	নির্বাহী সহকারী, আই, উব্লিউ, টিএ।	
১০৬	এ,এ, খান আফ্রিদি	-	ইঞ্জিনিয়ার, ঢাকা।	
১০৭	এস,আই, ওয়াজেদ আলী	-	লালবাগ থানা, ঢাকা।	
১০৮	খায়রুল হুদা	মিঃ এ, হুদা	১১৩/এ, রোড নং-৫, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।	
১০৯	ডাঃ কে,এ, খালেক	-	অধ্যাপক, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ।	
১১০	এ,কে, ওয়াজেদ হক	সাদাত আলী খান	১৩, গ্রিন স্কোয়ার, ঢাকা।	
১১১	কুদরত উল্লাহ ভূইয়া	-	১৩, গ্রিন স্কোয়ার, ঢাকা।	
১১২	আঃ জব্বার হাওলাদার	হাজী সবর উদ্দিন হাওলাদার	মাদারীপুর শহর, থানা- মাদারীপুর, জেলা- ফরিদপুর।	

Dhaka University Institutional Repository

১১৩	আনোয়ার হোসেন	-	ম্যানেজার, এন বি পি মাদারীপুর, জেলা- ফরিদপুর।	
১১৪	মোঃ শফিউদ্দিন মিয়া	-	সাব একাউন্ট্যান্ট, এন,বি পি মাদারীপুর, জেলা ফরিদপুর।	
১১৫	এস,আই, মোকাব্বর আলী	-	ডাবলমুরিং থানা - চট্টগ্রাম।	
১১৬	এস,এম,এ, তাহির	-	ম্যানেজার, ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম।	
১১৭	আজাহারুল হক	-	হিসাব রক্ষক, ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম।	
১১৮	এ,বি,এম, আবদুল খালিক	আলহাজ্ব আঃ জব্বার পন্ডিত	চাতারপিয়ার, থানা- হাজিগঞ্জ জেলা- কুমিল্লা।	
১১৯	বি,কে,এস, রিসাত আলী	এস,আলীয়া বক্স	সহকারী হিসাব রক্ষক, টি এন্ড টি	

Dhaka University Institutional Repository

			বিভাগ।	
১২০	মিঃ জহুর এলাহী বেগ	-	ইন্সপেক্টর, সিকিউরিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ, লাহোর।	
১২১	আবদুর রশীদ	মুহাম্মদ ইমাম উদ্দিন	সিনিয়র ক্লার্ক, পি আই,এ, ঢাকা।	
১২২	আবদুল মান্নান	কালা খান	টেকনিক্যাল ক্লার্ক, এম টি সেকশন, পি,আই,এ, ঢাকা।	
১২৩	মিঃ আবদুল মান্নান	-	এস ডি ই, ভিটিকান্দি, সাব ডিভিশন অব কনষ্ট্রাকশন ডিভিশন নং-৩, আর এন্ড এইচ, কাচপুর, বৈদ্যের বাজার, ঢাকা।	
১২৪	এম, সিন্দিকুর রহমান	-	এস এ ই, ভিটিকান্দি সাব ডিভিশন কাচপুর, বৈদ্যের বাজার, ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

১২৫	মিঃ মোঃ আবুল হোসেন	মিঃ পশিয়া আলী	উজানচর, থানা- গোয়ালন্দ, জেলা- ফরিদপুর।	
১২৬	মুনিরুল ইসলাম	হাজী মোঃ মেহের	উজানচর, থানা- গোয়ালন্দ, জেলা- ফরিদপুর।	
১২৭	তফিজ উদ্দিন	মফিজ উদ্দিন মিয়া -	গ্রাম ও থানা- শিবালয়, ঢাকা।	
১২৮	টি, আহমেদ	মনিরুদ্দিন আহমেদ	গ্রাম- নিহাতপুর, থানা- শিবালয়, জেলা- ঢাকা।	
১২৯	মিঃ জামাল উদ্দিন	-	এ ভি সি, রিজিওনাল সি,এস, ৩নং নয়াপল্টন, ঢাকা।	
১৩০	এইচ, আর, চৌধুরী	-	ডি, এস, পি, হেডকোয়ার্টার, খুলনা।	
১৩১	শেখ ইদ্রিস আলী	মৃত শেখ আজিজুদ্দিন	১নং রায়পুরা রোড, খুলনা।	
১৩২	হাফিজউদ্দিন মিয়া	তাহের উদ্দিন	গ্রাম- থানা, জেলা- ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

১৩৩	আঃ মালেক	আবদুল হাকিম	৩৭, সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম।	
১৩৪	জহিন্দ্র লাল দাস	শ্যাম চরণ দাস	প্রবর্তক সংঘ, এইচ, ই, স্কুল পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।	
১৩৫	মিঃ নুরুল ইসলাম	মফিজউদ্দিন আহমেদ	গ্রাম- রাংগুর, থানা- চান্দিনা জেলা- কুমিল্লা।	
১৩৬	এ.কে. রায়	যামিনী মোহন রায়	ক্লার্ক, গ্রিনভিউ ফিলিং এন্ড সার্ভিং পাম্প, লালবাগ, ঢাকা।	
১৩৭	মিঃ রেজা রব্বানী	মিঃ হুসাইন উদ্দিন	৮১, ল্যাবরেটরি রোড, লালবাগ, ঢাকা।	
১৩৮	ডঃ এস.এম. আনোয়ার	এস.এম.সাইদুল ইসলাম	১১৩, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।	
১৩৯	পাক / ৪০৩৭৮ ইকবাল ওসমানী	-	প্রভোস্ট নং-২, প্রভোস্ট এবং সিকিউরিটি, কোরাঙ্গী ক্রিক, করাচি।	

Dhaka University Institutional Repository

১৪০	মকিম ইউ. কিরমানি (ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট)	-	অর্ডারলি অফিসার, পি. এ .এফ স্টেশন, কোরাঙ্গী ক্রিক, করাচি।	
১৪১	মিঃ জাহিদ বশীর	-	ইউনিট নং- ৪০৬,১৯/৫ ক্লেটন কোয়ার্টার,করাচি-৫।	
১৪২	মিঃ মোঃ জাবির সিদ্দিকী	ওয়াজির হোসেন	৫/১৬, তাজমহল রোড, সি ব্লক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	
১৪৩	কাজী মেজবাহ উদ্দিন	-	ডেপুটি চিফ ম্যানেজার, ইষ্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।	
১৪৪	দৌলত খান	সারোয়ার খান	বাবুপুরা ইলেকট্রিক শপ, ঢাকা।	
১৪৫	আবদুস সোবহান	হিম্মত আলী	৩৭/১২, এফ- ব্লক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	
১৪৬	মিঃ আলী রেজা খান	মুনীরুদ্দিন খান	গ্রাম- নয়াসুরী থানা- নিকলী	

Dhaka University Institutional Repository

			জেলা- ময়মনসিংহ।	
১৪৭	নাজির উদ্দিন	এমারত আলী	১৯৩, মতিঝিল, ঢাকা।	
১৪৮	মুকুল চন্দ্র দত্ত	রবীন্দ্র প্রসাদ দত্ত	আমলাপাড়া, থানা- জামালগঞ্জ জেলা- ময়মনসিংহ।	
১৪৯	মিঃ জয়নুল আবেদীন	মুন্সি সামিরুদ্দিন	১০, আগামসিহ লেন, ঢাকা।	
১৫০	মোঃ নূরুল ইসলাম	মফিজউদ্দিন আহমেদ	গ্রাম- রানীপুর, থানা- চাঁদপুর জেলা- কুমিল্লা।	
১৫১	মোঃ হানিফ	রহিম বক্স মুন্সী	গ্রাম- নয়ানন্দা, থানা- টঙ্গীবাড়ী জেলা- ঢাকা।	
১৫২	মিঃ এম,সিদ্দিক খান	কে, বি, মেজর আলী মোহাম্মদ খান	সার্জন, এম ভি সেকশন, ঢাকা।	
১৫৩	এস,আই,মনিরুদ্দিন আহমেদ	-	কোতোয়ালী থানা, চট্টগ্রাম।	
১৫৪	মোঃ শফিকুর রহমান	কালের বক্স	সহকারী, এম ভি বিভাগীয়কালেক-টরেট, চট্টগ্রাম।	

Dhaka University Institutional Repository

১৫৫	হাজী আবদুল কুদ্দুস	হাজী ওরা মিয়া	গ্রাম- কোয়ালডাংগা, থানা- বোয়ালখালী, জেলা- চট্টগ্রাম।	
১৫৬	এ,এস,আই, মনিরুল হক	-	কোতোয়ালী থানা, চট্টগ্রাম।	
১৫৭	মিঃ এস,এম, হায়দার	মিঃ হোসেন	ম্যানেজার, হাবিব ব্যাংক, পূর্ব লালদীঘি, চট্টগ্রাম।	
১৫৮	মিঃ আতা হাবিস	মিঃ ইসমাইল হারিস	কাটালগঞ্জ আবাসিক এলাকা চট্টগ্রাম, বর্তমানে হাবিব ব্যাংকের শাখা সমূহের সিনিয়র ডেপুটি কন্ট্রোলার।	
১৫৯	মোঃ ইউসুফ	নূর আহমেদ	গ্রাম- গেসাইল দানপুর, থানা- ডবলমুরিং চট্টগ্রাম।	
১৬০	মোঃ ওয়ালীউল্লাহ	হাসান আলী	৫৪৩, নয়াটোলা, তেজগাঁও, ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

১৬১	রুহুল আমীন	আবদুস সালাম	ম্যানেজার, ডিনোফা হোটেল, ফেনী, জেলা- নোয়াখালী।	
১৬২	মিঃ মোঃ সিদ্দিকী	গোলাম মোহাম্মদ সিদ্দিকী	১৬/১০, র‍্যাংকিং স্ট্রিট থানা- সুত্রাপুর, ঢাকা।	
১৬৩	মিঃ রেজা রব্বানী	মিঃ হুসাইন উদ্দিন	৮১, ল্যাবরেটরি রোড, থানা- লালবাগ, ঢাকা।	
১৬৪	দলিল উদ্দিন আহমেদ	গগন আলী মাতবর	গ্রাম- ইল্লাহ, থানা- গৌরনদী, জেলা- বরিশাল।	
১৬৫	লেঃ কর্নেল শের আলী খান	-	আই এস আই ডাইরেক্টর ক্যান্স, ঢাকা।	
১৬৬	মিঃ এম, এম, সাঈদ	এ, ওয়াহিদ	ম্যানেজার, হোটেল গ্রিন, ঢাকা।	
১৬৭	মাখন লাল ঘোষ	-- অভিমন্যু ঘোষ	ক্যাশিয়ার, হোটেল আরজু, ঢাকা।	
১৬৮	মিঃ সোহরাওয়ার্দী	-	ইন্সপেক্টর অব পুলিশ, এস, বি, ইপি, ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

১৬৯	সুখময় বিশ্বাস	দ্বারিকা নাথ বিশ্বাস	গ্রাম- মহিরা, থানা- পটিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম। বর্তমান ঠিকানা- ৪১, রামজয় মহাজন লেন কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।	
১৭০	বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত	মৃত পরশ চন্দ্র দত্ত	হবিলাস দীপ, থানা- পটিয়া জেলা- চট্টগ্রাম।	
১৭১	মিঃ শাহাজান উদ্দিন আহমেদ	-	সেকশন অফিসার, সি ডি এ চট্টগ্রাম।	
১৭২	মিঃ মনোরঞ্জন তালুকদার	-	স্টোনো টু চীফ ইঞ্জিনিয়ার সিডি এ, চট্টগ্রাম।	
১৭৩	আবদুল কাদের	মুহাম্মদ ইসহাক	৬৭, বাটালী রোড, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।	
১৭৪	আলম খান	লাল খান	রিয়াজউদ্দিন রোড, জে এল/১, সিংগার মেশিন মেরামতের দোকান, চট্টগ্রাম	

Dhaka University Institutional Repository

			শহর।	
১৭৫	মিচিল ধর	ভি,সি, ধর	৩, মোহিন দাস রোড, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।	
১৭৬	শম্ভুদাস	হরি প্রসন্ন দাস	৩, মোহিন দাস রোড, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।	
১৭৭	মিঃ আঃ ফাতির সিদ্দিক	-	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা টেলিফোন রেভিনিউ, ঢাকা।	
১৭৮	মিঃ আঃ আমিন উদ্দিন	-	সুপারভাইজার, টেলিফোন রেভিনিউ, ঢাকা।	
১৭৯	মিঃ জি,এম, কাদরী	-	এ,ভি,সি, ঢাকা।	
১৮০	মিঃ এজাজ মোহাম্মদ খান	-	এ,ডি,এম, রাওয়ালপিন্ডি পশ্চিম পাকিস্তান।	
১৮১	মিঃ এ,বি, চৌধুরী	-	ম্যাজিস্ট্রেট, ১ম শ্রেণী, ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

১৮২	আফসার উদ্দিন আহমেদ	-	ম্যাজিস্ট্রেট, ১ম শ্রেণী, ঢাকা।	
১৮৩	মিঃ আঃ মাজিদ কোরাইশী	-	হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ, এ,ভি,ইন্টে লিজেন্স ব্যুরো,রাওয়ালপিন্ডি।	
১৮৪	মিঃ আবদুল কাদের	-	ইন্সপেক্টর, অব পুলিশ, এস, বি, ইপি (হস্তলিপি - বিশেষজ্ঞ) ঢাকা।	
১৮৫	লেঃ কমান্ডার এ, বি, সাঈদ	-	নৌ হেড কোয়ার্টার, করাচি।	
১৮৬	মিঃ এচ, আর, মালিক	-	সচিব, রেলওয়ে ও সড়ক সি,এস,পি পরিবহণ, পুর্ব পাকিস্তান সরকার ঢাকা।	
১৮৭	মিঃ ফজলুর রহমান	-	ইন্সপেক্টর অব পুলিশ, সি আই এ (এস, বি, করাচি)।	
১৮৮	মিঃ এস,এম, মোখতার আহম্মদ	-	ইন্সপেক্টার অব পুলিশ, এইচ, আর্টিলারী ময়দান,	

Dhaka University Institutional Repository

			করাচি।	
১৮৯	মোহাম্মদ জান সিদ্দিকী	-	স্টেট অফিসার, করাচি।	
১৯০	মিঃ আবরার আহমেদ	-	ডি এস পি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, লাহোর।	
১৯১	মিঃ এ, খালেক, (২) পি, পি, এম, পি, এস, পি।	-	স্পেশাল সুপারিন্টেডেন্ট অব পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা।	
১৯২	মিঃ এ, মজিদ, কিউ পি এম পি পি এম	-	স্পেশাল সুপারিন্টেডেন্ট অব পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা।	
১৯৩	মিঃ এ,কে,এম, আসান উল্লাহ	-	ডি এস পি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ এসটি, ঢাকা।	
১৯৪	মিঃ আবদুস সামাদ তালুকদার পি এম জি	-	ইন্সপেক্টর অব পুলিশ এস বি, স্পেশাল টিম, ঢাকা।	
১৯৫	মিঃ জিয়াউল খান লোদী	-	ইন্সপেক্টর অব পুলিশ এস বি, স্পেশাল টীম, ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬	মিঃ সিরাজুল ইসলাম	-	ইন্সপেক্টর অব পুলিশ এস বি, স্পেশাল টিম, ঢাকা।	
১৯৭	মিঃ মোহাম্মদ ইসরাইল	-	ইন্সপেক্টর অব পুলিশ এস বি, স্পেশাল টিম, ঢাকা।	
১৯৮	মিঃ আঃ ছাত্তার চৌধুরী	-	ইন্সপেক্টর অব পুলিশ এস বি, স্পেশাল টিম, ঢাকা।	
১৯৯	লেঃ কমান্ডার সৈয়দ ফজল রব	-	এস ও এন,এ, নৌ হেড কোয়ার্টার, করাচি।	
২০০	ওয়াচার এফ. সি মোহাম্মদ ইসমাইল	-	কে/অব সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ করাচি।	
২০১	নওয়াব আলী	আতাহার আলী	গ্রাম- গোলরা থানা- সিংগাইর জেলা- ঢাকা।	
২০২	জনাব জেড, এইচ, চৌধুরী	-	প্রধান পরিসংখ্যান অফিসার, ২৮, নয়াপল্টন, ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

২০৩	জনাব সিরাজুল ইসলাম	-	এসিস্ট্যান্ট এস,বি, সেন্সর বিভাগ, ঢাকা।	
২০৪	ডাঃ এস, এম, রব	-	এসোসিয়েড প্রফেসর অব মেডিসিন, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ,ঢাকা।	
২০৫	ডাঃ এ, ওয়াদুদ (প্যাথলজিস্ট)	-	৪৭ নং বাড়ী, রোড নং- ৩, ধানমন্ডি, ঢাকা।	
২০৬	আবু রেজা খান	মরহুম মনির উদ্দিন খান	গ্রাম- নৈসিরি থানা- নিকলি জেলা- ময়মনসিংহ।	
২০৭	এ, কে, এম, বরকতুল্লাহ	মোহাম্মদ আবেদ	৫৩, পুরানাপল্টন, ঢাকা।	
২০৮	জনাব এস, ইসমাইল	-	প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা।	
২০৯	আনোয়ার জাহিদ	দিলওয়ার হোসেন	৬৪, আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা।	
২১০	আর, এ, ফারুকী	মৃত নাসের আহাম্মদ ফারুকী	৭/৮, কায়েদে আজম রোড,	

Dhaka University Institutional Repository

			তেজগাঁও, ঢাকা।	
২১১	খাজা মোহাম্মদ শফি	-	জিয়া এন্ড কোম্পানির মালিক, করাচি।	
২১২	মোহম্মদ এ, ওয়াজেদ	আবদুল আজিজ	আর, ও কোয়ার্টার,নং এফ/২৫/৪, আবিসিনিয়া লাইন্স, করাচি।	
২১৩	সিদ্দিকুর রহমান,	-	সার্ভে অফিসার, সি, এস, ও করাচি।	
২১৪	মুজিবুর রহমান	মৃত কেতাউল্লা	কেরানী, সি, এম, এইচ, করাচি।	
২১৫	এম, এ, কাদের	আবদুল আলীম	সহকারী এস্টেট অফিসার,পাশ্চম পাকিস্তান সরকার,করাচি।	
২১৬	জনাব গুল জওয়াহের,	-	পোস্ট মাস্টার, মানোরা, করাচি।	
২১৭	সিরাজুল ইসলাম	মৃত মদ্দ এলাহি,	২০ গোপীবাগ তৃতীয় গলি, ঢাকা।	

Dhaka University Institutional Repository

২১৮	এস, ভি, এম, খালিম উল্লাহ	রহিমুল্লাহ	উপাসরা, থানা- কোতওয়ালী, রংপুর।	
২১৯	জয়নাল আবেদীন	আবদুল কালাম	চন্দ্র দিঘলয়ার, থানা- গোপালগঞ্জ, জেলা- ফরিদপুর।	
২২০	মেজর এ,বি, নাসির	-	কুর্মিটোলা, ঢাকা।	
২২১	নায়েক বশির আহম্মদ	-	কুর্মিটোলা, ঢাকা।	
২২২	জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান	-	সি, এস, পি, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শ্রম বিভাগের ডিরেক্টর, ঢাকা।	
২২৩	জনাব এম, এস, খান	-	এ, ডি, সি, ঢাকা।	
২২৪	জনাব এফ, এইচ, মির্জা	-	এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, পি, আই, এ , ঢাকা।	
২২৫	জনাব অতিবর রহমান চৌধুরী	-	ও,সি, কোতওয়ালী থানা , চট্রগ্রাম।	

Dhaka University Institutional Repository

২২৬	জনাব এ, মুন্নাফ	-	হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ, সি, আই, ডি, ঢাকা।	
২২৭	-	-	ও, সি, মাদারীপুর।	
২২৮	হাবিলদার নবাব আলী	-	ই, পি, আর।	
২২৯	হাবিলদার ইনসাব আলী	-	ই, পি, আর।	
২৩০	হারুন-অর-রশিদ খান	-	এসিস্ট্যান্ট সেশসন জজ, ১০৭, ডি, এন, সেন রোড, ঢাকা।	
২৩১	ইখলাক হোসেন		পি, আই, এ, করাচি।[২৭]	

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য প্রমাণাদির তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	তথ্যাদির বর্ণনা	আদালতে যেভাবে প্রদর্শিত হয়েছে	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১.	করাচিতে মিয়া সাহেবের (মোঃ আমীর হোসেন মিয়া) নিকট ঢাকা থেকে ১৩ আগস্ট, ১৯৬৫ তারিখে সুলতানের চিঠি।		
২.	ঢাকা থেকে লেখা সুলতানের তারিখ বিহীন চিঠি করাচিতে মিয়া সাহেবের নিকট।		
৩.	১৯৬৫ সালের ২৯শে নভেম্বর চট্টগ্রাম থেকে এম রহমানের চিঠি করাচিতে হোসেন সাহেবের নিকট।		
৪.	'এম' স্বাক্ষরিত একটি চিঠি, তারিখ অস্পষ্ট চট্টগ্রাম থেকে করাচিতে হোসেন সাহেবের নিকট।		
৫.	করাচি থেকে ১৯৬৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি 'আলো'র চিঠি ঢাকাতে 'উল্কা'র কাছে।		
৬.	'আলো'র চিঠি (লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম) করাচি থেকে ঢাকাতে 'উল্কা'র (আমীর হোসেন) নিকট, তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি,		

Dhaka University Institutional Repository

	১৯৬৬।		
৭.	করাচি থেকে 'আলো'র পাঠানো একটি টেলিগ্রামের কপি, ঢাকাতে আমীর হোসেনের ঠিকানায় তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।		
৮.	১৯৬৬ সালের ৪ঠা মার্চ করাচি থেকে 'আলো'র চিঠি ঢাকাতে মিয়া সাহেবের নিকট।		
৯.	লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের করাচি থেকে ঢাকায় আমীর হোসেনের কাছে লেখা চিঠি, তারিখ ১৯ মার্চ, ১৯৬৬।		
১০.	করাচি থেকে ১ এপ্রিল ১৯৬৬ তারিখে মোয়াজ্জেমের ঢাকাতে আমীর হোসেনের কাছে লিখা চিঠি।		
১১.	১৯৬৬ সালের ৬ এপ্রিল করাচি থেকে ঢাকাতে আমীর হোসেনের নিকট মোয়াজ্জেমের লেখা চিঠি।		
১২.	৬ এপ্রিল ১৯৬৬ করাচি থেকে ঢাকাতে আমীর হোসেনের কাছে মোয়াজ্জেমের পাঠানো টেলিগ্রামের একটি কপি।		
১৩.	৮ এপ্রিল ১৯৬৬ করাচি থেকে মোয়াজ্জেমের লেখা চিঠি, ঢাকাতে আমীর		

Dhaka University Institutional Repository

	হোসেনের নিকট।		
১৪.	'বাংলাদেশ' 'বেতার বাণী' প্রভৃতি লেখা এক টুকরো কাগজ, তারিখ উল্লেখ নেই।		
১৫.	'বেঙ্গল এয়ার ফোর্স', 'বাংলা সরকার' প্রভৃতি শব্দ সম্বলিত এক টুকরা কাগজ।		
১৬.	অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ-এর বর্ণনা দেয়া চার টুকরা কাগজ।		
১৭.	পূর্ব পাকিস্তানের ভাঁজকরা ও সযত্নে রক্ষিত একটি প্রাদেশিক মানচিত্র।		
১৮.	আমীর হোসেনের কাছে এম. রহমানের লেখা তারিখ বিহীন একটি চিঠি।		
১৯.	ডায়েরির পাতায় লেখা শপথবাক্য প্রভৃতি বিষয়ক নোট।		
২০.	ছদ্মনাম সম্পর্কিত নোট।		
২১.	আসামী আলী রেজার লেখা ১৯৬৭ সালের বার্মা ইস্টার্ন ডায়েরি।		
২২.	পেশোয়ারের জন হোটেলের একটি বিল, বিল নং- ১৮, তারিখ- ৪ নভেম্বর, ১৯৬৭।		
২৩.	পি.এ.এফ. থেকে এ.বি.এম.এ. সামাদের অব্যাহতি দান সম্পর্কিত প্রমাণ পত্র।		
২৪.	এ.বি.এম.এ. সামাদের সার্ভিস এবং পে - বুক		

Dhaka University Institutional Repository

২৫.	এ.বি.এম.এ. সামাদের ১৯৬৭ সালের রূপালী ডায়েরি।		
২৬.	এম. এম. রমিজের দরখাস্ত, তারিখ- ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২।		
২৭.	ডেপুটি কমিশনার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, ঢাকা- অফিসের ইস্যুরেজিস্টার, তারিখ- ২৫ জুন, ১৯৬২।		
২৮.	'পেপার কাটিং' দৈনিক ইত্তেফাক, তারিখ- ১৮ নভেম্বর, ১৯৬৫।		
২৯.	২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ তারিখের ঢাকা হোটেলের রেজিস্টার।		
৩০.	আমীর হোসেনের জয়েনিং রিপোর্ট।		
৩১.	হোটেল মিশকা'র রেজিস্টার, চট্টগ্রাম ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।		
৩২.	হোটেল গ্রিন' এর রেজিস্টার, ১৫ মার্চ ১৯৬৬ এবং ২৪ এপ্রিল, ১৯৬৬।		
৩৩.	হোটেল শাহজাহান'এর বিল বই, ২৫ মার্চ ১৯৬৬ থেকে ২৭ মার্চ, ১৯৬৬।		
৩৪.	৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার জন্য আমীর হোসেনের খসড়া দরখাস্ত, ৩১ মার্চ, ১৯৬৬।		

Dhaka University Institutional Repository

৩৫.	খসড়া ইস্যু রেজিস্টার, ১ মার্চ, ১৯৬৬।		
৩৬.	৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার জন্য খসড়া দরখাস্ত ৩১শে মার্চ, ১৯৬৬।		
৩৭.	গ্রিন ভিউ পেট্রোল ফিলিং এন্ড সার্ভিসিং পেট্রোল পাম্পের বিক্রয় রেজিস্টার, ১ এপ্রিল ১৯৬৬।		
৩৮.	গ্রিন ভিউ পেট্রোল পাম্পের স্টাফ রেজিস্টার ১ এপ্রিল, ১৯৬৬।		
৩৯.	ড্রাইভার নওয়াব আমীরের চারিত্রিক সার্টিফিকেট ৩০ এপ্রিল, ১৯৬৬।		
৪০.	একটি বাড়ি ভাড়ার জন্য চুক্তিপত্র, ২ মে ১৯৬৬।		
৪১.	লেজার বুক, ১৯ আগস্ট, ১৯৬৬।		
৪২.	৪০০০ (চার হাজার) টাকার এস.বি. একাউন্টের পে-ইন-স্লিপ, ১৯ আগস্ট, ১৯৬৬।		
৪৩.	১১,০০০ (এগার হাজার) টাকার জন্য হাবিব ব্যাংকের চেক, ২৪ আগস্ট, ১৯৬৬।		
৪৪.	৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদানের		

Dhaka University Institutional Repository

	প্রাদেশিক রশিদ, ২৪ আগস্ট, ১৯৬৬।		
৪৫.	স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমানের এস.বি. একাউন্ট, ৩১ আগস্ট, ১৯৬৬।		
৪৬.	১১,০০০ (এগার হাজার) টাকার জন্য প্রাদেশিক রশিদ, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬।		
৪৭.	২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ সালের প্রাদেশিক রশিদ বই এবং ২৪ আগস্ট ১৯৬৬ সালের হাবিব ব্যাংকের বাতিল চেক।		
৪৮.	৪,৫০০ (চার হাজার পাঁচ শত) টাকা তোলার জন্য স্টুয়ার্ট মুজিবর রহমানের চেক, তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬।		
৪৯.	মোটর গাড়ির রেজিস্টার সার্টিফাইড কপি, চট্টগ্রাম, তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬।		
৫০.	৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ) টাকা তোলার জন্য মুজিবুর রহমানের চেক, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬।		
৫১.	৯১৯৯ নং জীপের ব্লু বুক।		
৫২.	গ্রিন ভিউ পেট্রোল পাম্পের বিল রেজিস্টার।		
৫৩.	বিভিন্ন তারিখের ফেরীর কার্গো ইনভয়েস বুক।		

Dhaka University Institutional Repository

৫৪.	বিভিন্ন তারিখের ফেরির কার্গো ইনভয়েস বুক।		
৫৫.	ঢাকা-দাউদকান্দির মধ্যবর্তী ফেরিঘাটের লগ বুক।		
৫৬.	মাদারীপুর থানার রিসিপ্ট রেজিস্টারের পার্ট-২, ভল্যুম-১।		
৫৭.	লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের বিভিন্ন তারিখের টি.এ.বিল. মোট ১২টি।		
৫৮.	কে.এম.এস. রহমান সি.এস.পি'এর একটি চিঠির ফটোস্ট্যাটের নেগেটিভ।		
৫৯.	৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার পে-ইন-স্লিপ তারিখ ৮ অক্টোবর, ১৯৬৬।		
৬০.	হিলম্যান গাড়ী নং- ৯৫৯১ এর ব্লু বুক তারিখ ১৭ জানুয়ারি, ১৯৬৬।		
৬১.	মিঃ এম.এম. রমিজের ব্যক্তিগত ফাইল, তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭।		
৬২.	লেঃ মোয়াজ্জেমের আই. ডব্লিউ.টি.এ-তে জয়েনিং-এর অরিজিনাল রিপোর্ট, তারিখ ১১ মার্চ, ১৯৬৭।		
৬৩.	আর্ট এবং ফটোগ্রাফিক একখানা ফ্রেঞ্চ বাউন্ড বুক (নেগেটিভ বুক), তারিখ ২৭ মার্চ, ১৯৬৭।		

Dhaka University Institutional Repository

৬৪.	আলী রেজার নিকট বাড়ি ভাড়ার জন্য এম.আর. রব্বানীর ইস্যুকৃত ভাড়ার বিল, মার্চ, ১৯৬৭ থেকে আগস্ট ১৯৬৭।		
৬৫.	স্টুয়ার্ট মুজিবর রহমানের পরিত্যক্ত কাগজপত্র, তারিখ ৩ এপ্রিল, ১৯৬৭।		
৬৬.	বাড়ি ভাড়া করার জন্য কুদরতুল্লাহ এবং এম. রহমানের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির দলিল, তারিখ- ৪ এপ্রিল, ১৯৬৭।		
৬৭.	ক্যাশ মেমো বই, ১৪ এপ্রিল ১৯৬৭।		
৬৮.	পি, আই, এ, ইনভেয়স, তারিখ ২১ এপ্রিল ১৯৬৭।		
৬৯.	শেখ মুজিবুর রহমানের একটি এস.বি. কাউন্ট খোলার ফরম, নং- ১০৯৯৯(৫), তারিখ ৪ মে, ১৯৬৭।		
৭০.	রিসালদার এ.কে.এম. শামসুল হকের ফিটনেস এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, তারিখ ৪ মে, ১৯৬৭।		
৭১.	হোটেল ডিনোফার রেজিস্টার, ১১ জুলাই, ১৯৬৭।		
৭২.	শুভপুর ব্রিজের টোল সংগ্রহের বই।		
৭৩.	মিঃ এম.এম. রমিজের প্রতি সহকারী		

Dhaka University Institutional Repository

	কমিশনার, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জারীকৃত কারণ দর্শাও নোটিশ, তারিখ-১৯ জুলাই, ১৯৬৭।		
৭৪.	একাউন্ট খোলার ফরম- এফ. ৫৮ চলতি একাউন্ট নং- ৩২৫১, তারিখ ২৪ জুলাই, ১৯৬৭।		
৭৫.	মানিক চৌধুরীর নামে ইস্যুকৃত ভাড়ার রশিদ আগস্ট ১৯৬৭ থেকে ডিসেম্বর ১৯৬৭।		
৭৬.	খুরশীদা বেগম এবং আলী রেজার মধ্যেকার লিজ চুক্তি ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭।		
৭৭.	স্টুয়ার্ট মুজিবের ড্র করা ৫০০ (পাঁচশত) টাকার একটি বেয়ারার চেক।		
৭৮.	শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রদত্ত ৫০০ (পাঁচশত) টাকার একটি চেকের কাউন্টার ফয়েল, তারিখ- ১২ অক্টোবর, ১৯৬৭।		
৭৯.	জান'স হোটেল, পেশোয়ারের দর্শনার্থী রেজিস্টার, ৪ নভেম্বর, ১৯৬৭।		
৮০.	আলী রেজার নাম সম্বলিত পি, আই, এ-এর অরিজিনাল প্যাসেঞ্জার মোনফেটো, ৮ নভেম্বর ১৯৬৭।		
৮১.	আমীর হোসেনের নোটসহ ঢাকা পি, এস,		

Dhaka University Institutional Repository

	ও-এর নোট সিট, তারিখ ১৭ নভেম্বর, ১৯৬৭।		
৮২.	৪৫ (পয়তাল্লিশ) টাকা তোলার জন্য এম. রহমানের চেক, ১৮ নভেম্বর ১৯৬৭।[১৮]		

প্রাপ্ত বস্তুসামগ্রীর তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	তথ্যাদির বর্ণনা	আদালতে যেভাবে প্রদর্শিত হয়েছে	মন্তব্য
১.	মস্কোভিচ গাড়ী নং- ইবিসি ৭৯৭৬ পি আই এ গাড়ী নং- ২৬৬৮, পূর্বের নং- কে এ ই ৩১৯৪।		
২.	৯১৩৯ নম্বর বহনকারী একটি জিপ।		
৩.	ই বি এ ৯১০০ নম্বর বহনকারী একটি ফিয়াট গাড়ী ১১০/ডি মডেল।		
৪.	হিলম্যান ইম্প, গাড়ী নং- ৯৫৯১।		
৫.	৬৮২৯/৬ নম্বর বহনকারী একটি টেলিফোন সেট।		

Dhaka University Institutional Repository

৬.	একটি হ্যান্ড গ্রেনেড।		
৭.	নীল রংয়ের ব্যাক্সিনের একটি হাত ব্যাগ।		
৮.	ছোট তালা।		
৯.	ঐ তালার একটি চাবি।		
১০.	একটি পলিথিনের ব্যাগ।[২৯]		

উপসংহারঃ

যদিও ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত আগরতলা মামলাকে আইয়ুব সরকারের মিথ্যা মামলা বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেদিন যদি এই মামলাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাহার করার দাবি না করা হতো এবং সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যদি না আগরতলা মামলার জন্য গঠিত স্পেশাল ট্রাইব্যুন্যালে আগুন ধরিয়ে মামলার কাগজ পত্র পুড়িয়ে না ফেলত তাহলে আইয়ুব বিচ্ছিন্নতাবাদী বা দেশদ্রোহিতার দায়ে ঐ সমস্ত বীরদের ফাঁসিতে ঝুলাতো। ফলে বাংলার স্বাধীকার আন্দোলন চিরতরে স্তিমিত হয়ে যেত। আগরতলা মামলার ঘটনাদি বিশ্লেষন করে এবং অভিযুক্তদের ও তাদের পরিবারবর্গের সাথে আলাপ করে জানা গেছে আসলেই এই মামলার অভিযুক্তরা ভারতের সহায়তায় দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

যাদের সাথে আলাপ করা হয়েছে তারা হচ্ছেনঃ-

১। এ,বি,এম আব্দুস সামাদ অভিযুক্ত নং-৮

২। বিধান কৃষ্ণ সেন অভিযুক্ত নং-১৩

৩। মিঃ খান মোহাম্মদ শামচুর রহমান অভিযুক্ত নং-১৯

৪। ক্যাপ্টেন এ শওকত আলী মিয়া অভিযুক্ত নং-২৬

৫। সার্জন্ট আব্দুল জলিল অভিযুক্ত নং-২৯

৬। বেগম কহিনুর হোসেন (শহীদ লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন অভিযুক্ত নং-২ এর স্ত্রী)

৭। সুলতানা মুজিব (শহীদ স্টুয়ার্ট মুজিব অভিযুক্ত নং-৩ এর স্ত্রী)

৮। হাচিনা রহমান (মরহুম ফজলুর রহমান অভিযুক্ত নং-৬ এর স্ত্রী ও গ্রীনভিউ পেট্রোল পাম্পের মালিক)

একথাও স্বীকার করেছেন যে, বিভিন্ন সময়ে তারা এ বিষয়ে শেখ মুজিবের সাথেও বৈঠক করেছেন। সেদিন দেশের ও স্বাধীকার আন্দোলনের স্বার্থে যেমন এই মামলাকে মিথ্যা ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করা প্রয়োজন ছিল আজ তেমনি সত্যের উৎঘাটন করে সশস্ত্র বিপ্লবের শেকড় সন্ধানে মামলাটির সত্য প্রকাশ করাও আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

তথ্যসূত্র

১। প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহম্মেদ, মোনায়েম সরকার, ডঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১ সম্পাদনা- ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং। পৃঃ.নং ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩ইং। পৃঃ.নং ৭১।

২। আব্দুর রউফ, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন। ঢাকা, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ১৯৯২ইং। পৃঃ নং ৩২-৩৩।

৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ নং ৩৩।

৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ নং ৩১।

৫। আবদুর রউফ, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন। ঢাকা, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ১৯৯২ইং। পৃঃ নং ৪৪-৪৫।

৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ নং ২২।

৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ নং ৪৪-৪৫।

৮। বিগ্রেডিয়ার খুরশিদ-উদ্দিন- আগরতলা মামলা, মুক্তিযুদ্ধ ৭১, বাঙালীর নতুন ইতিহাস, মোহাম্মদ সাদাৎ আলী সম্পাদিত। ঢাকা, জননী পাবলিসার্স, ১৯৯৯ইং। পৃষ্ঠা- ৫৩-৫৪।

৯। এডভোকেট সাহিদা বেগম, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বাংলার স্বাধীনতা। ঢাকা, মুন্নী প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং। পৃঃ নং ৩০-৩১।

১০। আব্দুর রউফ, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন। ঢাকা, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ১৯৯২ইং। পৃঃ নং ৪৫-৪৭।

১১। সাহিদা বেগম, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০ইং। পৃঃ নং ১৫।

১২। মোস্তাক আহমেদ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেন। ঢাকা, সুমনা প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কস, ৩২৬ পশ্চিম রামপুরা, ১৯৮০ইং। পৃঃ নং ১৮-২০।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। পূর্বোক্ত পৃঃ নং ২০।

১৪। সাহিদা বেগম, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০ইং। পৃঃ নং ১৪।

১৫। মোস্তাক আহমেদ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিপ্লবী মোয়াজ্জেম। ঢাকা, সুমনা প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কস, ১৯৮০ইং। পৃঃ.নং ২২-২৪।

১৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ নং ২৪-২৫।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ নং ২৫-২৯।

১৮। পূর্বোক্ত, পৃঃ নং ২৫-৩৫।

১৯। এ্যাডভোকেট সাহিদা বেগম- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন। ঢাকা, মুন্নী প্রকাশনী ১৯৯৯ইং। পৃঃ নং ৩৫।

২০। পূর্বোক্ত, পৃঃ নং ৩৫-৩৬।

২১। পূর্বোক্ত, পৃঃ নং ৩৬-৩৭।

২২। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এম, এ সামাদ, অভিযুক্ত নং- ৮, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

২৩। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত - বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র। দ্বিতীয় খন্ড। ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২ইং। পৃঃ. নং ৩০৩-৩৫৮।

২৪। পূর্বোক্ত

২৫। পূর্বোক্ত

২৬। কোহিনূর হোসেন (শহীদ লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ত্রী) এর নিকট সংরক্ষিত নথি থেকে সংগৃহিত।

২৭। পূর্বোক্ত

২৮। পূর্বোক্ত

২৯। আব্দুর রউফ, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন। ঢাকা, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ১৯৯১ইং। পৃঃ.নং ২১২।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান ও আগরতলা মামলা

আগরতলা মামলা শুরু হওয়ার পর থেকেই পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হতে থাকে। ১৯৬৮ সালের জুন মাস থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাত, আট মাস ধরে এ মামলার শুনানি ও জেরার কাজ চলছিল। এ সকল শুনানির বিবরণ প্রত্যেক দিন পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ঐ বিবরণী পাঠ করে বাংলার মানুষ জানতে পারল পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগণ পূর্ব বাঙলাকে কি রকম পাশবিকভাবে শোষণ করেছিল। আরো জানতে পারে বাঙলার মুক্তির জন্য এসব বীরেরা কিভাবে কাজ করে গেছে ।[১]

আগরতলা মামলা চলাকালীন সময়ে বাঙালিদের সম্পর্কে পাঞ্জাবি হাবিলদার কটূক্তি করায় অত্র মামলার ৩নং আসামী বীর সেনানী স্টুয়ার্ট মুজিব কাঠের রেলিং বেয়ে উপরে উঠেন এবং ঐ জবরদস্ত হাবিলদারের গালে সজোরে চপেটাঘাত করেন। যা এ বীরদের দেশপ্রেম ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দেয়।[২]

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্রদোহীতার এ মামলায় নিশ্চিত ফাঁসি জেনেও এ মহান বীরেরা মাথা নত করে দেশ ও জাতির সাথে বেঈমানী করেনি।

১৯৬৬ সালের ৭ই জুনের গণআন্দোলনের পর যখন আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা ও কর্মী কারারুদ্ধ হন তখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক কার্যক্রমে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দিয়েছিল। আগড়তলা মামলাকে কেন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতা বিশেষত ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (দুই অংশ) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এ গণআন্দোলন সৃষ্টির কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ছাত্র নেতাদের ১১ দফা ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল ।[৩]

উল্লিখিত ছাত্র সংগঠন সমূহ একটা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেছিল। এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে ১৯৬৯ সালে ১১ দফার ভিত্তিতে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এ এগার দফায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দাবী এবং ছয়দফার মূল বিষয়সমূহও সন্নিবেশিত ছিল।

এ গণআন্দোলনে সমগ্র দেশের জনগণ এবং ছাত্র সমাজ এমন তীব্রভাবে অংশগ্রহণ করে ফলে সরকারী ছাত্র সংগঠন এন.এস.এফ দলেও ভাঙ্গন ধরে। এর এক অংশ এগার দফা আন্দোলনে যোগ দেয়।[৪]

১৯৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা চলাকালীন ঢাকা সেনানিবাসে বন্দী থাকা অবস্থায় পাক হানাদারেরা সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। মৃত্যুর আগের দিন অর্থাৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে বিভিন্ন এলাকা থেকে বাঙালি ছেলেমেয়েরা অনেকেই বিবস্ত্র অবস্থায় অভাবের তাড়নায় অভিযুক্তদের উচ্ছিষ্ট খাবার নিতে চাইলে পাকিস্তানী সৈন্যরা এদের ভীষণ মারধর ও গালাগালি করে।

Dhaka University Institutional Repository

এতে মামলার অভিযুক্তরা প্রতিবাদ করে। সার্জেন্ট জহুরুল হক, স্টুয়ার্ট মুজিবর রহমান ও সুলতানুদ্দিন আহম্মদ এ প্রতিবাদের নেতৃত্ব দেন। ফলে রাতেই পাকিস্তানিরা এদের তিনজনকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। পরের দিন ভোরে পাহারাদানরত স্টুয়ার্ট মুজিবর রহমান ও সুলতানুদ্দিন আহম্মদকে জোর করে রুম থেকে বের করে নেয়ার চেষ্টা করে কিন্তু পারেনি। পরে ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকের সাথে সার্জেন্ট জহুরুল হক বাথরুমে যাবার পথে পাহারাদার পিস্তল দিয়ে গুলি করলে দুজনেই গুরুতরভাবে আহত হন এবং ঢাকা সি.এম.এইচে ফ্লাঃ সাঃ ফজলুল হক বেঁচে যান এবং সার্জেন্ট জহুরুল হক শাহাদাৎ বরণ করেন।

এ জঘন্যতম হত্যার প্রতিবাদে বাংলার ছাত্র-জনতা, কৃষক-শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী তথা সর্বস্তরের মানুষ তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ফলে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। আর এ পথ ধরেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা অর্জিত হয়।[৫]

'সার্জেন্ট জহুরুল হকের জানাজার পরে তার লাশ নিয়ে মিছিল বের হয়। মিছিল ক্রমে জঙ্গীরূপ ধারণ করে। জনতা সন্দেহ করে শেখ মুজিব সহ মামলার অন্যান্য অভিযুক্তদের জীবনও নিরাপদ নয়। তাই জনতার বিক্ষোভ দ্রুত বেড়ে যায়। আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতির বাসভবন ও একজন মন্ত্রীর বাড়িতে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা আগুন ধরিয়ে দেয় এবং পুলিশ গুলি চালালে জনতা বন্দুক কেড়ে নেয়। মুহূর্তের মধ্যে ঢাকা শহর বিক্ষোভে ভরে যায়।[৬]

১৫ই ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) সন্ধ্যায় ঢাকা শহরে সেনাবাহিনী নিয়োগ

Dhaka University Institutional Repository

করা হয় এবং সন্ধ্যা থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। এরপর ১৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে বিরতিহীন ভাবে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক ডঃ জোহাকে নির্মমভাবে হত্যার খবর ঢাকায় পৌঁছামাত্র হাজার হাজার জনতা সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে রাস্তায় বের হয়। রাজধানীতে প্রবল উত্তেজনা বাড়তে থাকে। সেদিন অনেক লোক পাক বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারায় ফলে দ্রুত বিক্ষোভের মুখে সরকার ১৯ তারিখ সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করে এবং ২১শে ফেব্রুয়ারিতে প্রদেশব্যাপী সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করে।

২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সরকার ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অর্ডিন্যান্স ১৯৬৮ নামক অধ্যাদেশটি প্রত্যাহার করে। এর ফলে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান' মামলা তথা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যায়। কারণ ঐ অধ্যাদেশ বলেই এ মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল।[৭]

২২শে ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের পর শেখ মুজিবুর রহমান সহ অন্যান্য অভিযুক্তরা মুক্তি লাভ করেন। পরদিন ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক গণসংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এ সভায় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক জনাব তোফায়েল আহম্মদ পূর্ববাংলার জনগণের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দানের প্রস্তাব করলে সমবেত জনতা

Dhaka University Institutional Repository

বিপুল করতালির মাধ্যমে তা সমর্থন করে এবং শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু উপাধি লাভ করেন ।[৮]

উপসংহারঃ

১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ফলে রাজনৈতিক উত্তেজনা তীব্র আকার ধারন করে। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল। ছাত্র নেতাদের ১১ দফা উনসত্তরের গণআন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষ করে এ মামলার অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হকের হত্যা আন্দোলনের ধারাকে আরও বেগবান করে তোলে। ফলে গণআন্দোলন পরিণত হয় গণ অভ্যুত্থানে।

Dhaka University Institutional Repository

'৭০' এর নির্বাচন

শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ১০ইং মার্চ পিন্ডিতে যে সর্বদলীয় গোল টেবিল বৈঠক আহবান করেন তাতে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো ছাড়া পাকিস্তানের অন্য সকল রাজনৈতিক নেতাই যোগদান করেন। এ বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। ২৫শে মার্চ তারিখে আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন ।[৯]

২৫শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তবে তিনি ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ এবং আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করেন। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদ ও পাকিস্তানের ৫টি প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক বন্যার প্রেক্ষিতে ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ এবং ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ স্থির হয়। নির্বাচনের প্রস্তুতির মুখে ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলবর্তী অঞ্চলে, বিশেষত নোয়াখালী ও পটুয়াখালী অঞ্চলে ইতিহাসের সবচেয়ে প্রলয়ঙ্কর সাইক্লোন ও জলোচ্ছাস আঘাত হানে। এ মহা প্রলয়ে অন্তত দশ লাখ লোক এবং সমস্ত জনপথ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু পাকিস্তানের প্রচার মাধ্যমগুলি এ বৃহৎ ট্রাজেডিকে চাপা

Dhaka University Institutional Repository

দিতে চেষ্টা করে ও চরম অবহেলা এবং ঔদাসীন্য দেখায়। দেশ-বিদেশের প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে বিশ্ববাসী এ করুণ কাহিনী অবগত হয়ে সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে ।[১০]

মাওলানা ভাসানী দুর্গত অঞ্চল সফর করে ২৩শে নভেম্বর (১৯৭০) পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দেন এবং দুর্গত অঞ্চলের এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন। এ জনসভায় তিনি পাকিস্তান সরকারের পদত্যাগ দাবী করেন এবং "পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ" শ্লোগান তোলেন।[১১]

শেখ মুজিব উপদ্রুত অঞ্চলে দশদিন সফর ও রিলিফ বিতরণ শেষে ঢাকায় ফিরে এসে ২৬শে নভেম্বর এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বর্ণনা করেন এবং পাকিস্তান সরকারের চরম অবহেলার কথা উল্লেখ করেন ।[১২]

এদিকে সম্মিলিত উদ্যোগে ৪ঠা ডিসেম্বর পল্টনে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় জোটভুক্ত ছিল ন্যাপ (ভাসানী), জাতীয় লীগ (আতাউর রহমান খান) ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (পীর মোহসেন উদ্দীন)। ঐ প্রতিবাদ সভায় মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান" প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করেন। অপর দুই নেতা আতাউর রহমান খান এবং পীর মোহসেন উদ্দীন মাওলানা ভাসানীর দাবীর প্রতি সমর্থন জানান। সভায় "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান" প্রতিষ্ঠার দাবীতে প্রস্তাব গৃহীত হয় ।[১৩]

আরো আগে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার সমর্থনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ দাবী তুলে ছিল "হয় ছয় দফা নয় এক দফা"।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় বামপন্থীদের শ্লোগান ছিল "স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা" কায়েম কর। গণঅভ্যুত্থানের সময় 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি'র নামে প্রচারিত একটি প্রচার পত্রে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচী' পেশ করা হয়।[১৪]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রথমে ১ নম্বর পরে ২ নম্বর অভিযুক্ত লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ২৪শে মার্চ ১৯৭০ তার এলিফেন্ট বোডস্থ বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। শাসনতান্ত্রিক উপায়ে স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নটির সমাধানের সুপারিশ করে তিনি বলেন, প্রস্তাবিত গণপরিষদের প্রথম বৈঠকেই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কথা ঘোষণা করার কথা বলেন। অতপর দু-অঞ্চলের পরিষদ সদস্যগণ পৃথক পৃথক ভাবে আঞ্চলিক শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু নিয়ে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র তৈরি করতে পারে। তিনি বলেন পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের সমস্যাটি পূর্ববাংলার গণপ্রতিনিধিগণই সমাধান করবেন। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসনের সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। তিনি আরও মত প্রকাশ করে বলেন যে,

স্বতন্ত্র সেনাবাহিনীঃ

দেশের দুঅঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী গঠন করা উচিত। না হলে দেশের বর্তমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বজায় রেখে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হলে তা যথার্থ হবেনা।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প জাতীয়করণঃ

এক লাখ টাকা মূল্যের উর্ধ্বে দেশের সকল শিল্প জাতীয়করণ করতে হবে। তবে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলোকে অবিলম্বে জাতীয়করণ করতে হবে। মনোপলী ব্যবসা ভেঙ্গে দিতে হবে। সড়ক রেল ও নৌপরিবহণ সম্পূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন। আগরতলা মামলার অভিযুক্তদের মধ্যে কর্পোরাল এ.বি.এম সামাদ, এল.এস. সুলতানউদ্দীন, স্টুয়ার্ট মুজিব ও সুবেদার তাজুল ইসলাম ।[১৫]

অতপর ১ দফার দাবী আদায়ের লক্ষ্যে অর্থাৎ "পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা" আদায়ের লক্ষ্যে গঠন করেন একটি সংগঠন যার নাম ছিল "লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি।"

উক্ত কমিটির সভাপতি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন সাধারণ সম্পাদক এ.বি.এম. আব্দুস সামাদ। স্টুয়ার্ট মুজিবর সাংগঠনিক সম্পাদক, এল.এস. সুলতান উদ্দিন আহমদ এবং সার্জেন্ট জলিলকে যুগ্ম সম্পাদক, সুবেদার তাজুল ইসলাম, রিসালদার সামছুল হক, এল.এস. নূর মোহাম্মদ, ফ্লাইট সার্জেন্ট আব্দুর রাজ্জাক এবং এ.বি.এম. খুরশীদ সদস্য মনোনীত হন। তাদের এ এক দফাকে সফল করার জন্য সকল রাজনৈতিক দল, ছাত্র, শ্রমিক, জনসাধারণ বিশেষ করে যুব সমাজকে আহ্বান জানান ।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিশেষ করে মহাপ্রলয়জনিত অবস্থার প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমাহীন উদাসীনতা পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কাছে স্পষ্ট করে তোলে যে, তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেদের নির্ধারণ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

১৯৭০ সালের ৭ই ও ১৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের সর্বত্র যথারীতি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকার জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাতাশটি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারি। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। নিম্নে নির্বাচনের ফলাফল দেয়া হল।

পাকিস্তানি জাতীয় পরিষদ

প্রদেশের নাম	সাধারণ	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭
পাঞ্জাব	৮২	৩
সিন্ধু	২৭	১
বেলুচিস্তান	৪	১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	১

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র শাসিত উপজাতীয় এলাকা	৭	-
মোট	৩০০	১৩

প্রাদেশিক পরিষদ

প্রদেশের নাম	সাধারণ	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০
পাঞ্জাব	১৮০	৬
সিন্ধু	৬০	২
বেলুচিস্তান	২০	১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	২
মোট	৬০০	২১

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পর পুর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা নিম্নরূপঃ

দল	জাতীয় পরিষদ	জাতীয় পরিষদ (মহিলা আসন)	প্রাদেশিক পরিষদ
৩আওয়ামীলীগ	১৬০	৭	২৮৮
পিডিপি	১	০	২
জমিয়াতে ইসলাম উলামা-এ-ইসলাম নেজামে-এ-ইসলাম	০	০	১
জামায়াতে ইসলাম	০	০	১
ন্যাপ (ওয়ালী)	০	০	১
স্বতন্ত্র	১	০	৭
মোট	১৬২	৭	৩০০।[১৭]

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসনের ১০টি আসনে আওয়ামী লীগ সদস্য নির্বাচিত হন এবং জাতীয় পরিষদে ৭ জন নির্বাচিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারঃ

নির্বাচনের এরুপ ফলাফল ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী প্রত্যাশা করে নাই। সশস্ত্র বাহিনীর একটি অংশ যারা নির্বাচনের বিরোধী ছিলেন তারা এই ফলাফলে আতংকিত হয়। ইহাহিয়া খান যেকোন উপায়ে একটি রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুজতে থাকলে ভূট্টো সে সুযোগ করে দেন। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ভূট্টো পাঞ্জাব ও সিন্ধুকে পাকিস্তানের ক্ষমতার দূর্গ হিসেবে ঘোষনা করে নিজেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শ্রেণী স্বার্থের প্রতীক হিসেবে দাবী করেন। অন্যদিকেশেখ মুজিব নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের একজন সংখ্যা গরিষ্ঠ নেতা হিসেবে প্রমান করেন।

ভূট্টো আওয়ামীলীগের ছয় দফা মানতে রাজি নন এবং আওয়ামীলীগের দাবি সংশোধন না হলে তিনি জাতীয় পরিষদ বর্জনের হুমকি দেন। শেখ মুজিবও ছয় দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে আপোষহীন থাকেন। ফলশ্রুতিতে নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তর না হয়ে তা ষড়যন্ত্র এবং সংঘাতের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। আব্দুল হালিম, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৬৬-১৯৬৯, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, সম্পাদনা- প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ডঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জু। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং। পৃঃ নং ১৬৩।

২। ফয়েজ আহমদ- মধ্যরাতের অশ্বারোহী । ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৮২ইং। পৃঃ.নং ১৭২।

৩। আব্দুল হালিম, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৬৬-৬৯, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, সম্পাদনায়- প্রফেসর সালাহউদ্দিন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ডঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জু। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং। পৃঃ.নং ১৬৩-১৭১।

৪। পূর্বোক্ত

৫। ফ্লাইট সাঃ (অবঃ) আব্দুল জলিল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক ও তার স্বাধীনতা সংগ্রাম। দৈনিক জনকণ্ঠ ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ইং ।

৬। দৈনিক আজাদ ,দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক পূর্বদেশ। ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৭। আবদুল হালিম, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৬৬-১৯৬৯, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১, সম্পাদনায়- প্রফেসর সালাহউদ্দিন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ডঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জু। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী,১৯৯৯ইং। পৃঃ.নং ১৭৪-১৭৫।

৮। দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক আজাদ, দৈনিক পূর্বদেশ । ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ইং।

দৈনিক আজাদ, দৈনিক পাকিস্তান। ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ইং।

৯। রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬ইং। পৃঃ.নং ৮৫।

১০। পূর্বোক্ত পৃঃ.নং ৮৫-৮৭।

১১। দৈনিক পাকিস্তান ২৪শে নভেম্বর ১৯৭০ইং।

১২। দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক আজাদ, ২৭শে নভেম্বর ১৯৭০ইং ।

১৩। দৈনিক পাকিস্তান , ৫ই ডিসেম্বর ১৯৭০ইং।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬ইং। পৃঃ.নং ৯০।

১৫। দৈনিক পাকিস্তান, ২৬শে মার্চ, ১৯৭০ইং।

১৬। দৈনিক পূর্বদেশ, ৩০শে মার্চ ১৯৭০ইং।

১৭। সন্তোষ গুপ্ত, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস- ১৯৬৯ মার্চ ১৯৭১, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, সম্পাদনা, প্রফেসর সালাহউদ্দিন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ডঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং। পৃঃ.নং ১৯৫-১৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি একটা ক্যানভাস হয়, তবে ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সেই ক্যানভাসের বিরাট অংশ। যুদ্ধ যদি না হতো তাহলে দেশ স্বাধীন হতো না। আর এ সশস্ত্র বিপ্লবের মাইল ফলক হলো আগরতলা মামলা। কারণ এ মামলার অভিযুক্তরাই প্রথম চিন্তা করেছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাকিস্তানী শাসকদের হতবুদ্ধি করেছিলো। কিভাবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনভার গ্রহণে বাধা দেওয়া হবে তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা তাদের পেয়ে বসে (পাকিস্তানী শাসকদের)।

নির্বাচনের পরে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১১ই জানুয়ারি ঢাকা আসেন এবং ১২ই ও ১৩ই জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দুই দফা বৈঠকে মিলিত হন। দ্বিতীয় দফা আলোচনায় শেখ সাহেবের সঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এম, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের জানান যে, আলোচনা সন্তোষজনক হয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট খুব শীঘ্রই ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে সম্মত হয়েছেন। ঢাকা ত্যাগ কালে বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের জেনারেল ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী এমর্মে আভাস দেন।[১]

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে ইয়াহিয়া খান ১৭ই জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টোর লারকানাস্থ বাসভবন "আল-মুরতুজায়" তার সাথে এক দীর্ঘ আলোচনায় মিলিত হন। এ আলোচনায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চীপ অফ স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান এবং প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেঃ জেঃ পীরজাদাও যোগদান করেন। আলোচনার ফলাফল গোপন রাখা হয়।

জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে ভুট্টো দলবল সহ ঢাকায় আসেন এবং ২৭ ও ২৮শে জানুয়ারি শেখ মুজিব সহ আওয়ামীলীগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে শেখ মুজিব জানান যে শাসনতন্ত্র হবে 'ছয়দফা ভিত্তিক'। তিনি ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের দাবী জানান। কিন্তু ভুট্টো বলেন, আরও আলোচনা প্রয়োজন। তিনি ফেব্রুয়ারির শেষ দিকের আগে পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের বিরোধিতা করেন। ঢাকায় অবস্থানকালেই ভুট্টো এক সাংবাদিক সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে অযৌক্তিক বলে উল্লেখ করেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান আতাউর রহমান খান ও লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন।[১]

১৯৭১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ৩রা মার্চে ৯টায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ভুট্টো পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, আওয়ামী লীগের ছয় দফার পুনর্বিন্যাসের আশ্বাস পাওয়া না গেলে তার দল জাতীয় পরিষদের আসন্ন ঢাকা অধিবেশনে যোগদান করতে পারবে না। ১৭ই ফেব্রুয়ারি ভুট্টো করাচিতে পিপলস্ পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ১৫ই ফেব্রুয়ারির মত অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেন। ভুট্টো জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান 'গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়াদি' আলোচনার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে ভুট্টোকে আমন্ত্রণ জানান। রাওয়াপিন্ডি বৈঠকের পর করাচি গিয়ে ভুট্টো স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভব নয়।[৩]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২২শে ফেব্রুয়ারি তার মন্ত্রীসভা বাতিল করেন। রাওয়ালপিন্ডিতে গভর্নর ও সামরিক প্রশাসকদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা করেন। ১লা মার্চ ১৯৭১ তারিখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণের মাধ্যমে ৩রা মার্চ তারিখে ঢাকায় আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ঐ ঘোষণার পরে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদ থেকে ভাইসএ্যাডমিরাল আহ্সানকে সরিয়ে সামরিক প্রশাসক জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুবকে গভর্নরের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[৪]

১৫ই মার্চ ১৯৭১ কঠোর সামরিকপ্রহরায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। সাথে আসেন ৬জন জেনারেলসহ আরও অনেক। ১৬ই মার্চ ঢাকায় ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সাথে একান্ত বৈঠক করেন। এর পরেও ১৭, ১৯ ও ২০শে মার্চ বৈঠক হলো। ২১শে মার্চ ১২ জন

Dhaka University Institutional Repository

উপদেষ্টাসহ ভুট্টো আসেন। ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে আওয়ামীলীগের প্রস্তাবের সারাংশ জানান। আওয়ামীলীগের প্রস্তাব ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে এবং ৫টি প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।[৫]

কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের নিয়ন্ত্রণে। পূর্ব পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যগণ ও পশ্চিম পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্যগণ দুইটি কমিটিতে ভাগ হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুইটি পৃথক রিপোর্ট প্রণয়ন করবে। ঢাকা ও ইসলামাবাদে গণপরিষদের সদস্যগণের কমিটি দুটির বৈঠক হবে। তারপর গণপরিষদ কমিটি দুটি রিপোর্টের উপর আলোচনা করে একটা সমঝোতায় পৌঁছাবে। ইতোমধ্যে ১৯৬২ সালের সংবিধান সংশোধন করতে হবে, যাতে পূর্ব পাকিস্তানকে ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা থাকবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ সমূহে নিজেদের স্বায়ত্ত শাসনের বিষয়টি নির্ধারণ করবে। রাষ্ট্রপতির একটি ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু ভুট্টো এ প্রস্তাবে দুটি পাকিস্তানের ভাঙ্গনের বীজ নিহিত আছে বলে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[৬]

অন্যদিকে ৯ই মার্চ স্টুয়ার্ট মুজিব পল্টনে এক জনসভায় সরাসরি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।[৭]

২১শে মার্চ মাওলানা ভাসানী চট্টগ্রামে সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাধীন বাংলাদেশের কথা বলেন। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে পূর্ব পাকিস্তানে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালিত হয়। একমাত্র ক্যান্টনমেন্ট ও প্রেসিডেন্ট ভবন ব্যতীত সর্বত্র বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।[৮]

২৪শে মার্চ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ এবং ডঃ কামাল হোসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপদেষ্টাদের সাথে দুঘন্টা স্থায়ী এক বৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকে ডঃ কামাল হোসেন রাষ্ট্রের নাম কনফেডারেশন অফ পাকিস্তান রাখার প্রস্তাব দেন। বিচারপতি কর্নেল গিয়াস কনফেডারেশনের স্থলে ইউনিয়ন শব্দটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব দেন। ওদিকে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সুকৌশলে চূড়ান্ত আঘাত হানার পরিকল্পনা বিভিন্ন স্থানের সেনা ব্যারাকের অবাঙালি অফিসারদের জানিয়ে দেয়। এমন সব কটি ক্যান্টনমেন্টে ব্রিগেড কমান্ডারদের অপারেশন সার্চ লাইট কার্যকরী করার দিনক্ষণ জানিয়ে দেন।[৯]

লেঃ জেঃ পীরজাদা ২৫শে মার্চ চুক্তি স্বাক্ষরের সময়, নামকরণ ঠিক করা হবে বলে জানান। টেলিফোনে সব চূড়ান্ত করা হবে এ কথাও জানিয়ে দেন। কিন্তু পরদিন আর এ টেলিফোন সংশ্লিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে আসেনি। দুপুরের পর শেখ মুজিব নেতাদের যার যার এলাকায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ২৪শে মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্যরা ঢাকা ত্যাগ করে শুধু ভুট্টো থেকে যান। ২৫শে মার্চ ভুট্টো-ইয়াহিয়া বৈঠকের পর ভুট্টো সাংবাদিকদের জানান, 'পরিস্থিতি সংকটজনক'। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

অতপর পাক হানাদার বাহিনীর অপারেশন সার্চ লাইট নামে চলল নৃশংস হত্যাযজ্ঞ।

২৫শে মার্চ ১৯৭১ বাঙালির ইতিহাসে "কালো রাত্রি" বলে চিহ্নিত। রাত্রি সাড়ে এগারোটায় পাকিস্তানি সৈন্যরা ট্যাঙ্ক বহর নিয়ে বেরিয়ে এল ক্যান্টনমেন্ট থেকে। অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী ফার্মগেটের ব্যারিকেড ভেঙে তারা ছড়িয়ে পড়লো ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায়। ঘুমন্ত নগরির উপর ঝাপিয়ে পড়লো। শুরু হল গণহত্যা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলের শত শত ছাত্র নিহত হল।

ডঃ গোবিন্দদেব, ডঃ মনিরুজ্জামান,ডঃ জোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাকে প্রাণ দিতে হল। পাক বাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ই. পি. আর হেড কোয়াটারের উপর হামলা চালাল। প্রতিরোধ করতে গিয়ে পুলিশ ও ই.পি.আর বাহিনীর বহুলোক নিহত হল ।[১১]

২৬শে মার্চ রাতে পাক বাহিনী চট্রগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করে। বহু বাঙালি হত্যা করে। এ সময় জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে।[১২]

২৭শে মার্চ চট্রগ্রাম কালুর ঘাট বেতার থেকে শেখ মুজিবের পক্ষে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। অতপর ২৮ ও ২৯শে মার্চ আরো দুবার স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ২৯শে মার্চের ঘোষণাটি প্রচারিত হয় ৩টি অধিবেশনে।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

ওদিকে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে খালেদ মোশারেফের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পাঞ্জাবি সেনাবাহিনীদের বন্দী করা হয়।[১৪]

২৮শে মার্চ মেজর শফিউল্লাহ্ (পরবর্তী সেনা প্রধান) অস্ত্র-সস্ত্র ও যানবাহন নিয়ে ময়মনসিংহের দিকে রওয়ানা হন এবং ২৯শে মার্চ ময়মনসিংহ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ।[১৫]

২৭শে মার্চ চুয়াডাঙ্গা থেকে মেজর আবু ওসমান পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ন হন।[১৬]

২৬শে মার্চ থেকে শত্রুকে প্রতিরোধ এবং বাঙালি দমনে শত্রুদের কার্যক্রম প্রতিরোধ করতে প্রথম ঝাপিয়ে পড়েছিল ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বীর বাঙালি সৈনিক, প্রাক্তন ই.পি. আর এর বীর বাঙালীরা এবং আনাসার, মোজাহেদ ও সমস্ত পুলিশ বাহিনীর বীর জওয়ানরা। পরবর্তীতে এদের সাথে এসে যোগ দিয়েছিল যুবক ও ছাত্ররা।

সর্ব প্রথম যুদ্ধ হয় নিয়মিত পদ্ধতিতে । আর এ পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালু থাকে মে মাস পর্যন্ত। শত্রুকে ছাউনিতে যথাসম্ভব আবদ্ধ রাখা এবং যোগাযোগের কেন্দ্রসমূহ কব্জা করতে না দেয়ার জন্য নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা হয়েছিল। এজন্য পদ্ধতি ছিল যতবেশি বাধা সৃষ্টি করা যায়। যে সব প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা রক্ষা করতে হবে। এর

Dhaka University Institutional Repository

সাথে শত্রুর প্রান্তভাগে ও যোগাযোগের পথে আঘাত হানতে হবে। এ পদ্ধতিতে নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও তারা অত্যন্ত বীরের সাথে যুদ্ধ করে। এ পর্যায়ে বেশ কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হয়েছে যথা, ভৈরব আশুগঞ্জ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ব্যাটিলিয়ানের বিরুদ্ধে শত্রু পুরো দুটো ব্রিগেড নিয়োগ করে। এখানে শত্রু বাহিনীকে চারদিন আটক রাখা হয়। তবে যোদ্ধা-বাহিনীর সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় কৌশল পরিবর্তন করে ছোট ছোট কোম্পানির প্লাটুনের অংশ দিয়ে শত্রু বাহিনীর তুলনামূলক অধিক সংখ্যক লোককে রুদ্ধ করে রাখে এবং সাথে সাথে শত্রুর উপর আঘাত হানতে থাকে। এভাবে চট্রগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হয়।[১৭]

এ সময় মাত্র ৫টি ব্যাটেলিয়ানে প্রাক্তন ই. পি.আর এর বাঙালি জওয়ানরা, আনসার, মোজাহিদ, পুলিশ, যুবক ও ছাত্ররা ছিল। ভেতর থেকে যে অস্ত্র নেয়া হয়েছিল তা দিয়ে যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মোটামুটি দাঁড় করানো হলেও তাদের অস্ত্র দেয়া কষ্টকর ছিল। অথচ বিরুদ্ধ বাহিনীর ছিল তিন-চারটি ডিভিশন। জেঃ ওসমানী ও তার অধিনায়করা অনুধাবন করেছিলেন যে, এ সমস্ত ডিভিশনের নিম্নতম সংখ্যা ধরে নিলেও শত্রুরদের প্রতিরোধ করা, ধ্বংস করা সোজা নয় এবং সম্ভবও নয়। তাই এপ্রিল মাস নাগাদ একটি গণবাহিনী গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। এ গণবাহিনী শত্রু পক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে নিউট্রোলাইজ করবে। কিন্তু এর সাথে এটাও পরিষ্কার ছিল যে ক্লাসিক্যাল গেরিলা ওয়ার ফেয়ার করে দেশ মুক্ত করতে হলে বহুদিন যুদ্ধ করতে হবে এবং ইতোমধ্যে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

এজন্য অনেক নিয়মিত বাহিনীরও প্রয়োজন ছিল। এ প্রয়োজনের কথা মে মাসের শুরুতেই তিনি সরকারকে লিখিতভাবে জানান এবং এ মর্মে মিত্রবাহিনীর কাছেও সাহায্য চান। যাতে কমপক্ষে ৫০ থেকে ৮০ হাজার গেরিলা সমন্বিত বাহিনী এবং ২৫ হাজারের মত নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলা যায়। কারণ একদিকে গেরিলা পদ্ধতি এবং সাথে সাথে শত্রুকে নিয়মিত বাহিনীর কমান্ডো ধরনের রণ কৌশল দিয়ে শক্তিকে বন্টন করার জন্য বাধ্য করতে হবে যাতে তাদের শক্তি হ্রাস পায়। ক্রমশ গড়ে উঠল একটি বিরাট গণবাহিনী - গেরিলা বাহিনী। জুন মাসের শেষের দিকে গেরিলাদের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। বিভিন্ন জায়গায় ঘাটি তৈরি করে এবং জুন মাসের শেষের দিকে তারা একশনে নামে।[১৮]

মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রণাঙ্গনকে ৪টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। যেমন ঃ-

মেজর খালেদ মোশারফ	-	সিলেট, কুমিল্লা।
মেজর জিয়াউর রহমান	-	চট্টগ্রাম, নোয়াখালী।
মেজর শফিউল্লাহ	-	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল।
মেজর এম. এ. ওসমান	-	দক্ষিণ - পূর্বাঞ্চল।[১৯]

প্রথম পর্যায়ে রণাঙ্গনকে ৪টি অঞ্চলে ভাগ করা হলেও পরবর্তী সময়ে ১১টি সেক্টর-এ বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি সেক্টর প্রধান হন একজন সেক্টর কমান্ডার। এসব সেক্টরের কাজ ছিল মুক্তি বাহিনীর লোকদের নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ করা। প্রয়োজনবোধে পাক-বাহিনীকে সামনা-সামনি মোকাবেলা করা।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে ১১টি সেক্টরের বর্ণনা দেওয়া হলো ঃ-

১নং সেক্টরঃ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার অংশবিশেষ। অধিনায়ক- প্রথমে মেজর জিয়াউর রহমান, পরে ক্যাপ্টেন মেজর রফিকুল ইসলাম।

২নং সেক্টরঃ ফরিদপুর জেলার পূর্বাংশ, ঢাকা শহর সহ ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ, কুমিল্লা জেলা (আখাউড়া-আশুগঞ্জ রেল সড়কের উত্তরাংশ বাদে) এবং সমগ্র নোয়াখালী জেলা (মহুরী নদীর পূর্বাংশ বাদে) অধিনায়ক- প্রথমে মেজর খালেদ মোশাররফ, পরে মেজর এ.টি.এম. হায়দার।

৩নং সেক্টরঃ কুমিল্লা জেলার অংশ বিশেষ (আখাউড়া-আশুগঞ্জ রেল সড়কের উত্তরাংশ) সিলেট জেলার অংশ বিশেষ (লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ লাইনের দক্ষিণাংশ) ঢাকা জেলার উত্তরাংশ এবং ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা। অধিনায়ক- মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ, পরে ক্যাপ্টেন/মেজর এ.এ.এম. নুরুজ্জামান।

৯৪নং সেক্টরঃ সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই শায়েস্তগঞ্জ রেল লাইন থেকে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক। অধিনায়ক- মেজর সি.আর. দত্ত।

৫নং সেক্টরঃ সিলেট জেলার অবশিষ্টাংশ, তামাবিল আজমিরগঞ্জ লাইনের পশ্চিম এলাকা। অধিনায়ক-মেজর মীর শওকত আলী।

Dhaka University Institutional Repository

৬নং সেক্টরঃ যমুনার পশ্চিম দিকে দিনাজপুরের রানী সংকল, পীরগঞ্জ, বীরগঞ্জ লাইনের উত্তরাংশ এবং রংপুর জেলার পীরগঞ্জ, পলাশবাড়ী লাইনের উত্তর ও পূর্বাংশ। অধিনায়ক-উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার।

৭নং সেক্টরঃ সমগ্র রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলা এবং দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাংশ। অধিনায়ক- মেজর কাজী নূরুজ্জামান।

৮নং সেক্টরঃ সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুর জেলার অংশ এবং খুলনা জেলার সাতক্ষীরা। অধিনায়ক- মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, পরে মেজর এম. এ. মঞ্জুর।

৯নং সেক্টরঃ সমগ্র বরিশাল জেলা, পটুয়াখালী জেলা, খুলনা জেলা (সাতক্ষীরা বাদে) এবং ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের অংশ বিশেষ। অধিকায়নক- মেজর এম. এ. জলিল, পরে মেজর জয়নাল আবেদীন।

১০নং সেক্টরঃ আঞ্চলিক সীমানা বিহীন। শুধু নৌবাহিনীর কমান্ডারদের নিয়ে গঠিত এ সেক্টরের সদস্যরা শত্রুর নৌযান ধ্বংসে বিভিন্ন সেক্টরে প্রেরিত হতো। যে সেক্টর এলাকায় কমান্ডো অভিযান পরিচালিত হতো সে সেক্টরের অধিনায়কের অধীনে থেকে কমান্ডাররা কাজ করত এবং অভিযান শেষে মূল সেক্টর ১০নং এ ফিরে আসত।

১১নং সেক্টরঃ কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা। অধিনায়ক- মেজর এম.এ.তাহের,পরে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হামিদুল্লাহ।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

অতএব ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর পুরোটাই জুড়ে রয়েছে সশস্ত্র সংগ্রাম বা যুদ্ধ। আর এ যুদ্ধ করা ছাড়া দেশ স্বাধীন করা মোটেও সম্ভব ছিল না।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এক বিরাট অংশ দখল করে আছে। পশ্চিমাশাসক গোষ্ঠী কখনও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলনা। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সবধরনের অপপ্রয়াসে তারা লিপ্ত ছিল। তাই তাদের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা বা যে কোন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছিল অর্থহীন। ফলে যুদ্ধ হয়ে উঠেছিল অবশ্যম্ভবী। নয় মাস এক রক্ত ক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আগরতলা মামলার প্রভাব

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ একটা বিশাল এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনকে যদি আমরা ক্যানভাসের সাথে তুলনা করি তাহলে মুক্তিযুদ্ধ তার একটা বিরাট অংশ। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত প্রত্যক্ষ ফসল। রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই তারা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ সমঝোতার মাধ্যমে স্বায়ত্ব শাসন আদায় করতে চেয়েছিল। যার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে ১৬ই মার্চ ১৯৭১ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিব, আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দদের সাথে ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো ও সামরিক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রহসনমূলক আলোচনা। নৌবাহিনীর অবঃ কমান্ডার আবদুর রউফ আগরতলা মামলার অভিযুক্ত নং ৩৫ তার "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন" নামক বইয়ে তার উপলব্ধি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, "সামরিক বাহিনীর চাকুরিতে স্বল্প সংখ্যক বাঙালি সদস্য আছি, আমরা তীব্রভাবে পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ এবং বিমাতাসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ এবং আহত, সাধারণ মানুষ ততটা নয়। কারণ আমাদের মতো প্রত্যক্ষভাবে তাদের আত্ম সম্মানে ঘা লাগার মতো ঘটনা সচরাচর ঘটত না। এটা অবশ্য তাদের দোষ বা দুর্বলতা নয়। পশ্চিম পাকিস্তান ছিল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরের ব্যাপার। শোষণের চিত্র তাদের সামনে জ্বল জ্বল করে না। ফলে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে আমাদের অনুভূতির মতো তীব্র সাধারণ মানুষের তেমন ছিল না।"[২১]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উল্লসিত হলেও এ মামলার অভিযুক্তরা তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কারণে ততটা উল্লাসিত হতে পারেনি। তারা উপলব্ধি করেছিল, এ বিজয় বিজয় নয়, বৃহত্তম লড়াইয়ের শুরু মাত্র। সে সময়ে স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, সশস্ত্র বিপ্লবের পুরোধা এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ২ নং অভিযুক্ত লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ৩৫ নং অভিযুক্ত কমান্ডার আবদুর রউফকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে বলেছিলেন, "আওয়ামীলীগের নির্বাচনী বিজয় দেখে আমরা যাতে একথা মনে না করি যে, পাঞ্জাবি শাসক গোষ্ঠী শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। বরং পাঞ্জাবিরা পূর্ব বাংলায় ব্যাপক হিংস্র হত্যাকান্ড চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর্মি ইন্টেলিজ্যান্স ইতোমধ্যে যে সব রাজনৈতিক হত্যা করতে হবে তাদের তালিকা প্রস্তুত করতে লেগে গেছে।"[২২]

আহমদ ফজলুর রহমান পাকিস্তানের প্রথম ব্যাচের সি.এস.পি. অফিসার (১৯৪৯) এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৬নং অভিযুক্ত ১৯৬৩-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত করাচিতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ বিভাগের ডেপুটি ফাইনান্সিয়াল এডভাইজার পদে নিয়োজিত ছিলেন। এর মধ্যে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি ফাইনান্সিয়াল এডভাইজার রূপে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। ৭-৯-৬৪ সাল থেকে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ফাইনান্সিয়াল এডভাইজার এবং উন্নয়ন বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি রূপে কাজ করতে থাকেন।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

এ চাকুরিত অবস্থায় তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি বৈষম্য আচরণ। এ সময়ে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ফজলুর রহমান সাহেবের করাচিস্থ "ইলকা হাউসে" প্রায়ই আসা যাওয়া করতেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথেও আহমদ ফজলুর রহমানের অনেক গোপন বৈঠক হয়েছে ।[২৪]

রুহুল কুদ্দুস আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত নং ১০ প্রাক্তন সি.এস.পি অফিসার তৎকালীন সময়ে (১৯৬১-৬২) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ছিলেন। সে সময়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন পূর্ব বাংলার উপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ। ১৯৬১ সালে এ শোষণের পুরো তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ ইংরেজিতে যিনি একটি নিবন্ধ রচনা করেছেন। নিবন্ধটি তৎকালে শেখ মুজিব মারফত দৈনিক ইত্তেফাকে বেনামে বাংলায় ধারাবাহিকভাবে ছাপানো হয় এবং এ সব বৈষম্যের অবসান প্রশ্নে প্রায়ই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের সাথে মত বিনিময় করতেন। তবে আলোচনা করতেন বেশি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। তবে সরকারী চাকুরি করতেন বলেই অতি গোপনীয়তার আশ্রয় নিতেন। ঐতিহাসিক ছয় দফা তারই তৈরি।[২৫]

কাজেই রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে প্রত্যক্ষ বৈষম্যের শিকার ছিলেন আগরতলা মামালার অভিযুক্তরা। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও উন্নয়নের বৈষম্য কাছ থেকে দেখেছেন ঐ সমস্ত সামরিক-বেসামরিক অফিসাররা। তাই ওদের পরিকল্পনা ছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেশ স্বাধীন করা। তাই তারা আপোষ বা সমঝোতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তারা

Dhaka University Institutional Repository

চেয়েছিলেন রাজনৈতিক নেতাদের বা দলগুলোর সমর্থন নিয়ে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে স্বাধীন পূর্ব বাংলা গঠন করা।

পরবর্তীতে দেখা যায়, আগরতলা মামলা থেকে মুক্তি প্রাপ্ত ১০ জন অভিযুক্ত মিলে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করেন। যার মূল বিষয়বস্তু ছিল স্বাধীন পূর্ব বাংলা গঠন করা। লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম সভাপতি কর্পোরাল এ.বি.এম. আব্দুস সামাদ, সম্পাদক, স্টুয়ার্ট মুজিবর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক, এল. এস. সুলতান উদ্দিন ও সার্জেন্ট আবদুল জলিল যুগ্ম সম্পাদক, সুবেদার তাজুল ইসলাম, রিসালদার শামসুল হক, এল. এস. নূর মোহাম্মদ, অবঃ ফ্লাইট সার্জেন্ট আঃ রাজ্জাক ও এ.বি.এম. খুরশীদ সদস্য। যাদের দাবী ছিল এক দফা অর্থাৎ লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বাধীনতা।[২৬]

এ এক দফা আন্দালনকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা সব রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যোগাযোগ করেন এবং জনসমর্থনের জন্য সমস্ত পূর্ব বাংলায় জনসভা ও আলোচনা করেন। '৭০' এর নির্বাচনের বিজয় পশ্চিমারা নস্যাৎ করতে চাইলে দেশে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এ দূরদর্শীতায় ছোট ছোট লিপলেট তারা জনগনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। যাতে লেখা ছিল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান এবং আশেপাশে সামরিক বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত সদস্যদের জনগণকে বিশেষ করে যুব এবং ছাত্র সম্প্রদায়কে ট্রেনিং দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ রাতে অপারেশন সার্চ লাইটের নামে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে পাক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা শুরু হলে সারা বাংলায় যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। অথচ বিশ্লেষনে দেখা যায়, ২৫শে মার্চ ১৯৭১ এর সন্ধ্যার দিকে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ নেতাদের ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু পাক বাহিনীর মোকাবেলা করতে গিয়ে এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, পুলিশ, আনসার সহ অনেকেই তাদের হাতে প্রাণ হারায়।[২৮]

আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কর্নেল অবঃ শওকত আলী ও স্টুয়ার্ট মুজিব '৭১' এর ২৭শে মার্চ থেকে মাদারীপুর নাজিম উদ্দিন কলেজ মাঠে ছাত্রদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য সশস্ত্র ট্রেনিং দিতে থাকেন। প্রশিক্ষণ শেষে বাছাই করা ১৬৫ জনের প্রথম দলটি স্টুয়ার্ট মুজিবের নেতৃত্বে ২২শে এপ্রিল ১৯৭১ উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় যান।[২৯]

পক্ষান্তরে রাজনৈতিকবিদরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমঝোতা আলোচনার মাধ্যমে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায় করতে চেয়েছিলেন। ছয়া দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের আদায় লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার করেন। কিন্তু দেখা যায় যে, ছয় দফায় স্পষ্ট দুটি অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা সেনাবাহিনী গঠনের সুপারিশ ছিলনা। অথচ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাংলাতন্ত্রে দেশের দুঅঞ্চলের জন্য দুটো স্বতন্ত্র বাহিনী গঠনের সুপারিশ ছিল। ১৯৭০ এর নির্বাচনে বিজয়ের পর থেকে ২৫শে মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবের ভূমিকা দেখা যায়, নিয়মতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা সমঝোতার প্রচেষ্টা। যুদ্ধের কথা তিনি ভাবেননি। যদিও ৭ই মার্চ ১৯৭১ এর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘরে ঘরে দূর্গ গঠনের কথা বলেছেন, কিন্তু কিভাবে দূর্গ গঠন হবে অস্ত্র এবং ট্রেনিং নেয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন নির্দেশনা দেন নেই। তিনি বলেছেন "তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে"; পাকবাহিনীর ভারী অস্ত্রের মুখে বাঙালির বাশের লাঠির যুদ্ধ অলীক কল্পনা মাত্র। এ ঘোষণা নিঃসন্দেহে বাঙালিদের উজ্জীবিত করেছে কিন্তু যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কোন বাস্তব পরিকল্পনা দিতে পারে নাই। অথচ আগরতলা মামলার অভিযুক্তরা '৭০'-এর নির্বাচনের পর থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার লক্ষে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক সদস্যদের কাছে ট্রেনিং নেয়ার জন্য দেশের সকল ছাত্র-যুবক জনতাকে আহবান জানান এবং গোপনে ট্রেনিং করান।

অতত্রব, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পশ্চিমারা আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে এবং অপারেশন সার্চ লাইটের নামে বাঙালি নিধন কার্য শুরু করে। যার ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাক বাহিনীর হাতে বন্দী হন আর অপারেশন সার্চ লাইটের শিকার হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের স্বপ্নদ্রষ্টা লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন নির্দয় ভাবে প্রাণ হারান।

১৯৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তাই দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলা যায় সশস্ত্র যুদ্ধের ফসল যদি হয় বাংলাদেশ তবে ১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলার অভিযুক্তরা হচ্ছে এ সশস্ত্র সংগ্রামের মাইল ফলক। একে খাট করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১। দৈনিক পাকিস্তান, ১৪ই জানুয়ারি ১৯৭১,

রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬ইং।পৃঃ.নং ৯৩।

মজিবর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ, জনযুদ্ধ ও রাজনীতি। ঢাকা, বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৪ইং। পৃঃ.নং ২০-২১।

রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, সম্মুখ সমরে বাঙালী। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং। পৃঃ.নং ২১।

২। রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬ইং। পৃঃ.নং ৯৩-৯৪।

রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত - সম্মুখ সমরে বাঙালী । ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং। পৃঃ.নং ২১-২২।

৩। দৈনিক পাকিস্তান, ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ইং।

৪। রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম । ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬ইং। পৃঃ.নং ৯৩-৯৮।

রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত - সম্মুখ সমরে বাঙালী। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং। পৃঃ.নং ২১-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, সম্পাদনা প্রফেসর সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ, মোনায়েম সরকার, ডঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং। পৃঃ.নং ২১৬-২১৮।

৬। পূর্বোক্ত পৃঃ. নং ২১৭-২১৮।

৭। এস.এম. খাবিরুজ্জামান, ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান। ঢাকা, পালক পাবলিসার্স, ১৯৯২ইং। পৃঃ.নং ১৬২।

৮। প্রফেসর সালাহউদ্দিন, মুনায়েম সরকার, ডঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং। পৃঃ.নং ২১৮।

৯। পূর্বোক্ত পৃঃ.নং ২১৮।

১০। পূর্বোক্ত পৃঃ.নং ২১৮-২১৯।

১১। পূর্বোক্ত পৃঃ.নং ২৩৫-২৩৬।

১২। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, 'একটি জাতির জন্ম' দৈনিক বাংলা ২৬শে মার্চ ১৯৭২ এবং 'বিচিত্রা' স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যা,১৯৭৪ইং।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। বেলাল মোহাম্মদ, 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র', সম্মুখ সমরে বাঙালী, রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং। পৃঃ.নং ১৬৮-১৯৭।

১৪। আবুল হাশেম চৌধুরী, যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের নয় মাস। ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সংসদ,১৯৯৫ইং। পৃঃ.নং ৮৪-৮৮।

১৫। পূর্বোক্ত পৃঃ.নং ১১০-১১২।

১৬। জেনারেল অবঃ আবু ওসমান চৌধুরী, 'স্মৃতির পাতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সপ্তাহ' দৈনিক ভোরের কাগজ ২৬শে মার্চ, ১৯৯৪ইং।

১৭। জেনারেল ওসমানীর বিশেষ সাক্ষাৎকার, দৈনিক বাংলা ৩রা-৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ইং।

১৮। পূর্বোক্ত ।

১৯। আবুল হাশেম চৌধুরী, যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের নয় মাস। ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সংসদ,১৯৯৫ইং। পৃঃ.নং ৬৩।

২০। মুজিবর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ, জনযুদ্ধ ও রাজনীতি, । ঢাকা, বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৪ইং। পৃঃ.নং ৬৩-৬৪।

২১। আবদুল রউফ- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন। ঢাকা, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ১৯৯২ইং। পৃঃ.নং ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

২২। পূর্বোক্ত পৃঃ.নং ৯৪।

২৩। হাচিনা রহমান: বাঙালীর মুক্তি সংগ্রাম ও আহম্মদ ফজলুর রহমান। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩ইং। পৃঃ.নং ৩৫।

২৪। পূর্বোক্ত পৃঃ নং ৫০-৫৬, ৯৪।

২৫। মাসুদুল হক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সি.আই.এ.। ঢাকা, মৌলি প্রকাশনী, ১৯৯৭ইং। পৃঃ.নং ১২৭- ১২৮।

২৬। দৈনিক আজাদ, ৩০শে মার্চ ১৯৭০।

২৭। সার্জেন্ট জলিল অভিযুক্ত নং- ২৯; কর্পোরাল এ.বি.এম. আবদুস সামাদ অভিযুক্ত নং- ৮ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে।

২৮। মোনায়েম সরকার বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস মার্চ-ডিসেম্বর ১৯৭১; বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১: সম্পাদনা, প্রফেসর সালাহউদ্দিন আহম্মদ, মোনায়েম সরকার, ডঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং। পৃঃ.নং ২১৮-২১৯।

২৯। নাসির উদ্দীন জমাদ্দার, মাদারীপুরের মুক্তি যুদ্ধের স্মৃতি কথা মাদারীপুর, প্রকাশনায়- ইতিহাস ও সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৫ইং। পৃঃ.নং ১।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো সশস্ত্র সংগ্রাম। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিনিময়ে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। যদিও এ মুক্তি যুদ্ধের পটভূমিতে আরও অনেক সহায়ক আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে। রয়েছে রাজনীতিবিদদের মূল্যবান রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম। সেগুলো ছিল অস্ত্র বিহীন, যুদ্ধ বিহীন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, অসহযোগ বিপ্লব ইত্যাদি। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাজনৈতিকভাবে সমঝোতা, প্রতিহত করা, কখনো বা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী কখনও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল না, তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সব ধরনের ষড়যন্ত্রই করেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২৫ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিমাদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল আলোচনার নামে প্রহসন করে পশ্চিমা কুচক্রিরা নিরীহ বাঙ্গালির উপর লেলিয়ে দিল সেনা বাহিনী, যারা অকাতরে চালালো নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো সশস্ত্র বিপ্লব বা মুক্তি যুদ্ধ। আর এ সশস্ত্র বিপ্লবের পুরোধা ছিলেন ১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলা অর্থাৎ রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য মামলার অভিযুক্তরা। এ বীরেরা তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর সাথে সমঝোতা নয়, যুদ্ধ অথবা অভ্যুত্থানই মুক্তির একমাত্র

Dhaka University Institutional Repository

পথ। ১৯৪৭ উত্তর কোন আন্দোলনই সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবা হয়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পৃথিবীতে স্মরণযোগ্য যুদ্ধের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ কোন একক ঘটনার ফসল নয়। ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন ঘটনা এ যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছে। ভারত বর্ষের অন্যান্য অংশ থেকে বাংলায় একটা স্বতন্ত্র সত্তা সুদীর্ঘকাল থেকেই লক্ষণীয়। অষ্টম শতাব্দীতে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা থেকে প্রায় পাঁচশ বছর ধরে বাংলা ছিল সর্বভারতীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত এক স্বাধীন ভূ-খন্ড। অভ্যন্তরীণভাবে এ ভূখন্ডটি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। কাজেই ইতিহাস প্রমাণ করে, বাঙ্গালিরা আজন্ম স্বাধীনতা প্রিয়।

আগরতলা মামলা নিয়ে অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে। মামলাটি সত্য না মিথ্যা এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ করে তাই নতুন প্রজন্মকে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের মাধ্যমে মামলাটি যে সত্য এবং মুক্তিযুদ্ধের মাইল ফলক তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আগরতলা মামলা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ মামলা উনসত্তরের গণআন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত করে এবং শেখ মুজিব তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একক জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় এবং বঙ্গবন্ধু উপাধী লাভ করেন। আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পূর্ব পাকিস্তানকে সশস্ত্র উপায়ে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা বাংলাদেশের প্রথম সশস্ত্র প্রচেষ্টা। এ মামলার অভিযুক্তরা উপলব্ধি করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করতে হলে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের সহযোগিতা প্রয়োজন সে উদ্দেশ্যে তারা অর্থ এবং অস্ত্র সাহায্য পাওয়ার জন্য ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিঃ পি, এন, ওঝার মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা করেন এবং পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালের ১৩ জুলাই ভারতের আগরতলায় এক গোপন বৈঠক হয়। অথচ এ উল্লেখযোগ্য অংশকে অন্ধকারে রেখে জাতিকে আলোকিত করা সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেও এ মামলার অভিযুক্তরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং এদেশ থেকে যুবকদের ট্রেনিংয়ের জন্য ভারত নিয়ে যান। কারণ তারা ছিল নৌবাহিনী, সেনা বাহিনী, বিমান বাহিনী ও সিভিল প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী। যারা দেশের সরকারী কর্মে নিযুক্ত থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ ছিলো তাই তাদের অবদানকে অস্বীকার করলে বাংলাদেশের ইতিহাস আংশিক সত্য হবে।

সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করা সম্ভব এ বিশ্বাসে ১৯৬০ সাল থেকেই তারা "বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনী" নামে এক গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলে । যে পরিকল্পনায় ছিল অতর্কিত আক্রমন করে সামরিক ইউনিটগুলোর অস্ত্রাগার দখল করা। বেতার, টেলিভিশন, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস দখল করা।

গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় অতর্কিত আক্রমনের মাধ্যমে এ অভিযান পরিচালনা করা। এ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। যেমন সশস্ত্র সেনাবাহিনীর লোক ও প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে, দেশের অভ্যন্তর হতে অর্থ ও অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনে বিদেশ থেকে অস্ত্র ক্রয় ও জোগাড় করা। রাজনৈতিক মতাদর্শ ও আন্দোলন জোরদার করার লক্ষে ব্যাপক প্রচার কার্য্য চালানো এবং দেশের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো দখল করে নেয়া।

ইতিহাস বিশ্লেষন করলে দেখা যায় আওয়ামীলীগের ছয় দফায় দেশ রক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলিকে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দাবি করে। অন্যদিকে আগরতলা মামলার অভিযুক্তরা ১৯৭০ সালে এক দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গঠন করে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি যাতে দু-অঞ্চলের জন্য দুটি সতন্ত্র সেনাবাহিনী গঠন করার কথা বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৫ সালে এ বিপ্লবের অগ্রসেনানী মোয়াজ্জেম হোসেন করাচিতে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে হাতে লেখা প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার নবগঠিত রাষ্ট্র প্রস্তাবিত "বাংলাদেশ" এর Constitution তৈরি করেন। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের তিন তারিখে এ Constitution বইটি নিয়ে গুপ্তভাবে তিনি করাচি হতে রাত্রে বিমানে ঢাকায় আসেন। মোয়াজ্জেম হোসেন পূর্ব পাকিস্তান সেক্রেটারিয়েটে এসে উচচ পদস্থ কয়েকজন মিলে Constitution পর্যালোচনা করেন। অনেকেই প্রস্তাবিত স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের লক্ষ্য ও গঠন পদ্ধতির বিবরণ ও বিষয়বস্তুর আলোচনা করেন।

অপরদিকে ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন (যার রচয়িতাও ছিলেন আগরতলা মামলার ১০ নং অভিযুক্ত রুহুল কুদ্দুস) বাঙালীর স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য আইয়ুব সরকার ১৯৬৮সালের আগরতলা মামলা দায়ের করেন। এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মমভাবে হত্যা করা হলে ১৯৬৯ এর গণ আন্দোলন গণ অভ্যুত্থানে রুপ নেয়। ছাত্র জনতার প্রবল চাপের মুখে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান

মামলা প্রত্যাহার করে সকল রাজ বন্দীদের মুক্তি দেন। এরপর তিনি নিজেও ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করেন। ক্ষমতায় আসেন ইয়াহিয়া খান। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে ইয়াহিয়া খান সাধারন নির্বাচন ঘোষনা করেন। অতপর ৭০ এর নির্বাচন এবং আওয়ামী লীগ এর নিরঙ্কুশ বিজয়। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের টালবাহনা ও কালক্ষেপন (১৫মার্চ থেকে ২৫মার্চ পর্যন্ত আলোচনা।) ২৪ মার্চ দুপুরের পর শেখ মুজিব দলীয় নেতাদের যার যার এলাকায় চলে যাবার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে পাক হানাদার বাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট নামে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

২৫ মার্চ রাত ৯.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম ই.পি. আর সেনা বিদ্রোহের সূচনা ঘটে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সীমান্তসহ সমস্ত ই.পি.আর এর বাঙ্গালি সৈন্যরা একযোগে বিদ্রোহ করে নিজ আওতাধীন অবাঙ্গালী সৈন্যদের বন্দী করে। কাপ্তাই থেকে চট্টগ্রাম অবরোধের জন্য সৈন্য রওনা হয়। চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী, রংপুরে ই.পি.আর সেন্যরা বিদ্রোহ করে। সকলেই স্থানীয় ছাত্র জনতার সাথে একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলে। চট্টগ্রাম সেনানিবাসে হত্যাযজ্ঞের সংবাদে অষ্টম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সমস্ত সৈন্যরা বিদ্রোহ করে। ২৭ মার্চ সকাল ৮.৩০ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৪র্থ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে।

২৯ মার্চ বেলা ৩.৩০ মিনিটে ২য় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ময়মনসিংহে বিদ্রোহ করে। ৩০ মার্চ রাতে যশোরে ১ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং সৈয়দপুরে ৩য় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী এ সমস্ত সেনা সদস্যের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী। দুর্জয় সাহস নিয়ে এ মুক্তিবাহিনী মুক্তিযুদ্ধে যে ভূমিকা রেখেছে বাঙলার ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিবে।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফসল। আর এ সশস্ত্র সংগ্রামের মাইল ফলক আগরতলা মামলা। তাই বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসে এ মামলা একটা যুগান্তকারী অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট – ১

শেখ মুজিবুর রহমানের হাতের লেখা চিঠি

শেখ মুজিবুর রহমান

ফোন : ২৪২৫৬১
৬৭৭ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা,
রোড নং ৩২, ঢাকা।

তারিখ ২১/১২/ ১৯৬৯

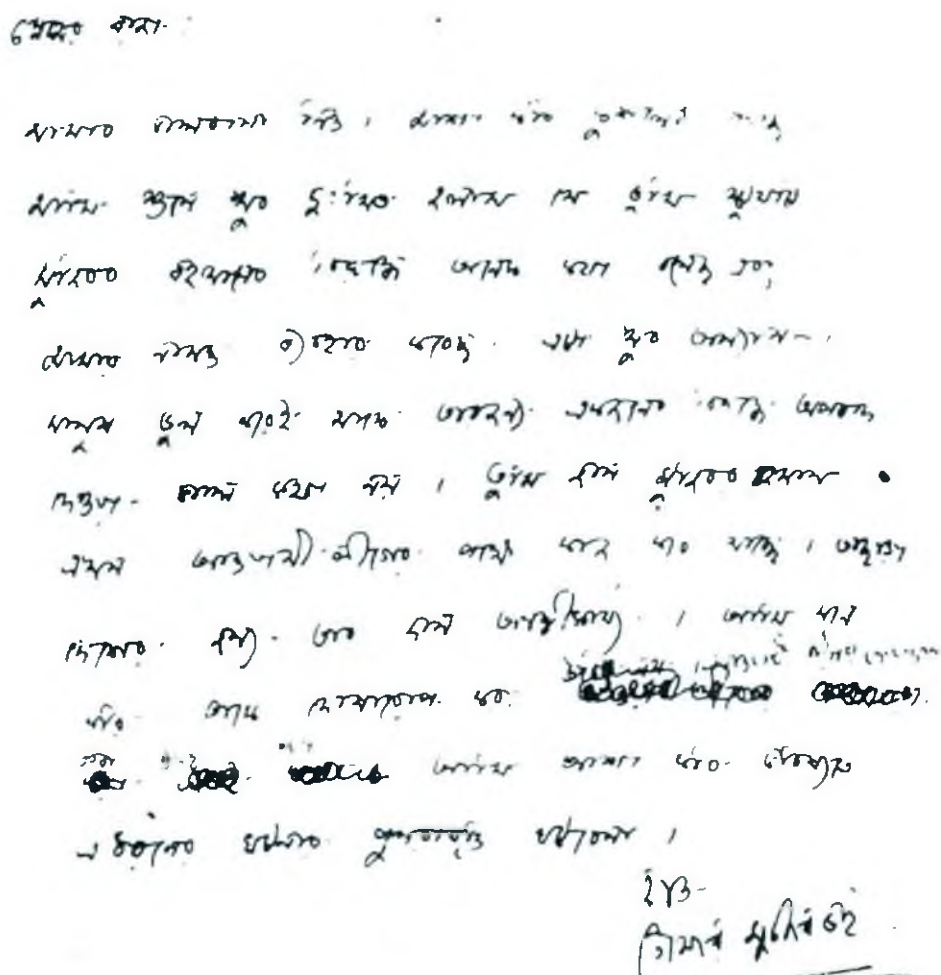

সূত্রঃ শহীদ স্টুয়ার্ট মুজিবের ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ২

লাহোর প্রস্তাব যাচাইকরণ কমিটি।
সূত্রঃ আগারতলা মামলার অভিযুক্ত নং ৮ জনাব এ,বি,এম, আবদুস সামাদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। সেখান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(পঞ্চম প্রকাশনী)

লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি

ইতিহাসের আলোকে
এক দফা

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা পূর্ব বাংলার সাত কোটি লোকের দাবী, তাদের নিজের দাবী। এদাবী ন্যায্য ও আইন সঙ্গত। তার প্রমাণ :—

(ক) চল্লিশের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। যে প্রস্তাবের রচয়িতারা অবাঙ্গালী, যে প্রস্তাব বাংলা দেশের মাটিতে উত্থাপিত হয় নাই, যে প্রস্তাবের ভিতরে পাকিস্তান বলতে কোন শব্দ নেই, যে প্রস্তাব তখনকার দশ কোটি মানুষের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত, যে প্রস্তাবে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে দুটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে।

(খ) PAKISTAN : A NATION (পাকিস্তান একটি দেশ) শীর্ষক বইখানির ভূমিকায় ভৌগলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে লাহোর প্রস্তাবকে বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বইখানির প্রথম ও শেষ ছাপা হয় যথাক্রমে ১৯৪০ ও ১৯৭৬ সালে। এই বই থেকে উদ্ধৃত একটী ম্যাপ ও কিছু কিছু উদ্ধৃতি নিচে দেওয়া হইল :—

(১) চল্লিশের মুসলিম লীগ নেতাদের পরিকল্পিত ভারত উপমহাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহের একটি ম্যাপ... (১১৬ পৃঃ)

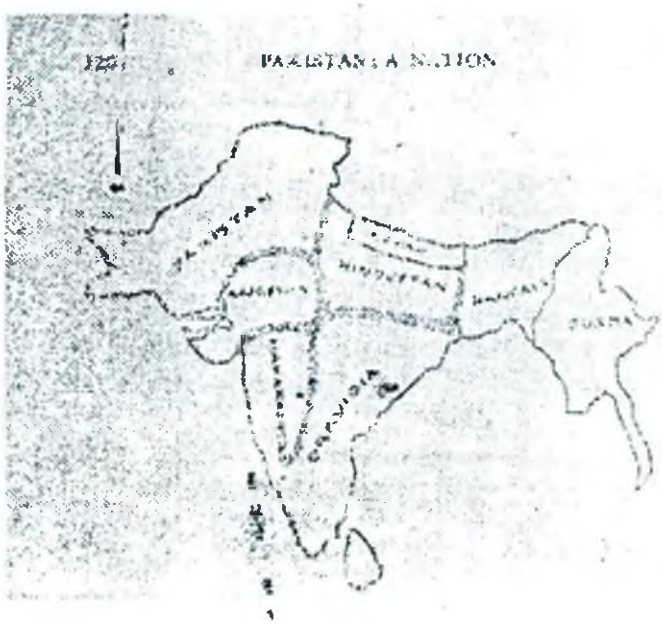

Dhaka University Institutional Repository

(২) " লেখকের মূল উদ্দেশ্য, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলকে একটী পৃথক ভৌগলিক এলাকা, ও এই অঞ্চলের লোকদের জাতিগত, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যের সমদৃশ্যতার বলে একটী দেশ হিসাবে গন্যহবার দাবীকে যুক্তিপূর্ণ প্রমান করা। পূর্ব-ভারত ও একটী প্রাকৃতিক পৃথক অঞ্চল এবং-এর অধিবাসিরাও একটী বিশিষ্ট জাতিগত ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র সাংস্কৃতির অধিকারী। তবে লেখক যেহেতু ঐ অঞ্চল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান রাখেন না, তাই বিস্তারীত ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম।" (ভূমিকা)

(৩) " জাতিগত ভাবে ভিন্ন লোক যখন আলাদা প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় বহুকাল ধরে বসবাস করে তখন তাদের মধ্যে কোন কিছুর মিল থাকা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের ৮০ ইঞ্চি বৃষ্টি, এর গরম ও আদ্র আবহাওয়া, এর ধান ক্ষেত, এর দুর্ভেদ্য জঙ্গল, এর বৃহৎ নদীরি, এর ধান ও পাট চাষ করা কালো ও পাতলা বনবসতিপূর্ণ অধিবাসীরা, পাঞ্জাবের শুকনো, গাছপালা বিহীন, ভীষন শীত ও গরম আবহাওয়া, এর রুক্ষভূমির গাছপালা ও জীবজন্তু, এর গম ও তুলা চাষ করা লম্বা ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী আর্যদের কাছে একটী সম্পূর্ণ আলাদা জগত। ...(১৯/২০ পৃষ্ঠা)

(৪) " বাংলায় চার কোটি মুসলমান বাস করে। পাকিস্তানেও প্রায় সমান সংখ্যক মুসলমান বাস করে। বাকী প্রায় ৩ কোটি মুসলমান বিরাট ভারতের স্থানে স্থানে ছড়িয়ে আছে। সেখানে পাকিস্তান ও বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশ ও রাজ্য সমুহ হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ "...(৩৩ পৃষ্ঠা)

(৫) " আস্তে আস্তে মুসলমানদের মধ্যে তাদের জাতির অস্তিত্ব-অক্ষুন্ন-রাখার জন্য এক দৃঢ় সকল্প গড়ে উঠছে, এবং তারা পাকিস্তান ও মুসলিম পূর্ব-ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করবে "(...৩৭ পৃষ্ঠা)

(৬) " রানীগঞ্জের কয়লা ও লৌহ খনির সাহায্যে হয়ত বাংলা, বিহার ও পার্শবর্তি এলাকা সমুহকে শিল্পায়োন্নিত করা যেতে পারবে কিন্তু পাকিস্তানের প্রদেশ সমুহের তাতে বিশেষ কোন ফায়দা হবনা " (..... ৭৩ পৃষ্ঠা)

Dhaka University Institutional Repository

(৭) "পূর্বাঞ্চলের বার্মা ও বাংলা, দাক্ষিনাঞ্চলের দ্রাভিডিয়া, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পাকিস্তান, এবং পশ্চিমাঞ্চলের মারহাঠা ও রাজপুতদের মধ্যে স্বাধীন জাতিয়তাবাদী মতামত আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে লাগল "(...১১৮ পৃষ্ঠা।

(৮) "কংগ্রেসের হোতারা পাকিস্তান, বাংলা, মারহাঠা, রাজপুতানা; এবং উত্তর ভারতকে "গুজারদার" থেকে শাসন করার আশা পোষন করে" (---১২২ পৃষ্ঠা)

সাত কোটি বাংগালীর কাছে আমাদের আবেদন, আসুন আমরা সবাই, দল মত নির্বিশেষে, একত্রিত হয়ে, বাংলার এই দুর্দিনে সংগ্রামে অবতীর্ণ হই এবং ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য একটী সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করি।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন নৌবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের মাত্র ৫ দিন পর অর্থাৎ সত্তরের ২৩শে মার্চ, এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব বাংলার সাতকোটি মানুষের একমাত্র মুক্তির পথ, চল্লিশের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে বাংলা দেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই বলে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণাকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে সত্তরের ২৮শে মার্চ লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয় এবং লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন তথা এক দফা কর্মসূচী নিয়ে উক্ত কমিটি জনমত সৃষ্টির কাজে ঝাপিয়ে পড়ে। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দেশের সকল রাজনৈতিক নেতাদের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে দাবী আদায়ের প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে 'একলা চল' নীতিতে অগ্রসর হয়। দীর্ঘ ৮/৯ মাস পরে সেই একই ভিত্তিতে কতিপয় রাজনৈতিক দলের মাঝে যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের নবীন সূর্যের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি অত্যন্ত খুশী এবং এর প্রতি পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে সফলতা কামনা করে। — প্রকাশক

লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটির অনুমোদনে প্রচার সম্পাদক: মোহাম্মদ আলী মনসুর কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। তাং—১-১-৭১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ৩

লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি হিসেবে লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের লিখিত বক্তব্য
সূত্রঃ মোস্তাক আহমদ রচিত-বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেন বই থেকে সংগৃহিত।

Dhaka University Institutional Repository

লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ ঃ—

প্রিয় সাংবাদিক ভাইয়েরা,

অনেক কষ্ট স্বীকার করে এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আপনারা আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করলেন সে জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের পিছনে আমার দুটি উদ্দেশ্য আছে।

প্রথমতঃ স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারকক্ষের কৃত্রিম পরিবেশের পরিবর্তে অন্তরঙ্গ ঘরোয়া পরিবেশে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যক্তিগত ভাবে আপনাদেরে কৃতজ্ঞতা জানানো। অনেক কালাকানুনের নাগপাশে আবদ্ধ থেকেও আপনারা অশেষ ধৈর্য ও ধৈর্য সহকারে কুখ্যাত ষড়যন্ত্র মামলা প্রহসনের সঠিক রূপ বিবরণী দেশ—বিদেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন, কুখ্যাত মামলাটি তুলে নিতে যে কুখ্যাত সরকার বাধ্য হয়েছিলেন এর পেছনে আপনাদের দান অনস্বীকার্য। আমি ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে জড়িত আমার সকল সহকর্মী বন্ধুদের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব বাংলার যে সব সংগ্রামী জনতা বিশেষ করে আমার প্রিয় ছাত্র ও কৃষক—শ্রমিক সমাজ যেভাবে অবিরাম সংগ্রাম ও নিঃস্বার্থভাবে আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমার সহকর্মী বন্ধুদের এবং আমাকে এক জালিম সরকারের মরণ-থাবার কবল থেকে রক্ষা করেছেন, সে জন্য তাদেরে আমার কৃতজ্ঞতা জানানো।

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সাথে বাংলাদেশ এবং বাংলার মানুষ আজ যে সব সমস্যার সম্মুখীন তার সমাধান ও মুক্তির পথ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমত ও চিন্তাধারা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা।

১৯৬৯ এর ২২শে ফেব্রুয়ারী আমার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় দিন। দীর্ঘ পনের মাস কাল-প্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ থেকে ঐদিনটিতে আমি ছাড়া পেয়েছিলাম। আপনারা জানেন এই পনের মাসের সাতটি মাস নিজের আলো-বাতাস থেকে বঞ্চিত করে নির্জন কারা-প্রকোষ্ঠের ভেতর অক্টোপাশের মতো আমাকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এই দিনটিকে আমি আমার জন্ম দিনের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। এ দিনটি তাই আমার কাছে আমার পুর্নজন্মের সামিল।

'বাংলার মানুষের অভিরাম সংগ্রাম আর আত্ম-ত্যাগের জন্যেই আমি আমার জীবন ফিরে পেয়েছি। তাই বিনিময়ে আমি আজ শপথ করে আমার জীবন, বাংলার মানুষের সত্যিকারের মুক্তি ও তাদের ন্যায় সঙ্গত দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য আমানত হিসেবে উৎসর্গ করেছি। যতদিন পর্যন্ত বাংলার মানুষের সত্যিকারের মুক্তি না আসবে ততদিন পর্যন্ত আমি তাদের পাশে থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে যাবো।" আমার দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় বাংলার মানুষের সমস্যা সমাধানে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হয়তো কিছু ফলপ্রসূ হতে পারে। এ আত্ম-বিশ্বাস নিয়েই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবো। তবে বর্তমানে আমি স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে কাজ করে যাবো। দেশের বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে আমি নীরব-দর্শক হয়ে থাকলে দেশ ও দেশের মানুষের সঙ্গে আমার বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হবে। "বাংলার এই দুর্দিনে বাংলার জনগনের পাশে থেকে আমি এমন এক সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থা জন্যে

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রাম করে যাবো যেখানে তারা নিজেদের ঘরের মালিক নিজেরাই হতে পারবে।"

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে, আমি গত ১৮-৩-৭০ পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর কর্ম জীবন থেকে অবসর গ্রহনের অনুমতি পেয়েছি। ১৯৬৯ এর ২২শে ফেব্রুয়ারীতে সামরিক কারানিবাসের আওতা থেকে বের হবার পর ১৮-৩-৭০ পর্যন্ত সময়কে অবসর গ্রহনের পূর্বে ছুটি হিসেবে গন্য করা হয়েছে যার অর্থ ১৮ ৩-৭০ পর্যন্ত আমি চাকুরীতে বহাল ছিলাম। সামরিক বিভাগে চাকুরীর আইন অনুযায়ী অবসর গ্রহনের পূর্ব পর্যন্ত রাজনীতিতে অংশ গ্রহনের অনুমতি নেই।

বর্তমানে আমাদের দেশ মারাত্মক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এক চরম সংকটের মাঝে উপনীত হয়েছে। এ সব সমস্যার আশু সমাধানের উপর নির্ভর করছে আমাদের আগামী দিনের অস্তিত্ব। আমার মতে দেশের মানুষের জন্যে এমন একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন যেখানে গনতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহিষ্ণুতা থাকবে এবং সামাজিক রীতিনীতি-সমূহ পুরোপুরি ভাবে পালন করা হবে। যেখানে থাকবে মানুষের মৌলিক অধিকার, স্বাধীন মত প্রকাশের ও সংঘের অধিকার এবং স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থার নিশ্চয়তা, যেখানে থাকবে প্রতিটি মানুষের জন্যে ভাত-কাপড়, বাসস্থান, বিনে খরচে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষার সুষ্ঠ ব্যবস্থা এবং এমন একটি রাষ্ট্রের জন্যেই আমি আজীবন চেষ্টা চালিয়ে যাবো। যেসব সমস্যার ভারে বিজড়িত হয়ে আমাদের দেশ আজ জরাগ্রস্থ, দেশের মানুষ দুর্দশাগ্রস্থ তার কয়েকটির সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করছি।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দল সমূহ

যেকোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গ্রাম বাংলার সাধারণ জনসাধারণ তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যাবলী সম্পর্কে আজো অজ্ঞ। যেকোন রাজনৈতিক দলের অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষকে তাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সজাগ করে তোলা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দলই এ দায়িত্ব পালনে নিদারুনভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহের কারো এমন কোন সুষ্ঠ ও সুনির্দ্দিষ্ট সাংগঠনিক কর্মসূচী নেই যে প্রয়োজনবোধে স্বল্প সময়ের ভেতর দেশ শাসনের গুরু দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক দলসমূহের সাংগঠনিক কর্মসূচীর একটা নেতিবাচক দিক হচ্ছে যে দলের প্রধান থেকেও একজন সরকার প্রধান হতে পারেন না। "আমার মতে যেকোন দলকে যদি গনতান্ত্রিক পন্থায় চলতে হয় তাহলে সরকার প্রধান ও দল-প্রধানের জন্য আলাদা আলাদা ব্যক্তির বিধান করা উচিৎ এবং সরকার প্রধানকে নির্দেশ দিবার ক্ষমতা দল প্রধানের থাকা উচিৎ।"

রাজনৈতিক তৎপরতা, নির্বাচন ও শাসনতন্ত্র

আগামী ৭ই অক্টোবরে প্রতিশ্রুত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা শাসনতন্ত্র প্রনয়নের জন্য একটি গণ-পরিষদ নির্বাচনের অধিকার পেয়েছি মাত্র, এবং তা স্বাভাবিক জাতীয় পরিষদের নয়। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় যে ১লা জানুয়ারী থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী প্রচারনা ও তৎপরতা দেখে

Dhaka University Institutional Repository

মনে হয় আগামী নির্বাচন যেন জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের। আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা শাসনতন্ত্র প্রনয়নের জন্যে গন-পরিষদ গঠন করতে যাচ্ছি অর্থাৎ রাজনৈতিক দলসমূহ এখন পর্যন্ত শাসনতন্ত্রের একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো পর্যন্ত জনসাধারনের সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের নির্বাচনী প্রচারনার মাধ্যমে কেবল বড় বড় বুলি আর তথাকথিত প্রতিজ্ঞার ঢাক ঢোলই পিটানো হচ্ছে। এ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই ধারনা করা যেতে পারে যে বিগত বারো বছর যাবৎ যে সব দল এবং ব্যক্তিরা গদির আস্বাদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিলেন তারা শুধু মাত্র ক্ষমতার লিপ্সায় নির্বাচনের মাত্র ১২০ দিনের ভেতর, প্রয়োজন হলে বাংলার স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়েও যেন কোন প্রকারের একটি শাসনতন্ত্র প্রনয়নের অভিসন্ধি করে বসে আছেন। আমি পূর্ব-বাংলার জনগণকে এসব স্বার্থান্বেষী কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হুশিয়ার থাকতে অনুরোধ জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আমি প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করছি তিনি যেন তার প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের আইনগত কাঠামোতে এমন একটি বিধান সংশ্লিষ্ট করেন যে, কোন নির্বাচিত সদস্য যদি জনগনের প্রতি তার ওয়াদার বরখেলাপ করেন তাহলে নির্বাচন এলাকার অধিকাংশ জনগনের রায়ে তার সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে।

গভীর, পরিতাপের বিষয় যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের প্রায়ই পরস্পরের প্রতি কাদা-ছুড়াছুড়ি, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ এবং ব্যক্তিগতভাবে আক্রমে লিপ্ত হতে দেখা যায়। আমরা যেভাবে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন মন্তব্য করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি তা বিশ্লেষন করলে দেখা যাবে সমস্ত দেশ যেন গুপ্তচর, দালাল,—সন্ত্রাসবাদী আর বিচ্ছিন্নতা বাদীতেই ভরপুর এবং পরপর দেশে এমন কেউ বাকী থাকেন

Dhaka University Institutional Repository

না যাকে দেশ-প্রেমিক বলা যেতে পারে। আমাদের শিক্ষিত, জ্ঞানী নেতৃবৃন্দের এ জাতীয় বক্তব্যহীন অশালীন মন্তব্যের জন্যে আমরা দেশ বিদেশে হাস্যাস্পদ জাতিতে পরিণত হয়েছি। শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তারা যেন রাজনীতিক ব্যক্তি-কেন্দ্রিক কোন্দল দলে পরিণত না করে নীতি-কেন্দ্রিক করেন। এর পর আমরা দেখেছি রাজনৈতিক সভা সমাবেশের উপর হামলা। আমি জানি না সভা-সমিতিতে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে, পণ্ড করে দিয়ে কি লাভ হয়। আমাদের শিক্ষিত নেতৃবৃন্দের নিশ্চয়ই জানা আছে যে হামলা প্রত্যুত্তরে হামলাই ডেকে আনে। এতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয়না কারো।

আমি মনে করি শাসনতন্ত্র প্রনয়নের জন্য আমরা যে গণ-পরিষদ নির্বাচন করতে যাচ্ছি সেই পরিষদ সার্বভৌম হওয়া উচিৎ এবং প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সদস্য বৃন্দের পদত্যাগ করা উচিৎ। তারা ইচ্ছা করলে নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পুর্ণ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হতে পারেন।

আসছে নির্বাচন এমনই ধরনের যা ইতিপুর্বে আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই এ সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে নির্বাচন যাতে সরকারী প্রভাবমুক্ত হয় এবং নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

স্বায়ত্ত শাসন

প্রস্তাবিত গন-পরিষদের উচিৎ প্রথম বৈঠকেই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পুর্ব-বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে স্বায়ত্ত-শাসন প্রধান করা। স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই

Dhaka University Institutional Repository

গন-পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্য্যাবলীর অবসান করে দিতে হবে। তারপর দুই প্রদেশের নির্বাচিত সদস্যগনের কাজ হবে পৃথকভাবে বসে দুই প্রদেশের জন্যে পৃথক পৃথক আঞ্চলিক শাসনতন্ত্র প্রনয়ন করা এবং তারপর একত্রে বসে কেন্দ্রের জন্যে আঞ্চলিক শাসনতন্ত্র সমূহের বিভিন্ন সংবিধানের আলোকে একটি পৃথক শাসনতন্ত্র রচনা করা।

"বাংলার স্বায়ত্বশাসনের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্ব শাসনের কোন মিল হতে পারে না। তাই পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ব-শাসনের রূপ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাংলার মানুষের ইচ্ছানুযায়ীই হওয়া বাঞ্চনীয়।" প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন মনে করলে স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে এ প্রস্তাবের উপর গন-ভোট বা সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক আহবান করতে পারবেন। সংখ্যা গরিষ্ঠদের মতকেই এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহন করতে হবে।

স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে আজ যে এতসব বিতর্ক ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে এর একমাত্র কারন মরহুম শেরেবাংলা এ, কে ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের সংবিধানকে অগ্রাহ্য করা। লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়নই হচ্ছে সকল সমস্যার সমাধানের বর্তমান উৎস। যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবকে অস্বীকার বা লঙ্ঘন করা আর পাকিস্তানের জন্মকে অস্বীকার করা এক। লাহোর প্রস্তাব বলতে আমি ১৯৪০ সনের ২৩শে মার্চ লাহোরে মরহুম শেরেবাংলা কর্তৃক উত্থাপিত যে প্রস্তাব নিরঙ্কুশভাবে অনুমোদন লাভ করেছিলো সেই প্রস্তাবকে বুঝাচ্ছি।

বাংগালীরা যে বিগত ২২ বছর যাবৎ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে সে সম্পর্কে আজ আর দ্বিমতের অবকাশ রাখেনা। সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার কথা বলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা আজ নানান সস্তা দফার শ্লোগান তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। সুদীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ বঞ্চিত বাংগালীরা আজ আর এমন কোন স্বায়ত্বশাসন মানতে রাজী নয় যা তাদেরে তাদের ভাগ্যের মালিক করবেনা। এর প্রমান পাওয়া যায় যখন দেখা যায় যেসব ব্যক্তিরা একদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে দায়ী তারাও এখন স্বায়ত্বশাসনের স্বপক্ষে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

"একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে বাংলার মানুষ শীঘ্রই কোন না কোন রকম স্বায়ত্বশাসন পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু যদি দেশরক্ষাকে কেন্দ্রের হাতে রেখে দিয়ে স্বায়ত্বশাসন দেয়, সে স্বায়ত্বশাসন আমি মানিনা। এবং তাকে আমি বাংগালীর স্বার্থের স্বায়ত্বশাসন বলিনা।"

দেশরক্ষা বিভাগ দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের জাতীর মোট বাজেটের ৭৫% ব্যয় হয়ে থাকে দেশরক্ষা খাতে আর উক্ত খরচের ৯০% ব্যয়ই পশ্চিম পাকিস্তানে। হিন্দুস্থানের সঙ্গে বিগত সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের সময় দেশের দুইভাগ দু'টি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অংশে পরিণত হয়েছিলো। জরুরী অবস্থায় দুই প্রদেশের যোগাযোগ ও সাহায্যের আদান প্রদান সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। বাংগালীরা তাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের কোন রকম সাহায্য ছাড়াই তাদের দেশকে রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই দু'টি অংশের জন্যে দু'টি পৃথক পৃথক দেশরক্ষা বিভাগের যে আশু-প্রয়োজন তা আর যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমানের অপেক্ষা রাখেনা। আমি মনে

Dhaka University Institutional Repository

করি যে স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্রগুলোর অধিকার থাকা উচিৎ তাদের নিজস্ব অঞ্চলের প্রয়োজন অনুসারে তাদের সৈন্য গঠন করার। স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্র ঠিক করবে তার সৈন্য সংখ্যার পরিমাণ কি হবে। প্রত্যেক প্রদেশ থেকে একটি বিভাগ করে সৈন্য নিয়ে কেন্দ্রের সামরিক বাহিনী গঠিত হবে। কেন্দ্র এবং প্রদেশের শাসনতন্ত্র সমূহে এমন সংবিধান থাকবে যে তিনটি পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ জাতীয় জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অঞ্চলিক সামরিক বাহিনীগুলো কেন্দ্রের অধীনে থাকতে পারবে। "প্রত্যেক প্রদেশের জন্যে পৃথক পৃথক সামরিক প্রধান কার্য্যালয় ও পৃথক পৃথক প্রধান সেনাপতি থাকবে।" নির্বাচনের পূর্বে স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নটি মিমাংসা করে ফেলার জন্যে বিভিন্ন মহল থেকে দাবী উঠেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাবান দেশের অধিকাংশ মানুষ যদি নির্বাচনের পূর্বে স্বায়ত্বশাসন দাবী করে তাহলে প্রেসিডেন্টের উচিৎ তা মেনে নেয়া। আমি আবার জোর দিয়ে বলছি স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নটি ভবিষ্যতে যাতে আর না উঠতে পারে সে জন্য এর স্থায়ী সমাধান হিসেবে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই এর সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ।

এক দফা

আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে পূর্ব-বাংলার সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে যদি "আমরা একটি মাত্র দফাকে মনে প্রাণে গ্রহন করতে পারি।" সেই একদফা হচ্ছে "স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে লাহোর প্রস্তাবের পুরোপরি বাস্তবায়ন।" এই এক দফার বাস্তবায়ন সম্ভব হলে অন্যান্য সকল সমস্যাগুলো স্বাভাবিক ভাবেই সমাধান হবে।

আমি জানি আমার এ প্রস্তাব কোন কোন রাজনৈতিক মহলের কাছে গ্রহনযোগ্য নাও হতে পারে। তাদেরে শুধু

Dhaka University Institutional Repository

অনুরোধ করবো তারা যেন বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে সমস্যা সমাধানে ব্রতী হন। দেয়ালের লিখনকে অস্বীকার করায় মারাত্মক পরিনতি হলে কাউকে দায়ী করা যাবে না। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলো থেকে আবার বিচ্ছিন্নতার ধুয়া তোলা হচ্ছে এবং পূর্ব বাংলার জনগনের উপর এর দোষ চাপাবার অপচেষ্টার অন্ত নেই। বাংগালীদের বিরুদ্ধে যারা এমনি ধরনের মিথ্যে প্রচার ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত হয়েছেন তাদের আমি স্মরন করিয়ে দিতে চাই যে "সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রশ্ন অবান্তর এবং ইতিহাসেই এর সাক্ষ্য রয়েছে।"

শিক্ষা

"দেশের প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষার মৌলিক অধিকার থাকা বাঞ্চনীয় এবং দেশের মানুষকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। একই দেশের শিক্ষানীতিতে বৈষম্য থাকা অবাঞ্চনীয়।" শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষায় হওয়া একটি চিরন্তন নিয়ম। শিক্ষার কাঠামো এমন হওয়া উচিৎ যাতে সাধারন শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষার মধ্যে একটা আংগিক যোগাযোগ থাকবে। আমাদের দেশের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিক শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া একান্ত দরকার।

দেশের জনসাধারনের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটি নির্দিষ্টমান পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা উচিৎ। বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং সম্ভব হলে প্রত্যেকটি মহা-বিদ্যালয় শিক্ষাকে আবাসিক পর্যায়ে রাখা দরকার। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা একান্ত উচিৎ।

স্বাস্থ্য

"রাষ্ট্রের যে কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বিনি খরচে ঔষধ

Dhaka University Institutional Repository

পথ্য সরবরাহ করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হওয়া উচিৎ। চিকিৎসা সুবিধা প্রদান ক্রয়ক্ষমতা অনুসারে না হয়ে মানবিক ভিত্তিতে হবে। দেশের চিকিৎসা বিভাগকে জাতীকরন করা উচিৎ। এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে সকল প্রকার ব্যবসার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিৎ।"

প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ একটি করে সরকারী চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কেন্দ্রগুলোকে গ্রামের জনসংখ্যার অনুপাতে বাড়ানো যেতে পারে। প্রতিটি কেন্দ্রে অন্ততঃ দু'জন করে প্যারা মেডিক্যাল স্কুল পাশ চিকিৎসক থাকবেন। এক কথায় গ্রাম বাংলার প্রতিটি আনাচে কানাচে চিকিৎসার নিম্নতম সুযোগ সুবিধার জন্য এ ব্যবস্থা অপরিহার্য বলে আমি মনে করি। থানা বা মহকুমা পর্য্যায়ে বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থা থাকা উচিৎ।

বেকার সমস্যা

প্রত্যেকের জন্যে চাকুরীর সংস্থান জনসাধারনের একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত হওয়া উচিৎ। সরকারের উচিৎ দেশে অনতিবিলম্বে বেকার সম্পর্কীয় একটি ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা করা যেখানে প্রত্যেকটি বেকার লোককে রেজিষ্টার করে নেয়া হবে। চাকুরী বিনিময় সংস্থার পরিচয় পত্র ছাড়া কাউকে চাকুরীতে নিয়োগ না করার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

কৃষি ব্যবস্থা

বাংগালী জাতীর জীবনে কৃষির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বুঝানোর অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিংশ শতাব্দীতেও আমাদের কৃষি পদ্ধতি সেকেলে ধরনের। আমাদের কৃষি আজ বহুবিধ সমস্যার সংকটে ধ্বংশের কবলে। আমাদের জাতীয় আয় বাড়াতে হলে একমাত্র উপায় কৃষির সকল সমস্যার আশু সমাধান

Dhaka University Institutional Repository

করে চাষীর জীবন ধারনের মানের উন্নতি করা।

আমাদের কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম গলদ হচ্ছে অলাভজনক জমির অসংখ্য খণ্ড সৃষ্টি। এই অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় আইন প্রনয়ন করে খণ্ড খণ্ড জমির বিলোপ সাধন করা এবং একটি জমিকে অধিক খণ্ডতা থেকে রক্ষা করিতে উত্তরাধিকারী সূত্রে জমির মালিকানার আইন সংশোধন করে দেয়া এবং সংঘবদ্ধ অথবা কো-অপারেটিভ উপায়ে চাষ প্রণালীর প্রণয়ন করা। কৃষির অন্যান্য অসুবিধাগুলোর মধ্যে আছে ভালবীজ, প্রয়োজনীয় পুঁজি ও সারের অভাব। এর উপর আছে কীট নাসক ঔষধ এবং পর্যাপ্ত পরিমান সেচ প্রনালীর সুযোগ সুবিধার অভাব। একটি কৃষিপ্রধান দেশের সরকারের অন্যতম-দায়িত্ব চাষীদের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার ও বিনা সুদে ঋণ প্রদান করা, পোকার ধ্বংস সাধন থেকে ফসলকে রক্ষা করা এবং ভালো ও সঠিক উৎপাদনের জন্য অবিরাম গবেষনা করা এবং পর্যাপ্ত পরিমানে সেচের ব্যবস্থা করা।

বন্যা সমস্যা

আমাদের দেশে বন্যার কারণ অনেক। এর প্রধান কারনগুলো হচ্ছে মৌসুমের সময় প্রধান প্রধান নদীগুলোতে অধিক পরিমানে জলের অগমন, বর্ষায় অতিবৃষ্টি এবং কোন কোন নদীর বুক পলিমাটিতে ভরাট হয়ে যাওয়ার জন্য দুকূল প্লাবিত হওয়া। দেশের ভেতর এবং বাহির উভয় থেকেই সর্বনাশা বন্যার নিয়ন্ত্র সম্ভব। বাইর থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রন করতে গেলে অন্যায় রাজনৈতিক চাপের জন্য আমাদের দুর্বল হবার আশংকা আছে। কাজেই তা বাঞ্ছনীয় নয়। আমি বিশ্বাস করি আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা বিদেশের সাহায্য ছাড়াই আমাদের বন্যা সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবেন। বন্যায় প্রতিবছর প্রায় দুইশত কোটি টাকা মূল্যের

Dhaka University Institutional Repository

ফসল, ঘরবাড়ী, পশুপাখী ও গাছ পালার ক্ষতি সাধন করে থাকে। প্রাণ হানির কথা বললামই না। বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য কয়েকটি পন্থা আমি সুপারিশ করছি:

(ক) বন্যার সময় জল নিষ্কাশনের বিশেষ ব্যবস্থা রেখে প্রধান প্রধান নদীগুলোর দুই তীরে বাধ নির্মান করা।

(খ) পলিমাটিতে ভরাট হয়ে যাওয়া নদীগুলো খনন কার্য্যদ্বারা সংস্কার সাধনা করা।

(গ) পূর্ব বাংলার প্রাচীন নদীগুলির মোহনার মুখগুলোতে জলদ্বার রেখে এবং লক-গেটের মাধ্যমে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করে মোহনাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া। এই অবস্থায় সারা বাংলাদেশ শীতকালে একটি জলাধারে পরিনত হইবে।

(ঘ) প্রধান প্রধান নদীগুলো থেকে ছোট ছোট খালকেটে যোগাযোগ করে দিয়ে সব সময় জল চলাচলের গতীকে অব্যাহত রাখতে হবে।

এই ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করতে বিদেশী বিশেষজ্ঞর প্রয়োজন হবে বলে আমি মনে করিনা। আমাদের প্রয়োজন শুধু অর্থের। বন্যা নিয়ন্ত্রন করে আমরা যদি বিদেশী সাহায্য নাও পাই তবুও আমরা এগুলোকে কার্য্যকরী করতে সক্ষম হবো। হয়তো সময় কিছু বেশী লাগবে। বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্যে আমরা যদি এই উপরোক্ত কাজগুলোকে সফলভাবে কার্য্যকরী করতে পারি তা হলে ফারাক্কা আতংকে আমাদের ভুগার প্রয়োজন হবে বলে আমি মনে করিনা।

কৃষকদের জন্য সুযোগ সুবিধা

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কৃষি বাংলার অধিকাংশ কৃষকই আজ ভূমিহীন হয়ে বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরীত। যাদের কিছু কিছু জমি আছে তারাও মৌসুম ছাড়া বছরের বেশ র্ক

Dhaka University Institutional Repository

মাস বেকার হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়। এবস কৃষকদের জন্ত তাদের অবসর সময়ে কাজের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এতে তাদের জীবন ধারনের মান উন্নতি হবে। এজন্ত গ্রাম বাংলার প্রান্তর প্রান্তরে কুটির শিল্প প্রসার করতে হবে এবং পশুপালন হাসমুরগীর চাষ ও কৃষি ক্ষেত্রে দরকারী গ্রামীন জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে চাষীদের জন্ত বিশেষ ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিদের সংগে সংগে কৃষকদেরও ঐ সকল কলকারখানার অংশীদার করা উচিৎ যাহাদের উৎপাদনের সাথে কৃষিক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগাযোগ রয়েছে।

দুর্নীতি

আমাদের দেশে দুর্নীতি যেন একটা স্বাভাবিক নীতিতে পরিনত হয়ে গিয়েছে। সমগ্র জাতীর উপর দুর্নীতি ক্যানসারের মতো মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিনত হয়েছে। আমরা যদি আমাদের কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পারিবারিক ও ভবিষ্যত বংশধরদের হিসেবে না ভেবে জাতী হিসেবে ভাবতে পারি এবং সাময়িক কষ্ট সহ্য করতে পারি তাহলে এ দুরারোগ্য ব্যাধির মুলোৎপাটন সম্ভব হবে। এ উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন ও নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ একান্ত প্রয়োজন। দুর্নীতি দমনের জন্ত কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

১। (ক) প্রতিটি নাগরিকের জন্ত ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা ও তার ছেলে-মেয়ের জন্ত শিক্ষার নিশ্চতা প্রদান করা।

(খ) একটি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রন সংস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারীত নিয়তম মজুরীর সহিত সামঞ্জস্য রেখে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া এবং নির্ধারিত মূল্যের

Dhaka University Institutional Repository

বিতিশীলতার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

(গ) রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজের জন্য কন্ট্রাকটর, সাপ্লায়ার প্রভৃতি জাতীয় মধ্যস্ব ব্যবসায়ীদের অবসান করা।

(ঘ) সকল প্রকার বিলাশ বহুল দ্রব্যের আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গি

১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসন অর্জিত হলে আমাদের জাতীকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে আমরা সত্যিকারভাবে উদ্যতশীল হতে পারবো। এ করতে যেয়ে আমাদের জাতীয় আদর্শের সঙ্গে আন্তর্জাতীক আদর্শ সমূহের সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমাদের উচিৎ আমাদের জাতীয় স্বার্থকে বাইরের সকল আদর্শের উপর স্থান দিয়ে আমাদের লক্ষ্য অর্জন করা। বাইরে থেকে—আমদানী করা কোন রকম ইজ্‌ম বা তন্ত্রকে গ্রহন করা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়। এক একটি তন্ত্রের জন্ম হয় সাধারণতঃ বিশেষ কোন দেশের বিশেষ কোন সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের জনগনের চাহিদা ও ইচ্ছা অনুযায়ী। আমরা যদি বিশ্বের সকলতন্ত্র থেকে আমাদের দরকারি এবং ফলপ্রসু অনুযায়ী বিধানগুলোকে অবলম্বন করি এবং তার মাধ্যমে আমরা আমাদের সকল সমস্যার সমাধান ও আমাদের মুক্তি অর্জন করতে পারি এবং সেই আর্দশ যদি "বাংলাবাদ বা বাংলাতন্ত্র" হয় তাহলে তাতে কোন দোষ নেই এবং তাকেই বিনা সঙ্কোচে গ্রহন করে নেয়া উচিৎ।

জাতীয়করণ

এক লাখ টাকার উপরের যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় করণে আমি বিশ্বাসী। আমি অনতিবিলম্বে ব্যাংক এবং বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয়করণ করা প্রয়োজন মনে করি। ছোট

Dhaka University Institutional Repository

ছোট পুঁজি বিনিয়োগকারীদের উপর সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে তারা তাদের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যাবসায়ের সৃষ্টি করতে না পারে। সড়ক পরিবহন রেলওয়ে, জলপথ ও বিমান পরিবহন এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেগুলো সরাসরিভাবে একটা দেশের উন্নতি ক্ষেত্রে গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে থাকে সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালনা করা উচিৎ।

ভূমি রাজস্ব

অধুনা কোন কোন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিলামের ডাকের ন্যায় তাদের খেয়ালখুশী মতো একটি নির্দিষ্ট পরিমান ভূমি রাজস্ব মওকুফ করে দেয়ার বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছেন। যারা নিষ্কর ভূমির কথা বলছেন আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করি ভূমির রাজস্ব বর্তমানের ন্যায় নির্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য্য না করে তা জমির উৎপাদন অনুসারে হওয়া উচিৎ। চাষী ইচ্ছে করলে তার ভূমির রাজস্ব নগদ অর্থে অথবা সে মূল্যের ফসলে দিতে পারে।

ধর্মঘট

আমি মনে করি কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে অথবা ন্যায্য দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য ধর্মঘট করা প্রত্যেকটি শ্রমিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিৎ। তবে যে ধর্মঘটের পেছনে স্থায়ী ফল-লাভের কোন রকম সম্ভাবনা নেই সে রকম ধর্মঘট সমর্থন না করা উচিৎ। শুধু বেতন বাড়ানো আর মজুরী বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ধর্মঘট করা উচিৎ নয়। কেননা শুধু বেতন বাড়িয়ে কোন সমস্যারস্থায়ী সমাধান হতে পারে বলে আমি মনে করি না। আমরা দেখেছি বেতন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় জিনিপত্রের দামও হুহু করে বেড়ে যায়। তারপর পুনরায় ধর্মঘট করে

Dhaka University Institutional Repository

যে সকল প্রশ্ন সাংবাদিকগন কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেগুলি এবং তাহার উত্তর প্রদত্ত হইল।

১। প্রঃ—আপনারা কি আপাতত কোন বর্তমান রাজনৈতিক দলে যোগদান করার ইচ্ছা রাখেন?

উঃ—না। আমাদের উদ্দেশ্য দেশের বর্তমান সকল রাজনৈতিক ছাত্র ও শ্রমিক দলগুলিকে আমাদের এক দফার ভিত্তিতে একত্র করিয়া একই কণ্ঠে পূর্ব-বাংলার জন্য ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী একটি সার্বভৌম শাসনতন্ত্র গঠন করা। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দল গঠন করা বা না করার সিদ্ধান্ত জনগনের রায়ের উপর নির্ভর করিবে।

২। প্রঃ—আপনারা কি আগামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন। যদি করেন তাহলে কোন পার্টির মনোনয়ন পত্র আশা করেন?

উঃ আমি আগেই বলেছি যে আমাদের উদ্দেশ্য ১ দফা ভিত্তিতে জনমত সৃষ্টি করা এবং উহাকে বাস্তবায়ন করা। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। এ ব্যাপারে আমাদের দলীয় কোন সিদ্ধান্ত নেই।

৩। প্রঃ আপনি ৬ দফার সমর্থন করেন।

উঃ আমরা ৬ দফার বিরুধিতা করিনা তবে আমরা মনে করি যে, বাংগালী জাতীর জন্য ৬ দফার প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমাধান দিতে পারিবেনা। কাজেই ইহা অসম্পূর্ণ। আমাদের দাবী ৬ দফার চেয়ে অনেক বেশী এবং আমরা মনে করি আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাব বাস্তবায়নেই বাংগালী জাতীর একমাত্র মুক্তির পথ।

৪। প্রঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে আপনার মতামত কি?

উঃ আমরা মনে করি যে, ব্যক্তি এবং ধর্মের সম্পর্ক একটি নিজস্ব ব্যাপার হিসাবে গণ্য করা উচিৎ এবং রাষ্ট্র এবং ধর্ম সম্পর্কে আমাদের এই মন্তব্য যে ধর্ম রাষ্ট্রকে উপদেশ দিতে পারে কিন্তু ধর্ম রাষ্ট্র পরিচালনাকে নিয়ন্ত্রক করাকে আমরা সমর্থন করি না।

৫। প্রঃ আপনি বাংগালীতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং যাহারা "জয় বাংলা" শ্লোগান দেয় তাহারাও বাংগালীতন্ত্রে বিশ্বাসী সুতরাং আপনাদের মধ্যে তফাৎ কোথায়?

উ. যাহারা "জয়-বাংলা" শ্লোগান দেন তাহারা ৬ দফার সমর্থক তাহাদের বাংলাতন্ত্র ৬ দফা ভিত্তিক সুতরাং ইহাও অসম্পূর্ণ এবং অবাস্তব বাংলাতন্ত্র।

৬। প্রঃ আপনি কি আগরতলা মামলার কোন বই লিখার ইচ্ছা রাখেন?

উঃ হ্যা আমি নিরপেক্ষভাবে সত্য ঘটনা ভিত্তিক বই লিখার ইচ্ছা রাখি উহা প্রকাশ করার সময় এখনও হয় নাই। তবে আমি বলিতে চাই যে সরকার যে অভিযোগ ট্রাইবুনালে পেশ করেছিলেন তাহাও সত্য নহে।

৭। প্রঃ আপনাদের লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্র ও এন, পি, এল ও ন্যাপ (ভাসানী পন্থিদের) লাহোর প্রস্তাব কি এক?

উঃ আমরা মনে করি যে ইহা নামে মাত্রই এক কিন্তু ব্যাখ্যা করিলে দেখা যাইবে যে "আমাদের লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্রে নিজদেরকে নিজ ঘরের মালিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সমস্ত ক্ষমতা দাবী করেছি" কিন্তু অন্য দুইদল

Dhaka University Institutional Repository

বেতন বাড়ানোর দাবী তুলা হয়। আবার দাম বাড়ে। আবার দাবী উঠে। এভাবে ধর্মঘট ও বেতন বাড়ানো বৃত্তাকারে শুধু ঘুরে ঘুরে চলে।

আমার মতে শ্রমিকদের ধর্মঘটের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিৎ প্রত্যেকের জন্য বাসস্থান, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা, ছেলেমেয়েদের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা ও স্বল্পমূল্যে রেশন প্রদানের জন্যে। এক কথায় মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্যে যেসব নিম্নতম উপাদানের প্রয়োজন সেগুলোর জন্যে সরকারী, বে-সরকারী কর্মচারীরা দাবী তুলতে পারেন। সরকার নিম্নতম মজুরী ধার্য্য করে দিয়েছেন। সরকারের উচিৎ কর্মচারীরা যাতে তাদের সামর্থ অনুযায়ী মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। শ্রমিকদের উচিৎ টাকার পরিবর্তে উপরোক্ত জীবন ধারনের উপাদান দাবী করা তাতে সরকারের কম বেশী যতই খরচ হউক। সর্বহারা জনগনের প্রতিনিধি তাই বাজারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য জনসাধারণ বা ব্যক্তিবিশেষের মাথা ব্যথার কারন না হয়ে সরকারের হওয়া উচিৎ।

সাংবাদিক ভাইয়েরা, আমি আমার চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের যৎসামান্য পরিচয় আপনাদের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। যা আমি বিশ্বাস করি তাই বলছি এবং এথেকে আমার কখনো অন্যথা হবেনা। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যাতে আমি সাধ্যানুযায়ী আমার দেশ ও জাতির সেবা করে যেতে পারি সে জন্য আপনাদের সাহায্য, সহানুভূতি, সহযোগীতা ও উপদেশ আমি কামনা করছি।

দেশের জনসাধারনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ করে তাদের কাছে আমার বক্তব্যের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করে তাদের উপদেশ নেয়ার জন্যে আমি সুযোগের অপেক্ষায় আছি। আশাকরি

Dhaka University Institutional Repository

শীঘ্রই তাদের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হবে।

আপনারা অনেক কষ্ট স্বীকার করে এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্যে আমি আপনাদের আবার আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জানাচ্ছি। আমি আশাকরি এমনি অন্তরঙ্গ ঘরোয়া পরিবেশে মাঝে মাঝে আপনাদের সংগে মিলিত হবার সুযোগ পাবো।

ধন্যবাদ।

লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

কিছু কিছু ক্ষমতা বিশেষ করিয়া প্রতিরক্ষা কেন্দ্রের হাতে দিবার প্রস্তাব করেছেন। ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যে আমাদের লাহোর প্রস্তাব তাহাদের প্রস্তাব হইতে ভিন্ন।

৮। প্রঃ আপনি কতদিন যাবত ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের বিশ্বাসী?

উঃ বহুদিন পূর্বে থেকে আমি এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী। এমনকি ১৯৬৬ সালে এবং সামরিক নিবর্তনে বন্দী অবস্থায়ও আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সাহেবকে ৬ দফার পরিবর্তে আমাদের বর্তমান ১ দফা ভিত্তিক প্রস্তাব গ্রহনের অনুরোধ জানাইয়াছি।

৯। প্রঃ আপনি মুক্তির পরে শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ করেছেন কি?

উঃ আমি মুক্তির পরে থেকে ১৮-৩-৭০ তারিখ পর্য্যন্ত চাকুরীতে ছিলাম এবং সামরিক আইনে রাজনীতি করা বা রাজনৈতিক নেতাদের সহিত মেলামেশা করা অপরাধ বলে গণ্য করা হয় বলে আমি তাহার সহিত দেখা করিতে সক্ষম হই নাই। তবে তাহার পক্ষে আমার সাথে দেখা করার কোন বাধা ছিলনা এবং উহা অপরাধ বলে গণ্য হইত না। তিনি কেন যে, দেখা করেননি তাহা আপনারা তাহাকেই জিজ্ঞাসা করবেন।

সম্পাদকের বক্তব্য ঃ—

১। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের ১ দফাকে বাস্তবায়ীত করিবার জন্য গত ২৮-৩-৭০ তারিখে "লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি" গঠন করিয়াছি এবং প্রেস রিলিজের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করিয়াছি।

২। প্রেসিডেন্ট সাহেবের ২৮-৩-৭০ তারিখের জাতীর উদ্দেশ্যে ভাষণ এবং ৩০-৩-৭০ তারিখের, আইনগত কাঠামোকে আমরা বাংগালীর সার্বের পরিপন্থী বিধায় গ্রহণ যোগ্য নহে

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষনা করিয়া প্রেস রিলিজের মাধ্যমে ১-৪-৭০ তারিখে জনগণকে অবহিত করিয়াছি।

৩। সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের নীতির পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। দেশের সমস্যাবলি উহাদের সমাধান এবং আমাদের নীতির পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ আমরা একটি বই শীঘ্রই প্রকাশ করিতেছি।

সমাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

"আ"

১. আবু সায়ীদ - বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ ১৯৭১। ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭২ইং।

২. আবুল আহসান চৌধুরী - ভাষা আন্দোলনের দলিল। ঢাকা, বাংলাদেশ ভাষা সমিতি, ১৯৮৮ইং।

৩. আবুল মনসুর আহমদ - শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু। ঢাকা, খোজরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৩ইং।

৪. আহমদ আফতাব - স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী। ঢাকা, সিটি পাবলিশিং হাউস, ১৯৯০ইং।

৫. আল হেলাল বশির - ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ইং।

৬. আলী ইমাম - বাংলাদেশের কথা। ঢাকা, সময় প্রকাশনী, ১৯৯২ইং।

৭. আসাদ আবুল - কালো পঁচিশের আগে ও পরে। ঢাকা, ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯০ইং।

৮. আসাদ, আসাদুজ্জামান - স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪ইং।

৯. আসাদ চৌধুরী - বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ঢাকা, বাঙলা একাডেমী, ১৯৮৩ইং।

১০. আহম্মদ ফয়েজ- 'আগরতলা মামলা' শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ। ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭ইং।

১১. আহমদ সালাহউদ্দিন - বাঙালীর স্বাধীনতা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২ইং।

১২. আহমদ মওদুদ - বাংলাদেশ ঃ স্বায়ত্ত শাসন থেকে স্বাধীনতা। ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯২ইং।

১৩. আহমেদ সিরাজউদ্দিন - বাংলাদেশ গড়লো যারা। ঢাকা, ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯০ইং।

১৪. আফসার উদ্দিন মোহাম্মদ - আমার দেখা বৃটিশ- ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। ঢাকা, বুলবুল প্রকাশনী, ১৯৯৩ইং।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. আলম মাহবুব - গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে। ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২ইং।

১৬. আনিসুজ্জামান - আমার একাত্তর।ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭ইং।

১৭. আসাদুজ্জামান আসাদ - মুক্তির সংগ্রামে বাংলা (১৯০৫-৭১)। ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭ইং।

১৮. আবু সাইয়িদ (অধ্যাপক) - যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ঢাকা, মোঃ শরীফ আহমেদ, ১৯৮৯ইং।

১৯. আবুল কালাম আজাদ - ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিলো। ঢাকা, বুক সোসাইটি, ২০০২ইং।

২০. আবুল কাশেম ফজলুল হক - মুক্তি সংগ্রাম। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫ইং।

২১. আব্দুর রউফ - আগরতলা মামলা ও আমার নাবিক জীবন। ঢাকা, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ১৯৯২ইং।

২২. আবুল হাশেম চৌধুরী - যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের নয় মাস। ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫ইং।

২৩. আহম্মেদ ফয়েজ - মধ্যরাতের অশ্বারোহী। ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮২ইং।

২৪. আবুল মনসুর আহমদ - আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বৎসর। ঢাকা, স্বজন প্রকাশনী, ১৯৯৮ইং।

২৫. আতোয়ার রহমান - আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯১ইং।

২৬. আব্দুল মতিন - ভাষা আন্দোলন; ইতিহাস ও তাৎপর্য। ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ১৩৯৭বাং।

২৭. আখতার মুকুল এম, আর, - আমি বিজয় দেখেছি। ঢাকা, সাগর পাবলিশার্স, ১৩৯১বাং।

২৮. আহমদ, ছফা - জাগ্রত বাংলাদেশ। ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৮ইং।

"ই"

২৯. ইসলাম রফিকুল - বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও বৃহৎ শক্তির প্রতিক্রিয়া। ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯২ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৩০. ইসলাম রফিকুল (অব মেজর) - একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩ইং।

৩১. ইসলাম রফিকুল - একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ঃ এগারোটি সেক্টরের বিজয় কাহিনী। ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯১ইং।

৩২. ইসলাম রফিকুল - বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঃ ভারত, রাশিয়া, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা। ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং, ১৯৯৫ইং।

৩৩. ইসলাম রফিকুল - একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ঃ প্রতিরোধের প্রথম প্রহর। ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯১ইং।

৩৪. ইসলাম রফিকুল - একাত্তরের বিশটি ভয়াবহ যুদ্ধ। ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯২ইং।

৩৫. ইসলাম রফিকুল - লক্ষপ্রাণের বিনিময়ে। ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯৬ইং।

৩৬. ইসলাম মাযহারুল - ভাষা আন্দোলন ও শেখ মুজিব। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪ইং।

৩৭. ইমাম জাহানারা - একাত্তরের দিনগুলি। ঢাকা, সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৯০ইং।

"ক"

৩৮. কাদের সিদ্দীকি বীরউত্তম - স্বাধীনতা '৭১'। ঢাকা, বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী, ১৯৯২ইং।

৩৯. কামরুদ্দিন আহমদ - স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর। ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮২ইং।

"খ"

৪০. খান, কে, এম রইছউদ্দিন - বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা। ঢাকা, খান ব্রাদার্স, ১৯৮৬ইং।

৪১. খাবীরুজ্জামান এস, এম - উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। ঢাকা, পালক পাবলিশার্স, ১৯৯২ইং।

৪২. মোঃ খলিলুর রহমান (কমান্ডো) - মুক্তিযুদ্ধ ও নৌ কমান্ডো অভিযান। ঢাকা, শিরীন রহমান, ১৯৯৭ইং।

Dhaka University Institutional Repository

"গ"

৪৩. গোলাম সোলায়মান - আবহমান বাংলা। গাজীপুর, আলতাবিতান, ১৯৮৭ইং।

"চ"

৪৪. চৌধুরী সামসুল হুদা - একাত্তরের বিজয়। ঢাকা, বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৫ইং।

৪৫. চৌধুরী সামসুল হুদা - একাত্তরের রণাঙ্গন। ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং, ১৯৮৮ইং।

৪৬. চৌধুরী আবু ওসমান - এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম (বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস)। ঢাকা, সেবা প্রকাশনী, ১৯৯১ইং।

৪৭. চৌধুরী সামসুল হুদা - মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর। ঢাকা, বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৫ইং।

৪৮. চৌধুরী আবু সাঈদ - প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি। ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯২ইং।

৪৯. চৌধুরী আসাদ - বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩ইং।

"ব"

৫০. বদরুদ্দিন উমর - পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি। ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ১৯৯৫ইং।

৫১. বদরুদ্দিন উমর - ভাষা আন্দোলন-প্রসঙ্গ, কতিপয় দলিলপত্র। ঢাকা,বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ইং।

৫২. বদরুদ্দিন আহমদ - স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনী। ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৬ইং।

৫৩. বেলাল মোহাম্মদ - স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৩ইং।

"ম"

৫৪. মোশতাক আহমদ - বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেন। ঢাকা, সুনমা প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কস, ১৯৮০ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. মজিবর রহমান - মুক্তিযুদ্ধ, জনযুদ্ধ ও রাজনীতি। ঢাকা, বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৪ইং।

৫৬. মাসুদুল হক - বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সি, আই, এ । ঢাকা, মৌলি প্রকাশনী, ১৯৯৭ইং।

৫৭. মুসা মনসুর - বাংলাদেশ। ঢাকা,নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪ইং।

৫৮. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান আমাদের জাতি স্বত্তার বিকাশ ধারা। ঢাকা, আশা প্রকাশনী, ১৯৯৪ইং।

"হ"

৫৯. হান্নান, মুহাম্মদ ডঃ- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯১ইং।

৬০. হক গাজিউল - এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। ঢাকা, পুথিপত্র, ১৩৭৮বাং।

৬১. হাবিবুর রহমান খান মোহাম্মদ - বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব। ঢাকা, সিটি প্রেস, ১৯৯১ইং।

৬২. হান্নান মোহাম্মদ - বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ইতিহাস, একটি অনুসন্ধান। ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯৪ইং।

৬৩. হাসান হাফিজুর রহমান - বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র। ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৩৮৯বাং।

৬৪. হাসিনা রহমান - বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামে আহম্মেদ ফজলুর রহমান। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩ইং।

৬৫. হারুন হাবিব - মুক্তিযুদ্ধঃ ডেট লাইন আগরতলা। ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২ইং।

৬৬. হাবিবুর রহমান মুহাম্মদ - বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ; নিয়াজীর জবানবন্দী। ঢাকা, কারেন্ট বুকস, ১৯৯৩ইং।

৬৭. হাসান মাহামুদ - দিনপঞ্জি একাত্তর। ঢাকা, পাইওনিয়ার প্রকাশনী, ১৯৯১ইং।

"শ"

৬৮. শওকত আরা হোসেন - মুক্তিযুদ্ধ ও নারী। ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং।

Dhaka University Institutional Repository

"ঙ"

৬৯. সিরাজউদদনি আহমদ - হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ঢাকা, ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৬ইং।

৭০. সিরাজউদ্‌দনি আহমদ - শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক। ঢাকা, ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৩ইং।

৭১. সাহিদা বেগম - আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০ইং।

৭২. সুখময় মুখোপাধ্যায় - বাংলার ইতিহাস। ঢাকা, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ২০০০ইং।

'A'

73. Akbar Ali Khan – Discovery of Bangladesh. Dhaka, Mahiuddin Ahmed, 1996.

74. Ahamed, Tajuddin – Press statement. Calcutta, Bangladesh mission April 17, 1971.

75. Ali, S. M. - Pakistan: Military Rule or Peoples Power.London: Janathan Cope.1973..

76. Ambedkar. B.R.- Pakistan or Partition of India. Bombay. Thacker and Co. 1945.

77. Azad, Abul Kalam (Maulana). India Wins Freedom. London: Longman's Green and Co. Inc. 1960.

'B'

78. Bangladesh: Contemporary Events and Documents 1971. Ministry of Foreign Affairs, Govt of Bangladesh. Vol. 1.

79. Bangladesh: The Unfinished Revolution . Lawrence Liftschultz, Zed Press. London, 1979.

80. Bangladesh : A Legacy of Blood. Anthony Mascarenhas. London, Hodder & Stoughton,1986.

Dhaka University Institutional Repository

'C'

81. Callard, Kith - Pakistan: a Political study. London: George Allen and Unwin Ltd. 1957.

82. Chaudhury, G. W. The Constitutional Development in Pakistan. Reviseded ed. London: Lowee and Brydon. 1969.

83. Chakrabarti – The Evolution of Politics in Bangladesh 1947-1978. New Delhi, Associated Publishing house, 1978.

84. Chaudhury, Kalyan – Genocide in Bangladesh. New Delhi,Orient long man.1972.

85. Chaudhuri, M. A. Dr. – Goverment and Politics in Pakistan. Dhaka, Puthighar Ltd. 1968.

'E'

86. Explosion, in the Sub- Continent : India, Pakistan, Bangladesh and Ceylon, edited by Robin Blackburn. London, Penguin Books, 1975.

'H'

87. Hannan, Mohammed –The liberation struggle of Bangladesh. Dhaka, Hakkani Pub. 1998.

88. History of the Freedom Movement in Bangladesh, 1947-1973 Jyoti sen Gupta, Naya Prakash, Calcutta 1974.

89. Harun - or – Rashid, The foreshadowing of Bangladesh. Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1987.

'I'

90. Islam, Mazharul , "The Role of Intellectual in Bangladesh" an article in A nation is Born. Calcutta, Calcutta University Bangladesh sahayak Samity's Published book, 1974.

'K'

91. Karunakaran, K. P. East Pakistan Nonviolent Struggle. Economic and Political Weekly. Vol. 6 (12), March 20, 1971

Dhaka University Institutional Repository

92. Khan, Muhammad Ayub. Friends. Not Masters. Karachi Ox. Un. Press. 1967.

93. Khan. Rahmatullah - A Struggle for Nationhood. New Delhi: Vikas Publishing House, 1971.

94. Khan. M. Asghor – Generals in Politics. New Delhi. Vikas Publishing House. 1983.

95. Karim. A.K. Nazmul – Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh 3rd ed. Dhaka, Nowroze Kitabistan, 1979.

'M'

96. Mascarenhas. Anthony - The Rape of Bangladesh. New Delhi. Vikas Publishing House. 1971.

97. Mallick. A.R. – The Brtish Policy and the Muslims of Bengal. Dhaka. Nowrozw Kitabistan. 1961.

'T'

98. Tariq Ali. Can Pakistan Survive? Penguin Books. London. 1983.

'W'

99. Welcox . W.A. - Pakistan the Consolidation of a Nation. 2nd Printing, New York. Columbia U. Press. 1964.

'Z'

100. Zulfikar Ali Bhutto of Pakistan : His Life and Times, Stanley Wolpert. London, Oxford University Press, 1993.